সেক্সপিয়র।

(দ্বিতীয় ভাগ)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"The eye of Genius glistens to admire
How memory hails the sound of Shakspeare's lyre
One tear I' ll shed to form a crystal shrine
Of all that's grand, immortal, and divine.
Let princes o'er their subject kingdoms rule,
'Tis Shakspeare's province to command the soul!
To add one leaf, oh, Shakspeare! to thy bays,
How vain the effort and how mean my lays!
Immortal Shakspeare! o'er thy hollow'd page,
Age becomes taught, and youth is e'en made sage."

——LUCIEN BUONAPARTE.

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত অনূদিত।

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

পৌষ, ১৩০৭।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, "কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

সাহিত্য, সঙ্গীত এবং চিত্র-শিল্প-প্রিয়,

মনোহর কলাবিদ্যার অনুরাগী,

সেক্সপিয়র-ভক্ত,

বহুগুণে গুণবান্,—

আশ্রিতবৎসল, লোকপালক, প্রজারক্ষক,

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-মুকুট,

স্বধর্ম্ম-পরায়ণ,

মহামান্য ভাওয়াল-অধীশ্বর,

পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

মহোদয়ের

শ্রীচরণে,

তাঁহার একান্ত আদরের সামগ্রী

এই গ্রন্থ,

তদীয় ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে

উৎসৃষ্ট

হইল।

কবির জীবনী।

ইউরোপীয় বিদ্বজ্জন-সমাজে মহাকবি সেক্সপিয়রের জীবনী সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু তথাপি তদীয় জীবনের সকল ঘটনা, সবিশেষ অবগত হওয়া যায় নাই। নিশ্চিতরূপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সেক্সপিয়র ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-আভন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল। লণ্ডন নগরের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের তিনি একজন অভিনেতা ছিলেন। কবিতা এবং নাটক লিখিতেন। অন্তিম-জীবনে জন্মস্থানে প্রত্যাগত হইয়া সম্পত্তি উইল করিয়া যান এবং জীব-লীলা শেষ করেন।

কবির বাল্যজীবনের বেশী কিছু না জানা যাউক, তাঁহার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ,—যাহা লইয়াই মর-জগতে তিনি চির-অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। মহাকবির পরবর্ত্তী চিন্তাশীল ভাবুক লেখকবৃন্দ নানা উপায়ে মহাকবির জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। এবং সুদক্ষ কবি ও সমালোচক সেই সকল পন্থার অনুসরণ করিয়া বিস্তর কথা লিখিয়াছেন। পোপ এবং জন্সনের ন্যায় প্রতিভাবান্ কবি এবং সমালোচকও তাঁহার জীবনী বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয় নাই। মহাকবি, প্রথম জীবনে হীন-অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত বলিয়া, কিংবা তাঁহার সময়ে তাঁহার প্রতিভার সম্যক আদর ও প্রতিপত্তি হয় নাই বলিয়া, তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে এত বাদ-বিসংবাদ, মতানৈক্য এবং কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, ইউরোপীয় সাহিত্য-সমাজে, তাহা সচরাচর ঘটে না। ইউরোপীয় সাহিত্য-রথিগণের মধ্যে সেক্সপিয়রের জীবনী সম্বন্ধে এত মতপার্থক্য যে, কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, বেকন ও সেক্সপিয়র একই ব্যক্তি। অর্থাৎ 'কবি' সেক্সপিয়র বলিয়া, স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই!

এইরূপ অনুমান কতদূর সত্য বা সঙ্গত, সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ,সেক্সপিয়রের অস্তিত্বসম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস না করিবার কোন হেতু দেখি

না। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে তাঁহার প্রাচীন বংশের যথাসম্ভব পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু সেক্সপিয়রের পূর্ব্বপুরুষ কেহ যে ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-আভান্ নামক স্থানে আদৌ ছিলেন, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। যাহা হউক, সেক্সপিয়রের পিতা জন্ সেক্সপিয়র খৃষ্টীয় ১৫৫১ অব্দে সেখানে আসিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। সেই দেশের তাৎকালিক বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে জন্ সেক্সপিয়র একজন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, এবং ক্রমে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগুণে কিছু সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। জন্ সেক্সপিয়রের পিতা রিচার্ড সেক্সপিয়র একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিলেন।

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্ সেক্সপিয়র, রবার্ট আর্ডেনের কন্যা মেরিয়াকে বিবাহ করেন। ওয়ারউইক সহরে এই আর্ডেনবংশ অতি প্রাচীন এবং সমৃদ্ধিশালী বলিয়া কথিত। এই বিবাহ হইতে সেক্সপিয়রের মাতুলবংশেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে জন্ সেক্সপিয়রের মৃত্যু হয়। এবং ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীরও পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সৌভাগ্যবশতঃ দুইজনেই, পুত্র উইলিয়মের কিছু কৃতিত্বও দেখিতে যাইতে পারিয়াছিলেন।

'জগতের কবি' উইলিয়ম সেক্সপিয়র ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে, ২৩শে এপ্রেল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রেল তাঁহার জন্মদিন। তাঁহারা ভাই-ভগিনীতে করিয়া আট জন ছিলেন। সেক্সপিয়র পিতার তৃতীয় সন্তান। তাঁহার শৈশব অবস্থায় দেশে দারুণ মড়ক (প্লেগ) উপস্থিত হয়। তাহাতে অনেকেরই মৃত্যু হয়। তদীয় ভ্রাতা এড্মণ্ড তাঁহার সঙ্গে একই রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেন।

এত প্রমাণসত্ত্বেও সেক্সপিয়রের অস্তিত্ব লোপ করিয়া ইউরোপীয় সম্প্রদায়-বিশেষ,লর্ড বেকনকেই হামলেটাদি মহানাটকের লেখক বলিয়া স্থিরীকৃত করিতে সততই সচেষ্ট। তাঁহারা দেখাইতে চান, সেক্সপিয়রের অপূর্ব্ব নাটকাবলী,—বেকনের প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। তাঁহারা বলেন, বেকন যখন নাটক ও কাব্যাদি লিখিতেন, তখন প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া, আপন গ্রন্থাদি, কাল্পনিক 'সেক্সপিয়রের' নামে চালাইতেন,—মূলে "সেক্সপিয়র" বলিয়া কোন লোক কাব্য-জগতে ছিল না।

যাহা হউক,এরূপ গুরুতর বিষম বাদ-প্রতিবাদ,—সাহিত্যের আকর ইউরোপীয় সমাজেই শোভা পায়,—আমাদের এ ক্ষুদ্রপ্রাণ বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ তাহা ধারণা করিতেই পারে না। তবে আমাদের বিশ্বাস ও বিবেচনামত পাঠককে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে,—সেক্সপিয়রই সেক্সপিয়র, লর্ড বেকন কিছুতেই সেক্সপিয়র নন!

যে গৃহে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রাচীন সময়ের লোকে, তাহাকে "বড় বাড়ী" বলিয়া জানিত। প্রাসাদ যে খুব বৃহৎ ছিল, তাহা নহে,—কিন্তু সেই সময়ে ইহা গ্রামের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে সেই ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ সুদক্ষ শিল্পীদ্বারা বহু যত্নে সংস্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতের লোকবৃন্দ সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দেখিয়াও কৃতার্থ হইবে,—সেই আশায়, সেই প্রাসাদের যেখানে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনই প্রণালীতে তাহা সজ্জিত হইয়াছে। এবং সেই প্রাসাদের যে কক্ষে মহাকবি প্রথম হাসি হাসিয়াছিলেন, সেই কক্ষের দেওয়ালে-দেওয়ালে কত সহৃদয় কবি, কত প্রগাঢ় দার্শনিক এবং কত মহানুভব রাজা-মহারাজার নামও অঙ্কিত আছে। যে কেহ, পবিত্র তীর্থজ্ঞানে সেই গৃহে আসিয়াছেন, কোন-না-কোন স্মৃতি সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের রাজন্যবর্গ আসিয়া, সেই গৃহ দেখিয়া আপনাদিগকে ধন্য এবং কৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছেন, এবং প্রতিভাবান্ কবিগণ শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রীতির স্মৃতিস্বরূপ অমর-গাথায় উৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়া সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত লুসিয়ান্ বোনাপার্ট ইংলণ্ড ভ্রমণকালে, সেক্সপিয়রের বিষয় অধিকতর অবগত হইবার জন্য, নিজ ওয়ারউইকসায়ারে গিয়াছিলেন। এবং আনন্দউচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া মহাকবির উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—

"হে সেক্সপিয়র! তোমার অপূর্ব্ব বীণা-ঝঙ্কার আজিও যেন শুনিতে পাইতেছি! মনুষ্যের অন্তরে অন্তরে চিরকাল তোমার স্মৃতি সমুজ্জল রহিবে। তুমি যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছ, তাহার স্মৃতিস্বরূপ আমার চক্ষের এক বিন্দু অশ্রু রাখিয়া গেলাম! রাজা আপন প্রজাবর্গের উপর আধিপত্য করেন মাত্র; কিন্তু তুমি মানবের আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছ!—হে মহাকবি! তোমার মহাকাব্যের কোন পৃষ্ঠায় একটি অক্ষরও সংযোজন করা

একান্ত দুঃসাধ্য,—আমার এ অসার গীতিতে কি হইবে?—অমর কবি! তোমার পত্রে পত্রে, বৃদ্ধ জ্ঞানলাভ করে; যুবা জ্ঞানে প্রবীণ হয়।"

এমনই উচ্চ স্তুতি-বচন,—এমনই অপূর্ব্ব প্রশংসা কত লোক যে, কত প্রকারে করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

সেক্সপিয়রের শৈশবকালীন বিশেষ ঘটনা কিছুই জানা যায় না। কবির বিরুদ্ধে 'হরিণ চুরির' একটা অভিযোগ শোনা যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা চুরি নয়,—বালসুলভ চপলতা বা দুষ্টুমির একটা পরিচয় মাত্র। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতার অবস্থা ততদূর স্বচ্ছল না থাকায়, তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের তেমন সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই।—তাই লাটীন ও গ্রীক ভাষায় কবির তেমন অধিকার ছিল না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও, ইহাতেই মহাকবির মহতী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রতিভা অন্যের শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে,—ইহা ঈশ্বর-প্রদত্ত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অমূল্যনিধি। প্রতিভায়, শিক্ষার একটু সূত্রের সাহায্য হয় মাত্র; তারপর সেই বিধিদত্ত শক্তি আপন গৌরবে আপন উদ্ভাবিত পথে চলিতে থাকে। অপিচ, অধিক লেখাপড়া শিক্ষার সৌভাগ্য না থাকিলেও, ইহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বালক সেক্সপিয়র নিজ অধ্যবসায়, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে নানা বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা স্বভাবসিদ্ধ মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে সর্ব্বদাই উজ্জ্বলীকৃত হইত। প্রতিভার এই টুকুই বিশেষত্ব। পক্ষান্তরে প্রতিভাহীন পরিশ্রমীকে বড় করিতে হইলে, তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া, শিখাইয়া শোধরাইয়া বড় করিতে হয়।

সেক্সপিয়রকে অতি অল্প বয়সেই বিস্তর আপদ-বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। যে সময়ে মানুষের অন্তরে আশা, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা এবং যশোলিপ্সা অতি প্রবল, সেই সময় হইতেই দারুণ দুর্ব্বিপাকে তাঁহাকেএমনই জড়িত হইতে হইয়াছিল যে, অসাধারণ ক্ষমতাশালী বলিয়াই, তিনি উদ্ধার পাইয়াছিলেন!—নহিলে তাঁহার অক্ষয় নাম বুঝি সেই সময়েই বিলুপ্ত হইত। পিতার অর্থনাশ, মাতুলবংশের নানা বিপদ, লেখা পড়ায় বিঘ্ন, মনের অশান্তি,—তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সেক্সপিয়রের বয়স যখন উনিশ বৎসর, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। বিবা-

হিতা-পত্নী আনি-হেথাওয়ে, তাঁহার অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড়। তিনি ধনীর কন্যা ছিলেন। এইরূপ বিবাহের কারণ অনেকে অনেকরূপ বলিয়া থাকেন। এই বিবাহ হইতে কবির আর্থিক অবস্থার কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিংবা কবির তরুণ হৃদয়ের প্রণয়ের তীব্র উন্মাদনা, এইরূপ বিবাহে তৃপ্তি দিতে পারে,—তাহার ইতিহাস ঠিক পাওয়া যায় না। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এবং বিবাহের পাঁচ সাত মাস পরেই তাঁহার এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য-সমাজে এ দৃশ্য বিরল নহে এবং কোন কোন স্থানে ইহা বিশেষ দোষাবহও নহে।

বুদ্ধিমান্ পাঠক বুঝিয়াছেন, সেক্সপিয়রের এই বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। তাঁহার পত্নী দুই বৎসর পরে, যমজ সন্তান প্রসব করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের আর সন্তানাদি হয় নাই। কিছুকাল পরে সেক্সপিয়র লণ্ডনে আসিয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন। পত্নীর প্রীতি বা প্রেমের টান এবং অপত্য-স্নেহ, তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়, স্ত্রীর সহিত তাঁহার তেমন সম্প্রীতি ছিল না। মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হইত মাত্র। মৃত্যুর সময়েও কবির যাহা কিছু ছিল, অতি দূরসম্পর্কীয়কেও দান করিয়া গিয়াছেন, তথাপি বিধবা পত্নীর কি হইবে, বিশেষ কিছু বিবেচনা করেন নাই। অধিক কি, সেই অন্তিম সময়েও স্ত্রীকে একটা স্নেহসূচক কথাও বলেন নাই। ইহাতে সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, জীবনের এই অংশে কবি চিরদুঃখী ছিলেন। এ কথা বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, তাঁহার নাটকের যে কোনও অংশে প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেই স্থানেই যেন কবির অন্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা করুণস্বরে বাজিয়া উঠিয়াছে!—তাঁহার সনেটের করুণ ক্রন্দন এবং আকুল উচ্ছ্বাস কি ইহারই পরিণাম? তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নাটকাবলীর স্ত্রী চরিত্রে কি, এই জন্যই তেমন উচ্চ ভাবের অভাব? এই জন্যই কি "ষষ্ঠ হেনেরী" নাটকের স্ত্রীচরিত্র, তিনি এমনি ভীষণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? 'টুয়েল্‌ফ্‌থ নাইটে' এই জন্যই কি তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন,—"পুরুষ যেন তাহার অপেক্ষা অল্পবয়স্কা রমণীর সহিত বিবাহিত হয়!"—এইরূপ অনেক স্থলের অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় যাহা হইতে মনে হয় কবির স্ত্রীভাগ্য ভাল ছিল না।

সেই জন্য সেক্সপিয়রের চরিত্রে আমরা সংযমের অভাব দেখিতে পাই। তরুণ বয়সেই তিনি অবৈধ প্রণয়ে মুগ্ধ হন। রূপ-তৃষ্ণা বা সৌন্দর্য্য-উপভোগ-স্পৃহাই ইহার কারণ। কবির জীবনে, বিধাতার বুঝি কোন অভিসম্পাৎ আছে,—তাই প্রায় দেখা যায়, সকল দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর কবি এই প্রাণঘাতী জলন্ত উত্তাপ বুকে বহিয়া, আজীবন—বা জীবনের দীর্ঘকাল এই দারুণ মোহে ডুবিয়া থাকেন!—নাম করিব কার? এ গভীর গূঢ় রহস্য যিনি অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, তিনি জানেন, এই 'পরকীয়া আস্বাদনের' প্রবৃত্তি বা 'নিত্য নূতনের মোহ' পৃথিবীর অধিকাংশ কবির হৃদয়ে অতি গভীর ভাবে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে! পরকীয় ভাবটা স্বভাবতই কিছু অধিক আকর্ষণশালী। জাগতিক বহু বহু বিষয়ে ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাকবি সেক্সপিয়রও যে, জীবনের দীর্ঘকাল এই দুরন্ত দুর্জ্জয় রিপুর ক্রীড়নক ছিলেন, যিনি নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সনেটগুলি পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। ইংরেজ-লেখকে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে অস্বীকার করেন। অবশ্য, চরিত্রদোষ না থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র;—কিন্তু চরিত্রদোষ ছিল অথচ প্রিয় কবি বলিয়া তাহা অস্বীকার করিতে হইবে,—এমন কোন অর্থ নাই। বরং ইহাই ঠিক যে, ঐরূপ রূপ-তৃষা বা সৌন্দর্য্য-উপভোগ-স্পৃহা ছিল বলিয়াই সেক্সপিয়র—'সেক্সপিয়র' হইতে পারিয়াছিলেন! কেবল সমাজের চক্ষে দোষ গুণ বিচার করিয়া, কবির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, প্রকৃত কবির জীবন সাধারণ জীবন হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। এ কথা আমরা গ্রন্থান্তরে একবার বলিয়াছি। সেই মূল কথা স্মরণ করিয়া বরং ইহাই বলিতে পারি, জীবনের দোষ গুণ সম্যক্ যথাযথরূপে আলোচনা না করিলে প্রকৃত জীবনী হয় না। সুতরাং 'এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র পৃথিবী কখন দেখে নাই',—এরূপ করিয়া যে, কবিকে দেখাইতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই।

লণ্ডন সহরে সেক্সপিয়র একরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবনই কাটাইয়া ছিলেন। এ সম্বন্ধে দুই একটা প্রমাণও পাওয়া গিয়া থাকে।

সেক্সপিয়রের সমসাময়িক এক ব্যক্তি এরূপ বলিয়াছেন যে, এক রাত্রে

রঙ্গালয়ে "তৃতীয় রিচার্ড" (Richard III.) অভিনয় হইতেছিল। যাহার উপর রিচার্ডের অভিনয়-ভার অর্পিত ছিল, সে অতি সুদক্ষ অভিনেতা। তাহার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কোন সুন্দরী যুবতী তাহাকে আপন আলয়ে যাইতে বলে। উভয়ের মধ্যে এরূপ সঙ্কেত থাকে যে, সেই যুবতীর গৃহদ্বারে আঘাত করিবার সময়, কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অভিনেতা উত্তর দিবে—'আমি রিচার্ড আসিয়াছি'; তাহা হইলেই দ্বার মুক্ত হইবে। সেক্সপিয়র গোপনে থাকিয়া এ প্রেম-সঙ্কেত-কাহিনী শুনিতে পান; এবং ঐ অভিনেতা সেই যুবতীর গৃহে যাই-বার পূর্ব্বেই, নিজে সেখানে গিয়া হাজির হন। দ্বার রুদ্ধ ছিল, আঘাত করিবা-মাত্র প্রশ্ন হইল—'তুমি কে?' সেক্সপিয়র উত্তর দিলেন—'আমি রিচার্ড'। তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল। কিন্তু সেই যুবতী দেখিলেন, তাঁহার নায়ক রিচার্ডের পরিবর্ত্তে,সেক্সপিয়র উপস্থিত! এজন্য যুবতী যথেষ্ট তিরস্কার করিল। কিন্তু সেক্সপিয়র স্বভাবসুলভ মধুরবাক্যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বশীভূত করিলেন। এদিকে,অল্পক্ষণ পরেই সেই 'মনোনীত রিচার্ড' উপস্থিত হইল।—সে পূর্ব্ব-সঙ্কেত মত দ্বারে আঘাত করিয়া 'রিচার্ড' বলিয়া আপনার পরিচয় দিল। যুবতী তখন কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি, সুরসিক সেক্সপিয়র বলিলেন—"সুন্দরি, ভয় কি? তুমি গিয়া বল যে, রিচার্ডের পূর্ব্বে উইলিয়ম রাজত্ব করিয়াছেন!—অতএব এখন তোমার সময় নহে!"

এইরূপ দু'একটা ঘটনা আছে। কিন্তু হয়ত ইহা কেবলমাত্র লোক-কল্পনাও হইতে পারে। কিন্তু কবির "ভিনাস্ এডনিস্" কাব্যের মধ্যে যেরূপ প্রণয়ের চিত্র কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেও কতকটা বুঝা যায়,—এবং পূর্ব্বে যে সনেটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেও কবির এই অবৈধ প্রণয়ের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

রঙ্গালয়ের সহিত কবির সম্বন্ধ একটা চিরস্মরণীয় বিষয়। আন্তরিক ইচ্ছায় কবি এই পথাবলম্বী হইয়াছিলেন, কি তাঁহার পক্ষে অন্যপথ রুদ্ধ থাকায় বাধ্য হইয়া তিনি রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন,তাহা ঠিক বলা যায় না। যাই হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি এই পথে আসিয়াছিলেন, অথবা বিধাতা তাঁহার কার্য্য-সাধনার্থ, কবিকে এই পথে আনিয়াছিলেন,—এইরূপ ধারণা করিয়া লইতে আমরা বাধ্য। কারণ, এই রঙ্গালয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই, না—আজ সেক্সপিয়র 'জগতের কবি'?

উদ্দাম বাসনা ও আকাঙ্ক্ষায় চির অতৃপ্তি,—ইহাই অনেক সময় কবিকে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছে। এবং বোধ হয়,এই জন্যই তিনি মানবচরিত্রে এতই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আপনার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া, আলোক ও অন্ধকারের এমন অপূর্ব্ব চিত্র, বুঝি এই জন্যই তিনি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন! মানুষ সৎ বা অসৎ-প্রকৃতি লইয়াই ভূমণ্ডলে আসে।—যাহার ভাগ্যে যেরূপ প্রকৃতির আধিপত্য অধিক হয়, মানুষ তাহারই দাস হইয়া পড়ে। সেই ভীষণ সময়ে যে, অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় আপনাকে বিশুদ্ধ রাখিয়া বিজয়-নিশান উড়াইতে পারে, অবশ্য তাহারই জন্ম সার্থক।

পরন্তু মহাকবির এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনেও একদিন স্নিগ্ধ ধর্ম্মভাব আসিয়াছিল। একদিন অবশ্যই তাঁহার হৃদয় শান্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল। ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন কবির 'টেম্‌পেষ্ট'। (অনেকে অনুমান করেন,এই 'টেম্‌পেষ্ট' লিখিয়া,সাহিত্যের কর্ম্মযোগী—চিরদিনের জন্য লেখনীর বিশ্রাম দেন।)

আরও এক কথা;—তৎকালীন সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল,কবির জীবনও কতকটা সেই ভাবে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, কবি অনতি-বিলম্বেই আপনার পথ চিনিতে পারিয়াছিলেন। গেটে এবং সিলার যেমন অসৎসঙ্গী এবং অসচ্চরিত্রের মধ্যে থাকিয়াও আত্মমর্য্যাদা সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখিতেন এবং অবসর বুঝিয়া সেই পাপসঙ্গ হইতে সরিয়া পড়িতেন, সেক্সপিয়রেরও সেইরূপ হইয়াছিল। অধিকন্তু তিনি যে অনেক সময় আত্মচরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার সমসাময়িক কবি-নাটককার মার্লো এবং গ্রীনের সহিত মিশিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে চিনিতেন,—অন্তরেও তাঁহাদিগকে অধিক স্থান দিতেন না। কবির 'হেনেরী' যেমন অসৎ লোকের সহিত মিশিয়াও আত্মমর্য্যাদা ভুলিতেন না,এবং অবসর বুঝিলেই তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন, কবি নিজেও প্রায় সেইরূপ ছিলেন। আমরা সময়ান্তরে তাঁহার নাটকাবলী আলোচনা করিয়া দেখাইব, কি ভাবে এবং কিরূপে তাঁহার আত্মসংস্কার আরম্ভ হয়। আর এক কথা—কবির ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচিত কবিতা আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিলেও, তাঁহার প্রকৃতিতে এমন একটু স্বাভাবিক মাধুর্য্য এবং শান্তভাব নিহিত ছিল যে, দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-তাড়নার মধ্যেও এক একবার

তিনি সম্পূর্ণ স্থির থাকিতে পারিতেন। যখন চারিদিকেই প্রবল বাত্যা উত্থিত, সে সমস্যাপূর্ণ সময়ে, বায়ুবিক্ষুব্ধসমুদ্রমধ্যে, উন্নত অটল পর্ব্বতের ন্যায় তিনি দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইতেন!—কবিজীবনের এ মহারহস্য কে বুঝিবে?

বস্তুত, সেক্সপিয়রের চরিত্রে এইরূপ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়। যেমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তেমনি সেই আকাঙ্ক্ষা দমনের অসাধারণ চেষ্টা। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্যে এই ভাবটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবির "ভিনাস্ এডনিস্" এবং "লুক্রিস্"—এই দুই কাব্যে, একদিকে যেমন অপ্রতিহত প্রণয়লালসা, অন্যদিকে তেমনি ধীর, গম্ভীরভাবে আত্ম-সংযম। একদিকে ন্যায়ের সূক্ষ্ম দণ্ড, অন্যদিকে দারুণ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। একদিকে আত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা, অন্যদিকে দৈহিক প্রবৃত্তির বিষম উত্তেজনা। কবির জীবনীর সহিত এই দুই কাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

সেক্সপিয়র যতই পরিণত বয়সে উপনীত হইতে লাগিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনের ততই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে লোকে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কবিতা-লেখক বলিয়া বুঝিতে পারিল। অবশেষে তিনি এমন সব সৃষ্টির অবতারণা করিলেন, যাহাতে তাঁহার জীবিত সময়েও কেহ কেহ বিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। জীবনে, কবির সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ না হইলেও, এ সময়, লোকে চিরপ্রচলিত কবিতা ভুলিয়া, তাঁহার কবিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিল। তখন হইতেই সেক্সপিয়র—লোক-সাধারণের কবি।

কিন্তু সে কথা বলিবার অগ্রে রঙ্গালয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা কিছু বলিব। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া লণ্ডন নগরে আসেন, তখন তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসা এবং কাব্যানুরাগ অতি প্রবল হইয়া উঠে। প্রায় সতেরো বৎসর কাল তিনি রঙ্গালয়ে ছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে অতি হীন কার্য্য করিতে হইত। এমন কি, রঙ্গালয়ে দর্শকমণ্ডলী শকটারোহণে আসিলে, তাঁহাদের সেই ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া, কবিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। ইহার পরের অবস্থা,—অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ তিনি অভিনয় করিতে পাইতেন। শোনা যায়, এই অভিনয় কার্য্যের দরুণ সপ্তাহে পাঁচ টাকার অধিক তিনি পারিশ্রমিক পাইতেন না!

তিনি যে, কিরূপ অভিনেতা ছিলেন, সে সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ভাবে অভিনয়ের সমালোচনা হইয়া থাকে, তখনকার দিনে সেরূপ ছিল না। তখনকার দিনে সেরূপ সমালোচকও ছিলেন না। অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞানহীন, মূর্খ দর্শকেরাই সমালোচক হইত এবং তাহাদেরই স্তুতি-নিন্দার উপর অভিনেতৃগণকে নির্ভর করিতে হইত। তদানীন্তন লেখকগণের দুই একটা শ্লেষ-কবিতায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, অভিনয় কার্য্যে সেক্সপিয়র সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। কিন্তু যিনি নিবিষ্টচিত্তে হ্যামলেট পাঠ করিয়াছেন, তিনি সেই মহানাটকে, অভিনেতাদিগের প্রতি উপদেশ শুনিয়া, অনায়াসে মনে করিতে পারেন, সেক্সপিয়র অভিনয়-বিদ্যায়ও সুদক্ষ ছিলেন।

আরও এক কথা ;—তখনকার লোকের রুচি অন্য প্রকার ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, অভিনয় ব্যাপারের তখন শৈশব অবস্থা মাত্র। যে কেহ খুব হাত পা নাড়িয়া, বড় গলা করিয়া, বেশ দুই চারি কথা শুনাইতে পারিত, সেই-ই উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইত। সেক্সপিয়রের নাকি মানবপ্রকৃতির প্রতি অতি প্রখর দৃষ্টি ছিল, তাই অনেক সময়, তাঁহার সেই অভিনয়ের মৃদুতা ও আড়ম্বর-হীন স্বাভাবিকতা,—অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তিনি হ্যামলেট অভিনয়ে যখন 'ভূত' সাজিতেন, তখন তাঁহার সে অভিনয়ে আপামর-সাধারণ মুগ্ধ হইত। 'এজ ইউ লাইক ইট' অভিনয়ে আডম সাজিয়া, তিনি সুন্দররূপে ও স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করিতেন। তখন যাঁহারা লেখক, তাঁহাদের অনেকেই অভিনেতা। অন্ততঃ, অভিনয়ের অনেক অংশ তাঁহাদের উপর পড়িত। সেক্সপিয়রের সঙ্গে গ্রীন, মার্লো, পিল, বেন্ জন্‌সন্, হেউড, ওয়েবষ্টার, ফিল্ড এবং আরও অনেক বড় লেখক অভিনয় করিতেন।

যাহা হউক, সেক্সপিয়র যখন সাধারণের নিকট সুদক্ষ অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইতে পারিলেন না, তখন গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কবির প্রতিভার অতি অস্পষ্ট আভাষ মাত্র। কিন্তু অস্পষ্ট আভাস হইলেও, সে প্রতিভার ধাত অসামান্য। বুঝি, কবিও তাহা বুঝিতে পারেন নাই,—কি মহাশক্তি তাঁহার অন্তরের অন্তরে চমকিতেছে! তাই তখন তিনি অন্য লোকের গ্রন্থ লইয়া, কাটিয়া ছাটিয়া, অভিনয়ের উপযোগী করিয়া লইতেছেন। অথচ সেই কাটা-ছাটার মধ্যেও মহাকবির সেই বিশ্বব্যাপিনী দৃষ্টি, উচ্চ লক্ষ্য, মহৎ

আদর্শ এবং অপূর্ব্ব কবিত্বের উন্মেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তখন সেই প্রতিভাবান্ মহাপুরুষকে চিনিতে পারে, সে সৌভাগ্য কার ?

অতঃপর কবি যখন নিজের লেখার উপর নির্ভর করিলেন, তখনকার ইতিহাস বড়ই অস্পষ্ট। কোন্ নাটক খানি তাঁর প্রথম লেখা, তাহা ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। যাঁহারা অনুমান করেন,"Two Gentlemen of Verona"এবং "Comedy of Errors" তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নাটক,তাঁহারা, তাঁহার অন্য গ্রন্থও সেই ভাবে অনুমান করিতে পারেন। কারণ, লেখার স্তরবিভাগ করিয়া, মহাকবির লেখার ঠিক কাল নির্ণয় হয় না। একথাও আমরা প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃতরূপে একবার বলিয়াছি।

সেক্সপিয়র ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত,—এই ২৩ বৎসর কাল অভিনয়ের জন্য নাটকাদি লিখিয়াছিলেন। সর্ব্বসুদ্ধ ৩৩ খানি নাটক তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

সকল লেখকেরই শৈশব অবস্থা, যৌবন অবস্থা এবং শেষ অবস্থা আছে। এমন কি,মহা প্রতিভাবান্ লেখকেরও উষা,মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার আবির্ভাব আছে। কখন প্রতিভা নির্ম্মল উষার ন্যায় স্নিগ্ধ, কখন মধ্যাহ্নের প্রখর রবিকিরণে উদ্ভাসিত, আবার কখন বা সায়াহ্নের স্নিগ্ধ মধুর কিরণে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু এই শৈশব, যৌবন ও শেষ—কিংবা উষা, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা—ইহা দেখিয়া মহাকবির লেখার কাল-নির্ণয়,—কোন্‌টি অগ্রে কোন্‌টি পরে,—সকল সময়ে সুনির্দ্ধারিত হয় না। তারপর, প্রকৃত কবি অনেক সময় আদিষ্ট হইয়া লেখনী ধারণ করেন। মহাকবি সেক্সপিয়রও যেন মহাযোগীর ন্যায় তন্ময়ভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার উত্থান, গতি এবং অন্তিম—সকলই অলৌকিক আলোকে জ্যোতিষ্মান্।

এই মহাপ্রতিভাগুণে মহাকবি সেক্সপিয়র ক্রমে লর্ড সাদেম্‌টনের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। সাদেম্‌টন যেমন কবিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে সম্যক প্রকারে সাহিত্যজীবনে উৎসাহিত করিতেন, কবিও তেমনি তাঁহাকে নানা উপায়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। এইজন্যই সেক্সপিয়র 'ভিনাস এডনিস্' এবং 'লুক্রিস', সাদেম্‌টনের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এক সময়ে সাদেম্‌টন তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি একটা বৈষয়িক কার্য্যের বিশেষ সুবিধা

করিতে পারিয়াছিলেন। এই ঘটনা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য এবং উল্লেখযোগ্য। কারণ, গ্রন্থ হইতে কবির আয় এক প্রকার কিছুই হইত না। অনেক সময় দুর্ভাগ্য কবি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থের স্বত্ব, রঙ্গালয়ে অতি সামান্য অর্থে বিক্রয় করিতেন। কবি নিজে প্রায়ই কোন পুস্তক প্রকাশ করিতেন না, এবং কখন কোন ধনী ব্যক্তিকে কোন গ্রন্থ উপহার দিয়া, তাহার বিনিময়ে প্রায়ই কিছু লইতেন না। বলা বাহুল্য, কবির জীবনকালে কতকগুলি নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, শেষ দশায় পাঁচ রকমে কবির কিছু অর্থসঙ্গতি হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে 'নূতন প্রাসাদ' নামে এক সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ক্রমেই কবির ভাগ্যলক্ষ্মী দেখা দিতে লাগিল। লর্ড সাদেম্‌টনের মত, আর্ল পেম্‌ব্রোক্ ও আর্ল মণ্টগোমারি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষ, রাজ্যেশ্বরী কুমারী এলিজ্যাবেথ্ পর্য্যন্ত কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেন। চতুর্থ হেনেরী নাটকে ফল্‌ষ্টাফের অভিনয়ে এলিজ্যাবেথ্ এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, ফল্‌ষ্টাফ্‌কে প্রণয়বিমুগ্ধরূপে অবতারণার জন্য তিনি স্বয়ং সেক্সপিয়রকে অনুরোধ করেন। তাহারই ফলে "Merry Wives of Windsor" লিখিত হয়। কিন্তু এলিজ্যাবেথের এত প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাইলেও, সেক্সপিয়র যে তাঁহার নিকট কিছু অর্থ সাহায্য পাইতেন, তাহা নহে। লণ্ডন সহরের যে রঙ্গালয়ে সেক্সপিয়র সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহার নাম ছিল—"গ্লোব থিয়েটার।"

তারপর যখন "প্রথম জেম্‌স" ইংলণ্ডের রাজা, তখন তিনি নানা উপায়ে অভিনেতৃগণকে সাহায্য করিতেন। সেই সময় যত থিয়েটার-সম্প্রদায় ছিল, সকলগুলিকে এক করিয়া তিনি তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। এবং অন্য দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর দুই দলের ভার দিয়া, স্বয়ং এক দলের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ রহিলেন।

বলা বাহুল্য, কাব্যানুশীলনের সহিত অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি, তদানীন্তন রাজন্যবর্গের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তবে এ কথা এখানে বলা আবশ্যক, রঙ্গালয়ের প্রতি এলিজ্যাবেথ এবং জেম্‌সের, এরূপ সহানুভূতি থাকিলেও, তাঁহারা কখন কোন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে

যান নাই। যখন ইচ্ছা হইত, তখন তাঁহারা রাজ-প্রাসাদে ইহার আয়োজন করিতেন।

ক্রমে সেক্সপিয়রই রঙ্গালয়ের সকল ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছিল।

অতঃপর কবি রঙ্গালয়ের সকল সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। এতদিনে তাঁহার আজীবনসঞ্চিত আশা ফলবতী হইল। তিনি কিছু বিশেষ রকমের সংস্থান করিয়া লইয়া গৃহে গিয়া উঠিলেন।

এতদিনে কবি সাধারণের অসার স্তুতিনিন্দাবাদ হইতে এবং জীবিকা অর্জ্জনের কঠোর সংগ্রাম হইতে নিস্তার পাইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইলেন।

মহাকবি সম্বন্ধে আরও দুই এক কথার আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বেন্ জন্‌সন এবং সেক্সপিয়র,—এ উভয়ের মধ্যে যেমন সৌহার্দ্দ ছিল, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। জন্‌সন্,—সেক্সপিয়রের সরল ব্যবহার, মধুর স্বভাব এবং স্নেহপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি, শুধু লোকের হাততালির উপর নির্ভর না করিয়া, সেক্সপিয়রের প্রকৃত মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেন। কিন্তু লোকসাধারণের বিশ্বাস, জন্‌সন তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। সেক্সপিয়রও জন্‌সনকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। একদিন জন্‌সনের কোন গ্রন্থ, অভিনয়ের জন্য প্রদত্ত হইলে, অনেকেই তাহা মন্দ বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু সেক্সপিয়র সেই নাটক খানিতে প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গ্রন্থকারের প্রশংসা করেন। পরে সেই গ্রন্থের সম্যক্ আদর ও প্রতিষ্ঠা হয়। সেক্সপিয়রের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী কাল, লোকে সেক্সপিয়রকে ভুলিয়া জন্‌সনের লেখার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ইহাপেক্ষাও বিস্ময়ের কথা এই যে, তদপেক্ষাও সামান্য লেখক,—বোমণ্ট ফ্লেচারের নাম সে সময় চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইল;—আর তৎসঙ্গে সেক্সপিয়র শতাব্দী কালের জন্য ডুবিয়া গেলেন!

কিন্তু সে শতাব্দীও গিয়াছে!—আকাশের মুখ হইতে মেঘাবরণ উন্মুক্ত!—প্রতিভা-কিরণে সেক্সপিয়র আজি জগৎ-পূজ্য!

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে, ২৩শে এপ্রেল তারিখে, ৫২ বৎসর বয়সে সেক্সপিয়র দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সম্পত্তি উইল করিয়া যান।

তাঁহার যাহা ছিল, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গকেও তিনি কিছু কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দভাগিনী স্ত্রীর কথা বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। কেবল তাঁহার নামে তৈজসপত্রাদি উল্লিখিত হইয়াছিল।

পাঠক সহজেই বুঝিয়াছেন, কবির স্ত্রী-ভাগ্য বড়ই মন্দ ছিল! অন্ততঃ কবি যে উচ্চ আদর্শ আপনার মহাহৃদয়ে ধারণ করিতেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ স্ত্রী সে দিক্ দিয়াও যাইতেন না। সুতরাং কিরূপে তিনি স্বামীর সেই বিশ্বগ্রাসিনী মহা-ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবেন? এই জন্যই, অনেক কবি, সংসারী হিসাবে, বড়ই দুঃখী। কারণ, সমগ্র জগৎ খুঁজিয়াও তাঁহারা যে প্রতিধ্বনি পান না,—মনে বড় আশা, আপন অর্দ্ধাঙ্গিনীর নিকট তাহা পূরণ করিয়া লইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কবি!—বেশী আশা করিয়াই তিনি বিড়ম্বিত হন! সেক্সপিয়রও তাই পত্নীভাগ্যে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর দুই দিন পরে কবির দেহের সমাধি হইয়াছিল। ষ্ট্র্যাটফোর্ড গির্জ্জার সন্নিকটে ঐ কবর প্রস্তুত হয়। ইহার সাত বৎসর পরে কবির পত্নীর দেহও কবির সমাধিপার্শ্বে প্রোথিত হইয়াছিল।

'জগতের কবি'র মহাজীবনের দুই চারিটি "ছক্" লইয়া, আমরা অতি সংক্ষেপে এই জীবনী শেষ করিলাম। নানা ভাষায়, নানা প্রকারে কবির জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। সব একত্র করিলে বড় একটা লাইব্রেরী-বাড়ী ভরিয়া যায়।

কবির জীবন সমাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। ষ্ট্র্যাট-ফোর্ড-অন্-আভন্ আর সেক্সপিয়রকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না!—সেক্সপিয়র এখন সমগ্র পৃথিবীর নর নারীর হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। অনন্ত কাল-স্রোতও সে আধিপত্য শিথিল করিতে পারিবে না।—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, সমগ্র পৃথিবী—সেই মানব-চরিত্র-চিত্রকর, প্রকৃতির প্রিয়পুত্র মহাকবি সেক্সপিয়রের অপূর্ব্ব প্রতিভার বিষয় একান্ত মনে আলোচনা করিবে, এবং অপূর্ব্ব আনন্দে ও বিস্ময়ে তদীয় সৃষ্টির প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দাস।

সূচীপত্র।

সেক্সপিয়র।

ম্যাক্‌বেথ।

(MACBETH.)

(১)

ডন্‌ক্যান—স্কটলণ্ডের রাজা; ম্যাক্‌বেথ—রাজ-সেনাপতি। ম্যাক্‌বেথ রণ-কুশল বীর-পুরুষ, সুতরাং রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র। পদ, প্রভুত্ব, সম্মান—কিছুরই অভাব তাঁহার ছিল না। উপস্থিত একদল বিদ্রোহী, নরওয়ে প্রদেশের সৈন্য সাহায্যে, স্কটলণ্ড-রাজের অধিকার মধ্যে, বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। ম্যাক্‌বেথ সেই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া রাজার অধিকতর প্রিয়পাত্র হইলেন, এবং তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইল।

ব্যাঙ্কো নামে স্কটলণ্ড-রাজের আরও একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও উপস্থিত বিদ্রোহদমনে ম্যাক্‌বেথের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণকে দমন করিয়া, ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কো অশ্বারোহণে এক প্রান্তরের উপর দিয়া স্বদেশ-প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, বীভৎসরূপা, স্ত্রী-আকৃতি তিনটা অদ্ভুত জীব, তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে তাহারা ম্যাক-বেথ ও ব্যাঙ্কোর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেই জীর্ণ শীর্ণ অবয়ব, বিতি-

কিছি বেশ ভূষা ও বিকট ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিলে, তাহাদিগকে এ পৃথিবীর কোন জীব বলিয়া বোধ হয় না। আকার স্ত্রীলোকের মত, কিন্তু পুরুষের ন্যায় শ্মশ্রু বিরাজিত। ম্যাক্‌বেথ বিস্ময়ের সহিত তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাহাতে, তাহারা, যেন কিছু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া, তাহাদিগের সেই দীর্ঘ অথচ শীর্ণ আঙ্গুল গুলা, আপন আপন মুখের উপর ধরিল। এইবার তাহাদের মুখ ফুটিল। তিন জনের মধ্যে যে অগ্রে ছিল, সেই সর্ব্বপ্রথমে ম্যাক্‌বেথকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"গ্লেমিসের অধিপতি ম্যাক্‌বেথের জয়!"

ম্যাক্‌বেথ আপনাকে এই অদ্ভুত জীবটির দ্বারা এইরূপে অভিহিত হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। আবার যখন সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিল, "জয় কদর-ঈশ্বর, ম্যাক্‌বেথের জয়!"—তখন ম্যাক্‌বেথের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কারণ, ম্যাক্‌বেথের কদর-অধিপতি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তার পর সেই তৃতীয় মূর্ত্তি আরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বলিল,—

"জয় ম্যাক্‌বেথের জয়!
স্কটলণ্ডের রাজা হবে ম্যাক্‌বেথ নিশ্চয়!"

স্কটলণ্ডের অধিপতি ডন্‌কান্ জীবিত, তাঁহার পুত্রগণও বর্ত্তমান;—ইহা সত্ত্বেও যে ম্যাক্‌বেথ রাজা হইবেন, ম্যাক্‌বেথ কিছুতেই সে আশা করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাদের মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া, ম্যাক্‌বেথ অধিকতর বিস্মিত হইলেন।

যখন ম্যাক্‌বেথ এইরূপ বিস্ময়ে অভিভূত, তখন ব্যাঙ্কো সেই স্ত্রী-মূর্ত্তি ডাকিনীত্রয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে? সত্য বল।—তোমরা কি কল্পনা-সৃষ্ট কোন জীব?—কি, যেমনই আকার দেখিতেছি, এমনই আকার-ধারী কোন প্রাণী? আমার বন্ধুকে তোমরা "জয় জয়" রবে সংবর্দ্ধনা করিলে কেন? ভবিষ্যতে ইনি রাজা হইবেন, তাহাও ব্যক্ত করিলে! দেখ, তোমাদের কথায় ইনি অভিভূত। কৈ, আমায় ত কিছু বলিলে না? আমার ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি আছে, যদি জান ত বল। কিন্তু আমি তোমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী নহি।"

তখন তাহারা ব্যাঙ্কোকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"ম্যাক্‌বেথ হইতে তুমি ক্ষুদ্র, কিন্তু তবু বড়। ম্যাক্‌বেথের তুলনায় তুমি সুখী হইতে



পারিবে না, কিন্তু অধিকতর সুখী হইবে। রাজা হইবে না, কিন্তু রাজার পিতা হইবে। জয় ব্যাঙ্কোর জয়! জয় ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কের জয়!"

ব্যাঙ্কো তাহাদিগের এই হেঁয়ালীর অর্থ কিছুই বুঝিলেন না। বস্তুতঃ কথাগুলার মধ্যে দুইটা করিয়া অর্থ ছিল।

এইবার ম্যাক্‌বেথ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,— "আমি গ্লেমিসের অধিপতি, তাহা ঠিক। কিন্তু আমি কদরের অধিপতি,—ইহা তোমরা কি অর্থে বলিলে? কদরের অধিপতি আজিও জীবিত;—কেমন করিয়া এ কথা বিশ্বাস করি? আর রাজ্যলাভ?—স্কটলণ্ডের রাজ-সিংহাসন? তাহা একান্তই অসম্ভব! এ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া, এ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া, কেন আমাদের গতিরোধ কর?"

কিন্তু আর কেহ কিছু বলিল না। সহসা সেই মূর্ত্তিত্রয় শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

তখন সেনাপতিদ্বয় বুঝিলেন যে, ইহারা—হয় দেবযোনি, নয় ডাকিনী।

ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কো এই অদ্ভুত ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ম্যাক্‌বেথ। যদি আর একটু অপেক্ষা করিত, ত ভাল হইত।

ব্যাঙ্কো। যাহা দেখিলাম, তাহা সত্য কি কল্পনা,—অথবা কোনরূপ দ্রব্যগুণ-প্রভাবে আমাদের দুই জনেরই বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

ম্যাক্‌বেথ। যা হোক্,—তোমার সন্তানগণ রাজা হইবে!

ব্যাঙ্কো। আর তুমি রাজা হইবে!

ম্যাক্‌বেথ। আরও শুনিলে না?—কদরের অধিপতি!

ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কো আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

এইরূপে যখন উভয়ে চিন্তামগ্ন, তখন স্কটলণ্ড-অধিপতির নিকট হইতে এক দূত আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে অভিবাদন করিল। ম্যাক্‌বেথের বীরত্বে রাজা এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে ম্যাক্‌বেথের নিকট দূত পাঠাইয়া, ম্যাক্‌বেথকে ধন্যবাদ করিয়া জানাইলেন,—"ম্যাক্‌বেথ আজি হইতে কদরের অধিপতি হইলেন!"

ম্যাক্‌বেথ সেই কথা শুনিলেন;—স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—একটুও নড়িলেন চড়িলেন না।

ব্যাঙ্কো উৎবং শিহরিয়া কহিয়া উঠিলেন,—"একি! প্রেতে সত্য কথা কহিল!"

ম্যাক্‌বেথ। (দূতের প্রতি) কদরের অধিপতি আজিও জীবিত। তবে আমার প্রতি এ সম্মান কিরূপে প্রদত্ত হইল?

দূত। কদর-অধিপতি বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া, মহা-রাজাধিরাজ,তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া,সে রাজ্য আপনাকেই অর্পণ করিয়াছেন।

ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে, ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষার বীজ রোপিত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি গ্লেমিসের অধিপতি ছিলাম,—আজি হইতে আবার কদরেরও অধিপতি হইলাম!—কিন্তু সে উচ্চতর সম্মান এখনও বাকী! তাহাও কি এইরূপ সত্য হইবে? (ব্যাঙ্কোর প্রতি) ব্যাঙ্কো, তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, তোমার বংশধরগণ রাজা হইবে?"

ব্যাঙ্কো। থাক্,—সে কথায় বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। সে কথায় বিশ্বাস করিলে, রাজ্যলাভের জন্য 'আমাদিগকে উত্তেজিত করিবে। শুনিয়াছি, নরকের প্রেত, এমনি দুই একটা সত্য কথা বলে বটে! কিন্তু তাহাতে দুর্ব্বল মানব-মন, প্রলোভনে পড়িয়া দিশাহারা হয়। তার ফল অতি বিষম।

কিন্তু ব্যাঙ্কোর এ হিতবাক্য এসময় সহজেই ভাসিয়া গেল। ম্যাক্‌বেথের হৃদয় দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে কেবলই জাগিতে লাগিল,—স্কটলণ্ডের রাজ-সিংহাসন! ডাকিনীগণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। ব্যাঙ্কোর কথায় তাঁহার আর মনোযোগ দিবার অবসর রহিল না। কেমন করিয়া স্কটলণ্ডের অধিপতি হইতে পারিবেন, সেই চিন্তাতেই তিনি এখন ডুবিয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে বড় একটা ভীষণ ঝড় উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে হত্যার কল্পনা মনে জাগিতেছিল।

মুহূর্ত্তের জন্য ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন।

কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার সে ভাব বিদূরিত হইল। বর্ত্তমানে দৃষ্টিশূন্য হইয়া, ম্যাক্‌বেথ দূর ভবিষ্যতের ছবি, মানস চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন।

অতি যত্নে বুকের ভিতর এই ভাব লইয়া, ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কো সমভিব্যাহারে স্বদেশপ্রত্যাগমন করিলেন।

ডাকিনিগণ ম্যাক্‌বেথকে দেখিবার অগ্রে,বিকট ও বীভৎস আনন্দে, নৃত্যগীত করিতেছিল, এবং ম্যাক্‌বেথের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য, মায়াজাল বিস্তার করিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়াছিল,—

"সুন্দরকে মন্দ দেখি মন্দকে সুন্দর।
"বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর ॥" *

সুযোগ বুঝিয়া, সেই "বদ হাওয়া" ম্যাক্‌বেথকে স্পর্শ করিল।

সেই হইতেই ম্যাক্‌বেথ-জীবনের অতি ভীষণ নাটকের অতি ভীষণ অভিনয় আরম্ভ হইল।

---

(২)

ম্যাক্‌বেথ, রাজ-সমীপে উপনীত হইলে, রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। পরে বহুবিধ প্রশংসাবাক্যে তাঁহাকে উৎসাহিত ও সম্মানিত করিলেন। অধিকন্তু, ম্যাক্‌বেথের প্রতি আপনার আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন, "বীর! তুমি আজি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। দেখ, তোমায় আমি অতি যত্নে পালন করিয়াছি। মনে রাখিও, যাহাতে তুমি দিন দিন সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হও, তাহাতে আমার যত্নের কখন ক্রটি হইবে না। আর ব্যাঙ্কো! বীরত্বে তুমিও কিছু কম নহ। এস,তোমাকেও হৃদয়ে ধারণ করি। ম্যাক্‌বেথ! তোমার নিকট অধিকতর ঋণী হইব বলিয়া, আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

ম্যাক্‌বেথ। মহারাজ! এ সৌভাগ্য আমার আশাতীত। আমি স্বয়ং যাইয়া আমার প্রিয়তমা পত্নীর নিকট এ শুভ সংবাদ দিব। এখন বিদায় প্রার্থনা করি।

ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন,—"এক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে,তারপর—রাজ্যলাভ! কিন্তু, মধ্যে মহা বাধা। এ বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। কে জানে, হয়ত বা অদৃষ্টে পতন আছে!—অন্তরে যে বাসনা জাগিতেছে,হে নক্ষত্র-

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত ম্যাক্‌বেথের সমালোচনা।—নবজীবন।

নগুলি! আলোক নিবাও,—সে দৃশ্য তোমরা দেখিও না। চক্ষু যেন হস্তের সে ভীষণ ক্রিয়া দেখিতে না পায়!—চক্ষু মুদ্রিত থাক্।"

---

(৩)

ডাকিনিগণের সহিত সাক্ষাতের পর, ম্যাক্‌বেথ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লেডী-ম্যাক্‌বেথকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের মর্ম্ম এইরূপ;—

"জয়লাভের পর ব্যাঙ্কো ও আমি এক প্রান্তরের উপর দিয়া আসিতেছিলাম; হঠাৎ অদ্ভুত স্ত্রীমূর্ত্তি, তিনটি দেবযোনিকে দেখিতে পাইলাম। তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে মগ্ন হইলাম। একজন আমাকে 'কদর-অধিপতি' বলিয়া সম্ভাষণ করিল। আর একজন বলিল,—"স্কটলণ্ডের আমিই ভাবী রাজা!" পর-ক্ষণেই দেখি, তাহারা শূন্যে মিশাইল। পথে রাজার দূতমুখে শুনিলাম, সত্যই আমি কদর-পতি হইয়াছি। এক ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইল, অন্য বাণী পূর্ণ হইবে কিনা, জানি না! তুমি আমার উচ্চপদের সঙ্গিনী; এ সংবাদ তোমায় সর্ব্বাগ্রে দেওয়া উচিত। আমার আনন্দে তোমার যে আনন্দ, তাহাতে, তোমায় কেন বঞ্চিত করিব? যাহা লিখিলাম, তাহা এখন গোপন রাখিও।"

আগুনে আহুতি পড়িল।

স্থান—ম্যাক্‌বেথের গৃহ—শিবির-কক্ষ। সেই শিবির-কক্ষে লেডী-ম্যাক্‌বেথ বার বার স্বামীর এই পত্র পড়িতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন,—

"স্বামিন্! এত দিন তুমি গ্লেমিসের অধিপতি ছিলে, আজি কদর-পতিও হইলে! তোমার আশা আছে, উৎসাহ আছে, উচ্চপদলাভের বাসনাও আছে! কিন্তু, তবু আমি তোমার স্বভাবকে সন্দেহ করি। পাপাচরণ ভিন্ন এ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; অথচ তাহাতে তুমি বীতস্পৃহ। প্রতারণাকে তুমি ঘৃণা কর; কিন্তু রাজ্যলালসাও প্রবলা! এস তুমি,—শীঘ্র এস! আমার উৎসাহ-অনল তোমার হৃদয়ে দিয়া, তোমায় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর করি!"

লেডী-ম্যাক্‌বেথ অত্যন্ত কঠিনহৃদয়া, ধন-লুব্ধা ও দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণা রমণী। কার্য্যসাধনের পথ, পাপে বা অত্যাচারে পরিপূর্ণ থাক্, সে তাহা গ্রাহ্য করে না। স্বামীর উচ্চপদ-লাভের সংবাদ পাইয়া অবধি, কি উপায়ে স্কটলণ্ডের রাজ-সিংহাসন লাভ হয়, সে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। অতঃপর

যখন শুনিল যে, রাজা তাহাদের গৃহে অতিথি হইবেন, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না;—পুলকিত অন্তরে পাপিষ্ঠা ভাবিতে লাগিল,—

"অদ্য এ গৃহে রাজা অতিথি হইবেন!—নরকের প্রেত!—আয় তোরা! রমণী-হৃদয়ের কোমলতা কাড়িয়া নে! প্রস্তর কঠিনতায় এ হৃদয় আবৃত করিয়া দে! হৃদয়ের দ্বার বন্ধ থাক্। যে অবধি কার্য্যের অবসান না হয়, করুণা আসিয়া যেন উদ্দেশ্যসাধনে বিচলিত না করে। পাপ উত্তেজনা করিতে, ভীষণ হত্যায় মন মাতাইতে, যে কেহ পার, এস!—এ রমণীহৃদয়, উত্তেজনায় পূর্ণ করিয়া, ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া দাও! এ পয়োধরে বিষ ঢালিয়া দাও! ঘোর অন্ধকারে—নরকের ধূমে শরীর ঢাকিয়া এস! নির্ম্মল গগন, সে আঁধার ভেদ করিয়া, সুতীক্ষ্ণ অসির আঘাত যেন দেখিতে না পায়!"

যথা সময়ে ম্যাক্‌বেথ গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া, সেই পাপ বিষয়েরই আলোচনা করিতে বসিলেন।

ম্যাক্‌বেথ। প্রিয়তমে! মহারাজ ত আজ আমাদের গৃহে অতিথি হইতেছেন—

লেডি ম্যাক্‌বেথ। কবে আবার ফিরিয়া যাইবেন?

ম্যাক্‌বেথ। শুনিতেছি, কল্যই ফিরিবেন।

লেডী ম্যাক্‌বেথ। সে কল্য আর আসিবে না! দেখ, তোমার ঐ সরল মুখচ্ছায়া, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায়! লোকে তোমার হৃদয়ের ভাব সহজেই বুঝিতে পারে;—উহা আবরণে ঢাকিয়া ফেল! পবিত্র কুসুমের ন্যায় সরলতা দেখাও; কিন্তু কুসুমস্থ কীটের ন্যায় হৃদয়ের মাঝে সর্প লুকাইয়া রাখ! কিসের ভয়? তুমি কি বুঝিতেছ না, রাজাকে হত্যা করা ভিন্ন অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না? আমার উপর সকল ভার দাও, তুমি অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত থাক। কিন্তু সাবধান! এক মুহূর্ত্তের জন্যও মলিন বিষণ্ণ মুখে থাকিও না।—ভয়ের কোন লক্ষণ যেন প্রকাশ না পায়।

ম্যাক্‌বেথের বুক একবার কাঁপিয়া উঠিল।

(৪)

উদারহৃদয় স্কটলণ্ড-রাজ আপন স্বভাবগুণে, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এক্ষণে ম্যাক্‌বেথকে অধিকতর সম্মানিত ও আপ্যায়িত করিবার জন্য, আপনার দুই পুত্র ম্যাকম্ ও ডোনাল্‌বেনের সহিত বহুসংখ্যক গণ্য মান্য পারিষদ লইয়া, ম্যাক্‌বেথের গৃহে অতিথি হইলেন।

ম্যাক্‌বেথের পুরী বড় সুন্দর। সুগন্ধের সহিত নির্ম্মল বাতাস, গৃহের চারিদিকে মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতেছে। গৃহের দেওয়ালে ও স্তম্ভশিখরে বিহঙ্গমগণ সুবিধামত কুলায় বাঁধিয়াছে। যে স্থানে এরূপ পক্ষীকুল বিরাজ করে, বুঝা যায়, যেন চিরদিনই সেইখানে সুমধুর বসন্তানিল বহিয়া যাইতেছে।

ম্যাক্‌বেথের এই শান্তিময় প্রাসাদ অবলোকন করিয়া, রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। অধিকন্তু লেডী-ম্যাক্‌বেথের সাদর অভ্যর্থনায়, তিনি অধিকতর প্রীতিলাভ করিলেন। পাপিনীর সেই প্রীতিপূর্ণ সহাস্য বদন দেখিয়া,কে বুঝিবে, সেই হাসির মাঝে, কি বিষের ছুরি লুকান আছে! কে বুঝিবে, সে হৃদয়ে ফুল্ল কুসুমরূপে কি ভীষণ বিষধর বিরাজ করিতেছে!

লেডী-ম্যাক্‌বেথ অতিমাত্র সৌজন্যের ভাণ করিয়া কহিতে লাগিল,"মহারাজ! আপনার আগমনে এ পুরী আজি পবিত্র ও গৌরবান্বিত হইল। আপনার যথোচিত সেবা করি, সে সামর্থ্য আমাদের কৈ? এখন যাহা কিছু করিব, যদি তাহার বহুগুণও করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও মহারাজ! আপনার দয়ার নিকট তাহা অতি তুচ্ছ।"

এরূপ বিনীত সৌজন্যে ডন্‌ক্যান অতিশয় প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, "আপনার স্বামী কোথায় গেলেন? চলুন, তাঁহার নিকট যাই। দেখুন, আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসি। জানিবেন, আমার এই ভালবাসা তাঁহার প্রতি চিরদিন সমভাবেই থাকিবে।"

---

(৫)

এদিকে, দুর্গের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া, ম্যাক্‌বেথ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ডন্‌ক্যান অতি উদারপ্রকৃতি ও দয়ালু,—বিশেষতঃ ম্যাক্‌বেথের প্রতি

তিনি অধিকতর স্নেহবান্। একে রাজা ও প্রভু, তায় নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার,—তার উপর অতিথি;—তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ!—মহাপাপ! ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই প্রান্তরের সেই দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে প্রকটিত হইল। ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিলেন,—"বড়ই ভীষণ ব্যাপার! হায়, শীঘ্রই যদি ইহার সমাধান হইতে পারে!—এই হত্যা যদি পরিণাম ডুবাইয়া দিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে, তাহা হইলে কোনই ভাবনা থাকে না! তাহা হইলে, পরলোকের জন্যও আর কিছু ভাবিতে হয় না! কিন্তু তাহা হইবার নয়;—বিচারে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে! এই যে হত্যাকাণ্ড আজি ঘটিতে চলিল, না জানি, ইহার পরিণাম কি ভীষণ! বিধাতার অপক্ষপাত বিচারের কাছে ইহার দণ্ড পাইতেই হইবে! মহামতি ডন্‌ক্যান আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য;—হত্যা? নিতান্তই অন্যায়, গর্হিত এবং ধর্ম্ম-বিগর্হিত পৈশাচিক কার্য্য! তারপর,—তিনি অতিথি! কেহ তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, সেই পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে আমিই দাঁড়াইব,—ইহাই নিয়ম। তার পর, মহারাজ চরিত্রগুণে আপামর সাধারণের পূজ্য;—তাঁহাকে হত্যা? ধর্ম্মে সহিবে না! বাতাসে বাতাসে সে ভীষণ কাহিনী গৃহে গৃহে ফিরিবে! যে কেহ শুনিবে, তাহারই হৃদয়ে করুণার উৎস ছুটিবে! দেবগণ সে ভীষণকাহিনী ভীষণরূপে আন্দোলন করিবেন!—তুমুল ঝটিকা উঠিবে,—মানবের চক্ষে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে! না, তবে থাক্। এ মহাপাপে আত্মাকে কলুষিত করিব না! কিন্তু হায়! দুরাকাঙ্ক্ষা আমায় মাতাইয়া তুলিয়াছে।—উচ্চাসনে উঠিতে একান্তই আশা। প্রাণ উঠিতে চাহে, কিন্তু তখনই আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া যায়।"

ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সাক্ষাৎ পাপরূপিণী লেডী-ম্যাক্‌বেথ সেখানে আবির্ভূত হইল। বলিল, "তুমি হঠাৎ চলিয়া আসিলে কেন? রাজা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে!—তুমি এখানে অমন করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

ম্যাক্‌বেথ। দেখ, এ কার্য্যে আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখ, সম্প্রতি তিনি আমায় যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। প্রজাবৃন্দ মুক্তকণ্ঠে আমার সুযশ গায়িতেছে।—এত শীঘ্র তাহা নষ্ট করা উচিত হয় না!

এ কথায়, লেডী ম্যাক্‌বেথ অতি দৃঢ়তার সহিত কর্কশকণ্ঠে উত্তর করিল, "যে আশায় এমন কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলে, সে কি তবে মাদকের নেশা? এখন বুঝি সে নেশা ছুটিয়াছে? এখন বুঝি, নেশার খেয়াল বুঝিতে পারিয়াছ? তাই অমন সভয় দৃষ্টিতে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতেছ? বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তাহাও এইরূপ! হায়, আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে বসিয়া, এখন তুমি এমন ভীরু হইলে? তুমি কি মনে কর, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—এই সিংহাসনলাভ অল্পে অল্পে হইবে? বুঝিলাম, তোমার সাধ আছে, সাহস নাই। বিড়াল যেমন মৎস্যপ্রার্থী হইয়াও, জলে নামিতে ভয় পায়, তুমিও কি ঠিক তাহাই নও?"

ম্যাক্‌বেথ। চুপ কর।—দেখ, আমি মিনতি করি, তুমি ক্ষান্ত হও। মনুষ্যের উচিত কার্য্যে ম্যাক্‌বেথ কখনও পশ্চাৎপদ নহে।

এবার লেডী ম্যাক্‌বেথ আরও উত্তেজিত হইয়া পরুষকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"কোন্ পশু তবে এ লালসা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল? এই কঠিন ব্রত সাধনোদ্দেশে যখন ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলে, তখনই তুমি মানব-নামের যোগ্য ছিলে! এখন যদি সে আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে পার, তবেই তোমার পুরুষার্থ! সময় ও সুযোগ তখন খুঁজিয়াছিলে, এখন তাহা আপনা হইতেই মিলিয়াছে। আর এখন কিনা তুমি নিতান্তই সাহসহীন, ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িলে? দেখ, আমি সযত্নে শিশুকে স্তন্য পান করাইয়াছি,—তাহাকে কত স্নেহ করি, প্রাণ ভরিয়া তাহাকে কত ভালবাসি;—আমার মুখের পানে চাহিয়া যখন সে হাসির লহরী তুলিতে থাকে, তাহার সেই নিষ্কলঙ্ক হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে, তাহার সেই দন্তহীন কচি মুখ হইতে স্তন ছিনাইয়া লইয়া, অনায়াসে আছাড়িয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে পারি!—তোমার ন্যায় যদি প্রতিজ্ঞা করি, তবে এমন কার্য্যসাধনেও আমি বিচলিত হই না!"

ম্যাক্‌বেথ। আচ্ছা, তাই যেন হইল,—কিন্তু যদি বিফল হই?

লেডী ম্যাক্। বিফল?—সাহসে বুক বাঁধ,—কখনই বিফল হইবে না! রাজা পথশ্রান্ত, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবেন। যে দুইজন রক্ষক তাঁহার গৃহে থাকিবে, মদ্যপান করাইয়া তাহাদিগকে এমন নেশায় আচ্ছন্ন রাখিব যে,তাহারা মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিবে,—কিছুই দেখিবে না, কিছুই বুঝিবে না। বল দেখি,

তখন কোন্ কার্য্য না করা যায়? এর পর সেই ভৃত্যদ্বয়ের উপরেই, অনায়াসে হত্যার ভার চাপাইতে পারা যাইবে!

ম্যাক্‌বেথ। কি কঠিন তুমি!—কিন্তু সেই ভৃত্যদ্বয়কে রক্তাক্ত করিয়া রাখিলেই কি লোকে বুঝিবে যে, তাহারাই রাজাকে হত্যা করিয়াছে?

লেডী ম্যাক্। কে তাহা অবিশ্বাস করিবে? এদিকে, আমরা আবার রাজার শোকে এমনি ক্রন্দনের রোল তুলিব যে, কেহই কিছুই বুঝিতে পারিবে না!

ম্যাক্‌বেথ! (একটু ভাবিয়া) তবে তাহাই স্থির।—আমি এ কার্য্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞই হইলাম। তবে তুমি যাও। বাহিরে, যতদূর পার, সৌজন্যের ভাণ করিয়া, অন্তরে যাহা লুকাইয়া আছে, তাহা অন্তরেই রাখিও।

নরকের আগুন জ্বলিতে আরম্ভ হইল।

---

(৬)

স্কটলণ্ড-রাজ ডন্‌ক্যান পথশ্রান্তিহেতু, আহারাদির পর, শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গৃহের রক্ষকদ্বয়ও, পিশাচী লেডী ম্যাক্‌বেথ-প্রদত্ত ঔষধ-মিশ্রিত সুরাপানে অচেতন হইয়া পড়িল। আর ম্যাক্‌বেথ রাজাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখন লেডী-ম্যাক্‌বেথের মনে সন্দেহ হইতেছিল,—"হত্যার জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিয়াছি বটে, কিন্তু কি জানি, কি হয়! স্বামীর লালসা বাড়িয়াছে, নিশ্চয়। কিন্তু তিনি নিতান্তই ভীরু ও সন্দিগ্ধচিত্ত;—তাঁহা দ্বারা একার্য্য সমাধা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। সেইজন্য মনে করিয়াছিলাম, আমিই এ কার্য্য সাধন করিব। হৃদয়ও দৃঢ় করিয়াছিলাম।—রমণীহৃদয়ের কোমলতা দূর করিয়া এই ভীষণ কার্য্য সাধন করিতে অগ্রসরও হইয়াছিলাম। কিন্তু হায়! কে জানিত, সেই নিদ্রিত নৃপতিকে আমার পিতার ন্যায় দেখিতে হইবে! কে জানিত,সেই শাণিত উলঙ্গকৃপাণ আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িবে! তাই শিহরিলাম। নহিলে কি এ কার্য্যের জন্য স্বামীর মুখ চাহিতাম?"

পাঠক মনে রাখিবেন, ইতিপূর্ব্বে পাপিষ্ঠা, সত্য সত্যই রাজাকে হত্যা করিতে প্রকোষ্ঠে গিয়াছিল।

এদিকে ম্যাক্‌বেথ, রাজ-হত্যার জন্য মন দৃঢ় করিয়া, যখন সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের

অপেক্ষা করিতেছিল, তখন সহসা দেখিতে পাইল, যেন সম্মুখে একখানি তীক্ষ্ণ-ধার অসি ঝলমল করিতেছে! ম্যাক্‌বেথ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল;—"এ



কি দেখিতেছি? এ তরবারি কোথা হইতে আসিল? আমি, হস্তে ধারণ করিতে পারি, ঠিক এমনই অবস্থায় ইহা ঝুলিতেছে! এস অসি, তোমায় ধারণ করি!

এ কি বিভীষিকা! চক্ষে যেমন দেখিতেছি, হস্তে তেমন স্পর্শ করিতে পারি কৈ? একি তবে আমার উত্তপ্ত মস্তিকের একটা মহাবিকার? তবু—তবু তোমায় দেখিতেছি! আমার হস্তে যে অসি রহিয়াছে, তোমায়ও ত ঠিক ইহার প্রতিরূপ দেখিতেছি! এই নয়ন কি তবে প্রতারিত হইল? তবে যাহা দেখিতেছি, তুমি কি তাহা নও? ঐ যে, এখনও দেখিতেছি? একি! এই আবার দেখিতেছি,—এই অসি শোণিতে সিক্ত! না, আর কিছুই ভ্রম নয়,—সকলই বুঝিতেছি! ঘোরা রজনী,—অর্দ্ধ জগৎ মৃতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে;—ভীষণ স্বপ্নে কাহারও চিত্ত বা এখন আন্দোলিত!—শ্মশানে প্রেতগণ আনন্দে নৃত্য করে!—হত্যাকারী ধীরপদে হত্যায় প্রবৃত্ত!—অতি ভয়ঙ্কর সময়! কঠিন পৃথিবি, নীরবে পড়িয়া থাকো,—ম্যাক্‌বেথের এ পদশব্দ শুনিও না! প্রস্তরখণ্ডও যেন, আমি কোথায় চলিয়াছি, তাহা না জিজ্ঞাসা করে! (নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি) আর না,—আর না, বৃথা চিন্তায় আর কালক্ষেপ করিব না।—ডন্‌ক্যান এখনও জীবিত!"

সেইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই ভাবে বিভোর হইয়া, মহাপাপ ম্যাক্‌বেথ ডন্‌ক্যানের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল,—এবং সেই সদাশয়, প্রজাবৎসল, রাজাধিরাজ প্রভু ও নিদ্রিত অতিথিকে হত্যা করিল!

সে হত্যা অতি ভীষণ!—ম্যাক্‌বেথ হইতেও ভীষণ!—সেই ভীষণ রজনী হইতেও ভীষণ!

মুহূর্ত্তের জন্য হত্যাকারীর প্রাণ শিহরিল।

---

(৭)

হত্যার পর ম্যাক্‌বেথ, মহাপাপিনী পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বলিল, "কার্য্য সমাধান! তুমি কি কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে?"

লেডী ম্যাক্। পেচকের শব্দ আর ঝিল্লীর রব,—ইহাই শুনিয়াছি। তুমি কি কোন কথা কহিয়াছিলে?

ম্যাক্। কখন?

লেডী ম্যাক্। যখন তুমি ফিরিতেছিলে?

ম্যাক্‌বেথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "এই দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কে শয়ন করিয়া আছে?"

লেডী ম্যাক্‌বেথ। রাজকুমার ডোনাল্‌বেন্।

ম্যাক্। ওঃ! কি দুঃখের দৃশ্য! কি কাজই করিলাম!

লেডী ম্যাক্। দুঃখের দৃশ্য কিরূপ? এমন নির্ব্বোধের ন্যায় কথা কহিও না!

ম্যাক্। যখন হত্যা করিলাম, অনুচরদ্বয়ের মধ্যে একজন ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসিয়া উঠিল, আর একজন বলিল,—'হত্যা'! দুইজনে জাগিল, আমি দাঁড়াইয়া দেখিলাম! তার পর তখনই আবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাহারা দুই জনেই ঘুমাইয়া পড়িল!

লেডী ম্যাক্। এক কক্ষে দুইজনই আছে।

ম্যাক্। একজন বলিল, 'ভগবান্ রক্ষা কর!' আর একজন বলিল, 'শান্তি হউক!' বুঝি তাহারা হত্যাকারী ম্যাক্‌বেথের রক্ত-কলুষিত হস্ত দেখিয়াছিল! তাহাদিগের সে উক্তি শুনিয়া, কৈ, আমি ত 'শান্তি' উচ্চারণ করিতে পারিলাম না?

লেডী ম্যাক্। এ চিন্তা মনে স্থান দিও না।

ম্যাক্। কিন্তু 'শান্তি',—এ কথা কেন মুখে আনিতে পারিলাম না? ভগবানের দয়া এখন আমার অধিক প্রয়োজন। 'শান্তি' মুখে আনিতে যেন কণ্ঠরোধ হইল!—কেন এমন হইল?

লেডী ম্যাক্। এমন করিয়া এ দুশ্চিন্তা হৃদয়ে বহন করিও না। ইহাতে উন্মত্ততা আসিবে।

ম্যাক্। আমার মনে হইল, যেন শুনিতে পাইলাম, কে বলিতেছে,—'আর ঘুমাইও না,—ম্যাক্‌বেথ নিদ্রানাশ করিল!'

লেডী ম্যাক্। একি! এ সব ভাবনা কেন ভাবিতেছ?

ম্যাক্। তবু যেন শুনিলাম, কে বলিতেছে, 'আর ঘুমাইও না! ম্যাক্‌বেথ সুখের নিদ্রা নাশ করিল! ম্যাক্‌বেথের আর কখন নিদ্রা হইবে না,—ম্যাক্‌বেথেরও নিদ্রানাশ হইল!'

লেডী ম্যাক্। কে এমন চীৎকার করিল? একি! তুমি বীর,—হৃদয় এমন দুর্ব্বল করিও না!—এ সকল চিন্তায় হৃদয় উন্মত্ত করিও না! রক্তে হস্ত দূষিত, জলে ধৌত করিয়া ফেল। এ অস্ত্র কেন লইয়া আসিবে? এ অস্ত্র সেখানে থাকিবে। যাও, রাজার সেই অনুচরদ্বয়ের দেহ রক্তাক্ত করিয়া রাখিয়া এস।

ম্যাক্। আমি আর যাইতে পারিব না। যাহা করিয়াছি, তাহার চিন্তায় আমি ভীত ;—পুনর্ব্বার তাহা দেখিবার সামর্থ্য আমার নাই।

লেডী ম্যাক্। ধিক্ তোমায়! এই তোমার প্রতিজ্ঞা ? যে নিদ্রিত এবং মৃত, সে ত পটে-আঁকা ছবির ন্যায়! বালকের আঁখিই তাহাতে ভীত হয়! দাও,—ও অস্ত্র আমাকেই দাও। আমিই এখনি গিয়া সেই ভৃত্যদ্বয়ের শরীর রক্তাক্ত করিয়া আসি। লোকে বুঝিবে, তাহারাই রাজহত্যা করিয়াছে!

তখন পিশাচী লেডী ম্যাক্‌বেথ, সেই রক্তাক্ত অসিহস্তে, হত ডন্‌ক্যানের সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি করিল।

ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এই দেখ, আমারও হস্ত তোমার ন্যায় রক্তাক্ত হইয়াছে! কিন্তু তুমি যেমন ভীত, আমি সেরূপ নহি।—আমার অন্তরে এত টুকুও তরঙ্গ উঠে নাই। চল, এক্ষণে এই হস্ত ধুইয়া ফেলি। দেখ, এ কার্য্য কত সহজ! চল, এক্ষণে শয়ন করা যাক্। কেহ না জানিতে পারে যে, আমরা এখনও জাগিয়া আছি।—ওকি! অমন চিন্তামগ্ন হইও না।"

তখন ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথ শয়নাগারে প্রবেশ করিল।

---

(৮)

পরদিন প্রাতে হত্যাকাণ্ড প্রকাশ পাইল। ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথ কপট প্রভুভক্তি দেখাইয়া, মুক্তকণ্ঠে শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাজার শয়নাগারের সেই নিরীহ ভৃত্যদ্বয়ের উপর হত্যাপরাধ সম্পূর্ণরূপে আরোপ করিয়া, ম্যাক্‌বেথ দণ্ডস্বরূপ, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করিল।

তাহাতেও কিন্তু লোকে ভুলিল না। কি জানি, ম্যাক্‌বেথের উপরেই সকলেরই কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। কেন না, সে নিরীহ ভৃত্যদ্বয়ের অপেক্ষা, রাজহত্যাবিষয়ে, ম্যাক্‌বেথেরই দুষ্প্রবৃত্তির সম্ভাবনা অধিক। এ দিকে, ডন্‌ক্যানের দুই পুত্র—ম্যাকম্ ও ডোনাল্‌বেন প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ ম্যাক্‌বেথের গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। ম্যাকম্ ইংলণ্ডের শরণাপন্ন হইলেন, আর ডোনাল্‌বেন আয়র্লণ্ডে প্রস্থান করিলেন।

রাজার পুত্রদ্বয় এইরূপে পলায়ন করিলে, ম্যাক্‌বেথ সেই শূন্য সিংহাসনে

অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে সেই ডাকিনীগণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল।

ম্যাক্‌বেথ এইরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও, হৃদয়ে শান্তি পাইলেন না। তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ ভাবিয়া থাকেন,—"সেই ডাকিনীগণের ভবিষ্যদ্বাণী আমার পক্ষে ফলিল বটে, কিন্তু তার পর?—তার পর এ রাজ্য ত আর আমার চিরদিন থাকিবে না,—ব্যাঙ্কোর বংশধরগণই এ রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।"

লেডী-ম্যাক্‌বেথেরও সেই চিন্তা,—"তাইত, এখন আর কি করা যায়!"

ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিলেন,—"বৃথা রাজহত্যা করিয়া এ নিষ্ফল মুকুট মস্তকে ধারণ করিলাম! ব্যাঙ্কোর পুত্রদিগের জন্যই কি, এই মন এত কলুষিত করিলাম? ব্যাঙ্কোর বংশধরগণের জন্যই কি, তেমন সদাশয় মহামতি প্রভুকে হত্যা করিলাম? না, তাহা কখনই হইতে দিব না! ভাগ্যও যদি প্রতিকূল হয়, তথাপি তাহার সহিত সংগ্রাম আমার পণ!"

ভাবিতে ভাবিতে ভাবনা এতদূর বাড়িল যে, ম্যাক্‌বেথ মনে মনে বলিল, "ব্যাঙ্কো ও তাহার পুত্রগণকে হত্যা করিতে না পারিলে, এ রাজ্যভোগে আমার আর শান্তি মিলিবে না!"

মনে মনে কি এক সঙ্কল্প করিয়া, ম্যাক্‌বেথ তখন এক মহা ভোজের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

---

(৯)

পতিপত্নীর পরামর্শমত, একদিন রাত্রিকালে এই মহাভোজের আয়োজন হইল। সেই ভোজে সম্ভ্রান্ত সকল ব্যক্তিই নিমন্ত্রিত হইলেন। ব্যাঙ্কো ও তদীয় পুত্রও আহূত হইলেন। কিন্তু যে পথ দিয়া ব্যাঙ্কো ও তাঁহার পুত্র ফ্লিয়েন্সকে আসিতে হইবে, সেই পথে ম্যাক্‌বেথ দুই জন ঘাতক নিযুক্ত করিয়া রাখিল। পিতা-পুত্রে যখন সেই পথে আসিতেছেন, হত্যাকারিগণ সহসা ব্যাঙ্কোকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। ব্যাঙ্কোর পুত্র পশ্চাৎ আসিতেছিলেন; পিতাকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। ব্যাঙ্কোর এই পুত্র হইতেই স্কটলণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজবংশের সৃষ্টি হয়, এবং পরে পুরুষানুক্রমে তাঁহারাই স্কটলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই রাজবংশের শেষ রাজা

স্কটলণ্ডের ষষ্ঠ জেম্‌স্‌। তিনি প্রথম-জেম্‌স্‌ নামে অভিহিত হইয়া, ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড একই সাম্রাজ্যে সম্মিলিত করেন।

ম্যাক্‌বেথের গৃহে সে রাত্রিতে ভোজ চলিতেছিল। চারিদিকে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছিল। লেডী-ম্যাক্‌বেথ কপট প্রীতি দেখাইয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। ম্যাক্‌বেথও সকলের সহিত শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু ব্যাঙ্কোকে অনুপস্থিত দেখিয়া, কৃত্রিম দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঘাতকদ্বয় যথাকালে ম্যাক্‌বেথের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ম্যাক্‌বেথ গৃহের বাহিরে আসিয়া সকল সংবাদ অবগত হইলেন। ব্যাঙ্কো হত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পুত্র ফ্লিয়েন্স পলায়ন করিয়াছে;—এ সংবাদে ম্যাক্‌বেথের শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল! তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তবে বুঝি আবার আমার পীড়া উপস্থিত হয়! ফ্লিয়েন্সের মৃত্যুসংবাদ পাইলে আমি একেবারে আরোগ্যলাভ করিতাম। তাহা হইলে বোধ হয়, আমি প্রস্তরের ন্যায় স্থির থাকিতাম, এবং সর্ব্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় নিশ্চিন্তে বিচরণ করিতে পারিতাম। কিন্তু এখন আমি সন্দেহের ঘৃণিত কারাগারে বন্দী। বৃদ্ধ সর্প নিহত, কিন্তু যে ক্ষুদ্র কীট পলায়ন করিল, কালে তাহা হইতেই মহাবিষ উদ্গীরণ হইবে।"

ঘাতকদ্বয় প্রস্থান করিল। ম্যাক্‌বেথ আবার ভোজসভায় উপস্থিত হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ম্যাক্‌বেথের সহসা এইরূপ চলিয়া আসা ভাল হয় নাই বুঝিয়া, লেডী-ম্যাক্‌বেথ স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগি-লেন,—"তোমার যথোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটি হইতেছে। কেবল ভোজনের জন্যই যদি এ আয়োজন হইত, তাহা হইলে ইঁহারা গৃহে বসিয়াই যথেষ্ট ভোজন করিতে পারিতেন,—আমাদের এ আয়োজনের আবশ্যকই হইত না।"

ম্যাক্। প্রিয়তমে! তুমি যথার্থই বলিতেছ। আমার যথেষ্ট ত্রুটি হইয়াছে। (নিমন্ত্রিতগণের প্রতি) আপনারা সকলে আহার করুন, পান করুন।

নিমন্ত্রিত একজন লর্ড বলিলেন, "মহারাজ! আপনার আসন গ্রহণ করুন।"

ম্যাক্। ব্যাঙ্কোর অনুপস্থিতিতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তিনি এ সভায় উপস্থিত হইলে আমার গৌরব বাড়িত;—সকল মহৎ ব্যক্তিকেই আজি এখানে একত্র দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইতাম।

সেই লর্ড পুনরায় কহিলেন, "যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। এখন আপনার আসন গ্রহণ করুন।"

কিন্তু সেই সময় ম্যাক্‌বেথ স্বীয় আসনের পানে চাহিয়া দেখিলেন, যেন ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি তদুপরি বসিয়া আছে! ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন। ভীত, চকিত ও স্তম্ভিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "কৈ, আমার আসন? সকলই ত পূর্ণ দেখিতেছি!"

লর্ড। সে কি মহারাজ! এই ত আপনার আসন শূন্য রহিয়াছে!—আপনি এরূপ চঞ্চল হইতেছেন কেন?"

ম্যাক্‌বেথ, ব্যাঙ্কোর সেই কল্পিত মূর্ত্তিপানে চাহিয়া আপনা-আপনি বলিতে লাগিল,—"এ কাজ কার? তুমি বলিতে পার না যে, এ কাজ আমি করিয়াছি! তোমার ঐ শোণিতাক্ত কেশ লইয়া কেন আমায় ভয় দেখাইতেছ?"

তখন লেডী-ম্যাক্‌বেথ দেখিল, বড়ই গোলযোগ উপস্থিত। বুঝি বা সকলই প্রকাশ পায়! তাই সে ব্যস্ততার সহিত বলিতে লাগিল,—"হে ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসুন। আমার স্বামীর এইরূপ পীড়া আছে। শীঘ্রই আবার সুস্থ হইবেন। উহাঁর প্রতি আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন না।—তাহাতে আরও মন্দ হইবে;—পীড়া আরও বাড়িতে থাকিবে।"

তার পর চুপি চুপি ম্যাক্‌বেথকে বলিল, "ছিঃ! তুমি কি?—তুমি কি মানুষ?"

ম্যাক্। মানুষ ত নিশ্চয়ই! দেখিতেছ না,—যাহা দেখিলে নরকের প্রেত, সেও ভীত হয়,—দেখিতেছ না, আমি নির্ভয়ে তাহাই দেখিতেছি!

লেডী ম্যাক্‌বেথ পুনর্ব্বার সেইরূপ চুপি চুপি বলিতে লাগিল,—"কি অসার প্রলাপ! মনে নাই, ডন্‌ক্যানের হত্যাকালে শূন্যে এইরূপ তরবারি দেখিয়াছিলে? এ তোমার অন্তরের আতঙ্কের চিত্র! শীতকালের রাত্রে অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া, ঠাকুরমার মুখে এইরূপ গল্প শুনিয়া ভীরু স্ত্রীলোক ও বালকের মনেই এরূপ ভয়ের সঞ্চার হয়!—কি লজ্জা! এখনও ত ঐ সিংহাসনের পানে চাহিয়া আছ!"

ম্যাক্। তুমি একবার দেখ!—আমি মিনতি করিতেছি, তুমি একবার দেখ!—না, কি ভয় আমার? তোমার ঐ শোণিতাক্ত কেশসঞ্চালনে আমি ভীত হইব না! পারো,—সাধ্য থাকে, কথা কও!

প্রেতাত্মা যেন সহসা অন্তর্হিত হইল।

লেডী-ম্যাক্। (পূর্ব্ববৎ চুপি চুপি) একি বুদ্ধিনাশ! ছিঃ! কি ঘৃণা!

ম্যাক্। বহুকাল হইতে রক্তপাত ও হত্যা চলিয়া আসিতেছে;—হত্যা হইল, সকলই ফুরাইল; কিন্তু এখন দেখি, এ বড় অদ্ভুত!—হত্যা হইল, তবু ত সকলই ফুরাইল না!—আবার উত্থান!

লেডী-ম্যাক্। দেখ, তোমার জন্য ভদ্র মহোদয়গণ অপেক্ষা করিতেছেন।—উঁহাদের পানাহারে বড়ই বিঘ্ন হইতেছে।

তখন ম্যাক্‌বেথ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আদর-অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

আবার যেন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল। আবার ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন। আবার লেডী-ম্যাক্‌বেথ কপটতায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে, ও তিরস্কারে স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে দেখিয়া, লেডী-ম্যাক্‌বেথ অগত্যা অতি দুঃখের ভাণ করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

ম্যাক্‌ডফ্ নামে স্কটলণ্ড-রাজের এক বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন। তিনি এ নিমন্ত্রণে আহূত হইলেও উপস্থিত হন নাই। ইহাতে ম্যাক্‌বেথ ও লেডী-ম্যাক্‌বেথের সন্দেহ জন্মিল। ম্যাক্‌বেথ পত্নীকে কহিলেন, "দেখ, সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু ম্যাক্‌ডফ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না কেন, বল দেখি? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। গুপ্তচরের নিকট শুনিয়াছি, ম্যাক্‌ডফ নাকি আমার বিদ্রোহী। আজ থাক্, কাল আবার সেই ডাকিনীগণের নিকট যাইব; দেখিব, তাহারা কি বলে।—দেখি, ভাগ্যে আরও কি লেখা আছে! পথ কণ্টকশূন্য করিতে অসাধ্য সাধন করিব,—একটিও কণ্টক থাকিতে দিব না।"

লেডী-ম্যাক্। এক্ষণে তোমার মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন।

ম্যাক্। তাই চল। এত যে ভয় ও বিভীষিকা, তাহার কারণ এই যে, এ সকল কার্য্যে আমরা এই নূতন ব্রতী। ভরসা আছে, অভ্যাসে ক্রমশই কঠিন হইব।

(১০)

পরদিন ম্যাক্‌বেথ সেই ডাকিনীগণের উদ্দেশে প্রান্তরে গমন করিল। সেখানে এক গহ্বর মধ্যে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডাকিনীরা বুঝিয়াছিল, ম্যাক্‌বেথ আরও কিছু ভবিষ্যৎ জানিবার জন্ত তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে। সেজন্য তাহারা মন্ত্রপ্রভাবে এক বীভৎস ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। একটা প্রকাণ্ড কটাহ মধ্যে ক্ষুদ্র ভেক, ভুজঙ্গ, কুক্কুর-জিহ্বা, পেচকের পক্ষ, হাঙ্গরের পাকস্থলী, ব্যাঘ্রের দন্তপাঁতি, বিষাক্ত বৃক্ষের মূল, ছাগীর পিত্ত, ইহুদীর লিভার, পক্ষবিশিষ্ট সর্পের গায়ের ছাল, সমাধি-স্থান-উৎপন্ন ঝাউগাছ এবং মৃত বালকের অঙ্গুলি,—এই সকল একত্র করিয়া সিদ্ধ করিতেছিল। সেই সকল দ্রব্য অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে, তাহাতে একটা শূকরের রক্ত ঢালিয়া দিল। তাহাতে সে কটাহ শীতল হইল। এইরূপ প্রক্রিয়ায় এবং আরও কি মন্ত্রগুণে, সেই ডাকিনীগণ নরকের অনুচরগণকে আপনাদের আয়ত্তাধীন করিয়া, ভবিষ্যৎ বিষয় অবগত হইত।

যখন তাহারা এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, ম্যাক্‌বেথ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, তাহা সত্য করিয়া বল।—তোমরা এ কি করিতেছ?"

ডাকিনীগণ। কি কচ্ছি, এর নাম নাই।

ম্যাক্। আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করি,একে একে তার উত্তর দাও।

তখন ডাকিনীগণ এক একটা করিয়া ভূত আহ্বান করিল। প্রথমে একটা কাটামুণ্ডের আবির্ভাব হইল। ম্যাক্‌বেথকে সম্বোধন করিয়া সেই কাটামুণ্ড কহিল,—"ম্যাক্‌বেথ! সাবধান! ম্যাক্‌ডফ এখনও জীবিত!"

কাটামুণ্ড অন্তর্হিত হইল।

ম্যাক্‌বেথ বুঝিয়াছিল, ম্যাক্‌ডফ যখন তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নাই,—এবং গুপ্তচরও যখন এ কথা প্রকাশ করিয়াছে যে, ম্যাক্‌ডফ গোপনে ম্যাক্‌বেথের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, তখন সহজেই ম্যাক্‌বেথের একথা বিশ্বাস হইল।

তারপর আর একটা উঠিল,—রক্তাক্ত শিশুর আকৃতি। সে বলিল,—"ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ!"

ম্যাক্‌বেথ উত্তর করিল,—"যদি আমার তিনটা কান থাকিত, আমি তোর কথা শুনিতাম!"

শিশুমূর্ত্তি। সাহসী হও, কাহাকেও ভয় করিও না। মারো,—হত্যা করো। কোন নারীপুত্র হইতে তোমার কোন ভয় নাই।"

শিশু-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

ম্যাক্‌বেথ বলিতে লাগিল, "ম্যাকৃডফ! তবে তুমি জীবিত থাক,—তোমাকে আর আমার ভয় কি? না, তথাপি নিশ্চয়কে, আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য তোমাকে মারিব!"

তারপর আর একটা;—মুকুটধারী এক শিশুমূর্ত্তি,—হস্তে একটি বৃক্ষ লইয়া আবির্ভূত হইল। সে বলিতে লাগিল,—"ম্যাক্‌বেথ! আপন ক্ষমতায় আপনি দৃঢ় থাক। কে তোমার বিরুদ্ধে কি করিতেছে, ইহা ভাবিও না। কাহারও কানাকানি বা কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করিও না। যতদিন পর্য্যন্ত ডন্‌সিনান পাহাড়ে বার্ণামকানন উপস্থিত না হয়, ততদিন তোমার পতন হইবে না!"

মূর্ত্তি অন্তর্হিত লইল।

ম্যাক্। বার্ণামকানন পর্ব্বতশিখরে উঠিবে, ইহাও কি সম্ভব? তবে আজ হইতে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত! কিন্তু তবু আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। (ডাকিনীগণের প্রতি) তোরা বল্, ব্যাঙ্কোর সন্তানগণ এ রাজ্যের অধীশ্বর হইবে কিনা?

ডাকিনীগণ। আর শুনিতে চাহিও না।

কিন্তু ম্যাক্‌বেথ তথাপি ছাড়িল না। ইহাতে ডাকিনীগণ সহসা সেই প্রকাণ্ড কটাহ নামাইয়া ফেলিল। সহসা কি এক শব্দ উত্থিত হইল। ম্যাক্‌বেথ সবিস্ময়ে দেখিল, একে একে আট রাজ-মূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অষ্টম রাজার হস্তে একখানি দর্পণ এবং সর্ব্বশেষে ব্যাঙ্কোর মূর্ত্তি! ম্যাক্‌বেথ এক এক করিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল এবং বুঝিল, ইহারাই একে একে স্কটলণ্ডের রাজা হইবে। অষ্টমের হস্তস্থিত দর্পণে দেখিল, তাহাতে আরও কত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ব্যাঙ্কো পশ্চাতে থাকিয়া আপন বংশধরগণকে তাহা দেখাইয়া হাসিতেছে। ম্যাক্‌বেথ আর দেখিতে পারিল না। স্তম্ভিতভাবে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাকিনীগণও সেই অবসরে নাচিতে নাচিতে, গায়িতে গায়িতে অন্তর্হিত হইল।

তখন ম্যাক্‌বেথ নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গৃহে আসিয়া ম্যাক্‌বেথ শুনিল যে, ম্যাকৃডফ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া, স্কটলণ্ডের

রাজপুত্র ম্যাকমের সহিত যোগদান করিয়াছে। এ সংবাদে মহাপাপী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া,ম্যাক্‌ডফের গৃহ আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে বিনষ্ট করিল।

---

(১১)

ম্যাক্‌বেথের এইরূপ অত্যাচারে রাজ্যের যাবতীয় লোক মহা ভীত হইল, এবং তাহার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাপ্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে ম্যাকম্ ও ম্যাক্‌ডফ,—ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ফিরিতেছিলেন। ম্যাক্‌বেথের অত্যাচার দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত সৈন্যবর্গ ও অন্যান্য লোকগণ সেই দলে গিয়া যোগদান করিল। যাহারা একান্ত ভীতিবশতঃ ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না, তাহারা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"যেন আগামী যুদ্ধে মহাপাপী পরাজিত হয়,—আর সেই সঙ্গে যেন আমাদের সকল দুঃখেরও অবসান হয়।"

ম্যাক্‌বেথের পুরাতন সৈন্য আদৌ ছিল না। যাহারা নূতন, তাহারাও ম্যাক্‌বেথের অত্যাচারে তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাকে অমান্য করিতে লাগিল। তখন ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিল,—"আমার বোধ হয়, হত ডন্‌ক্যান্ আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী। আমি বিশ্বাসঘাতক।—তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি বটে, কিন্তু তিনি এক্ষণে কবরের মধ্যে মহানিদ্রায় সুখসুপ্ত আছেন্!—আর আমি বাঁচিয়া থাকিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়াও, সাধারণের যেরূপ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছি এবং তাহাদের ব্যবহারে যে যন্ত্রণা পাইতেছি, সে কবরে এ সকল কিছুই নাই!"

রাজ্যমধ্যে যখন এইরূপ অশান্তি ও হাহাকার, তখন ম্যাক্‌বেথের মহাপাপের চিরসঙ্গিনী,—সেই ভীষণা লেডী-ম্যাক্‌বেথের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর! নানারূপ পাপচিন্তায় পাপীয়সীর হৃদয় নিতান্ত বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে এতদূর চিত্তবিকৃতি জন্মিল যে, হতভাগিনী উন্মাদিনী হইয়া পড়িল। যথারীতি চিকিৎসক নিয়োজিত হইল। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না।

এতদিনে পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

---

(১২)

যে পরিচারিকা, লেডী ম্যাক্‌বেথের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, চিকিৎসক তাহার নিকট হইতে সকল বিবরণ অবগত হইতে লাগিলেন।

চিকিৎসক সেই পরিচারিকাকে কহিলেন, "তুমি যেরূপ বলিয়াছিলে, আমি এই দুই রাত্রি জাগিয়াও ত তাহার কিছুই দেখিলাম না। রাজ্ঞী, শেষ কোন্ দিন বেড়াইয়াছিলেন ?"

পরিচারিকা। মহারাজ যুদ্ধে যাওয়া অবধি. আমি দেখিতেছি, রাজ্ঞী প্রায়ই সহসা শয্যা হইতে উঠেন। বাক্স খুলিয়া কি কাগজ বাহির করেন,—ভাঁজ করিতে থাকেন;—তারপর লিখিতে আরম্ভ করেন,—লিখিয়া পড়েন ;— তারপর শিল-মোহর দিয়া পত্র বন্ধ করেন,—পুনর্ব্বার শয্যায় যান। কিন্তু, এই কার্য্যের সময় তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন।

চিকিৎসক। স্বভাবের এ অতি বিসদশ ভাব। ঘুমাইয়াও জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করা, বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ।—এইরূপ নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ কার্য্য ছাড়া, কখন কিছু বলিতে শুনিয়াছ ?

পরি। সে সকল কথা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না।

চিকি। আমায় তাহা বলিতে পার এবং বলা উচিত,—যেহেতু আমি চিকিৎসক।

পরি। আপনি কেন, আর কাহাকেও আমি তাহা বলিতে পারিব না ;— কারণ আমার কথার কেহ সাক্ষ্য নাই।

পরিচারিকা ও চিকিৎসকে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি-কাল। সেই সময় লেডী-ম্যাক্‌বেথ নিদ্রিতাবস্থায় এক প্রজ্বলিত বাতি লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। পরিচারিকা চিকিৎসককে বলিল, "মহাশয়, এই দেখুন! ঠিক এইরূপ অবস্থাই হয়। দেখুন, সম্পূর্ণ নিদ্রিত।—ভালরূপ লক্ষ্য করুন।"

চিকি। উনি, ও আলোক পাইলেন কোথায় ?

পরি। আলো সর্ব্বদাই উহাঁর কাছে থাকে,—এইরূপ উহাঁর আজ্ঞা।

চিকি। চক্ষু ত খোলা রহিয়াছে !

পরি। কিন্তু চক্ষে দৃষ্টি নাই।

চিকি। দেখ, দেখ, ইনি কেমন হাত ঘসিতেছেন!

পরি। এইরূপই করিয়া থাকেন।—বোধ হয়, যেন হাতের ময়লা ধুইয়া ফেলিতেছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া থাকেন।

মুহূর্ত্তকাল এইরূপে হাতের পাতা ঘসিতে ঘসিতে, লেডী ম্যাক্‌বেথ আপনা-আপনি বলিতে লাগিল,—"এখনও হাতে দাগ রহিয়াছে!"

চিকি। শোন, উনি কি কথা কহিতেছেন। আমি সকল কথা স্মরণ রাখিবার জন্য লিখিয়া লই। (তথাকরণ)

লেডী ম্যাক্। দূর, দূর, নরকের কালি! মুছিয়া যা! এক, দুই,—এই ত ঠিক সময়!—উঃ! কি অন্ধকার! নরক এতই অন্ধকার! ছি প্রভু, ছিঃ! তুমি না যোদ্ধা? তবে এত ভয় কেন? যে জানে জানুক, তাহাতে আমাদের কিসের ভয়? কিন্তু কে জানিত, সেই বুড়ো শরীরে এত রক্ত ছিল!

চিকি। (পরিচারিকার প্রতি) লক্ষ্য ক'চ্ছ?

লেডী ম্যাক্। ম্যাক্‌ডফের এক স্ত্রী ছিল, সে এখন কোথায়? আচ্ছা, এই হাত কি পরিষ্কার হ'বে না?—থাক্ প্রভু, আর ও-কথায় কাজ নাই। তোমার এই আতঙ্কেই দেখ্‌ছি সকলই পণ্ড হয়।

চিকি। যাহা জানিয়াছ, তাহা না জানিলেই ভাল ছিল।

পরি। ইনি যাহা বলিলেন, তাহা না বলাই উচিত ছিল।

লেডী ম্যাক্‌বেথ হাত নিষ্পীড়ন করিতে করিতে আবার বলিতে লাগিল,—"এখনও এখানে রক্তের গন্ধ র'য়েছে! সমস্ত আরবীয়-গন্ধদ্রব্যেও কি এ দুর্গন্ধ দূর হ'বে না?—ওঃ! ওঃ! ওঃ!"

চিকি। কি ভয়ানক দীর্ঘশ্বাস! হৃদয় একান্তই ভারাক্রান্ত!

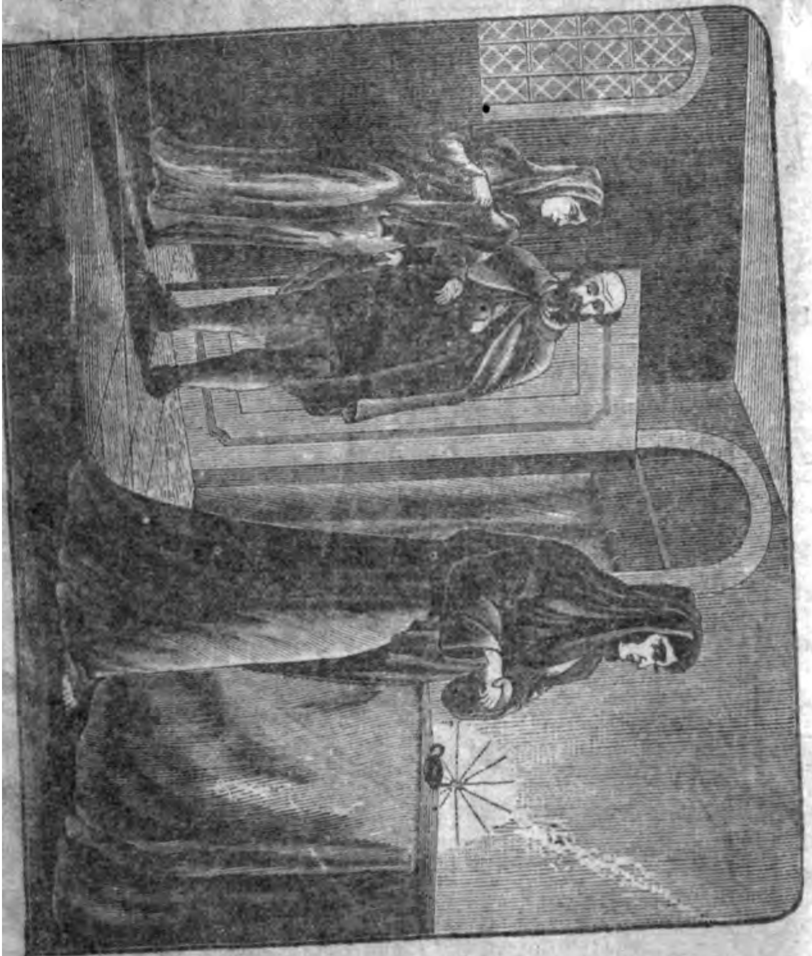
পরি। (স্বগত) সমগ্র রাজসম্মান পাইলেও, এমন হৃদয়ভার বহন করিতে আমি সম্মত হইতাম না! (চিকিৎসকের প্রতি) যাহাতে উনি ভাল হন, আপনি সেই চেষ্টা করুন।

চিকি। এই পীড়ার প্রতিকার করা আমার সাধ্যের অতীত। আমি জানি, অনেকে এইরূপ নিদ্রাবস্থায় বেড়াইত বটে; কিন্তু তাহারা বেশ শান্তিতে মরিয়াছে।

লেডী ম্যাক্‌বেথ আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"দেখ, হাত ধোও,

রাত্রি-বাস পরো। ওরূপ বিষণ্ণ হইও না। আমি আবার বল্‌ছি,—ব্যাঙ্কো কবরে শায়িত ;—সে কিছু কবর হইতে উঠিতে পারিবে না !”

চিকি। বটে !—এতদূর !



লেডী ম্যাক্‌। চল, শুই গে। ঐ শোন, বাহিরের ফটকে আঘাত হইতেছে ! এস, এস, এস ! আমার হাত ধরো। যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে ! চল, শয্যায় চল,—নিদ্রা যাই।

আপনা আপনি এইরূপ কথা বলিতে বলিতে,হতভাগিনী সেখান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

চিকি। (পরিচারিকার প্রতি) আচ্ছা, এখন কি বরাবর শয্যাতেই চলিয়াছেন?

পরি। হাঁ, শয্যাতেই যাইবেন।

চিকি। চারিদিকেই নানাপ্রকার কানাকানি হইতেছে।—অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেই এইরূপ অস্বাভাবিক রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেখ, পাপে কলুষিত যে মন, তাহা একদিন অন্তরের সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলে! দৈব ভিন্ন বৈদ্যের ঔষধে ইহার কোন প্রতিকার হইবে না। তুমি উহাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক। যে কিছু চিন্তার কারণ, যথাসাধ্য দূর করিয়া দিও। উহাঁকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কিছুই বলিতে পারি না। আমি এক্ষণে বিদায় হই।

---

(১৩)

এদিকে স্কটলণ্ড-রাজপুত্র ম্যাকম্, ম্যাক্‌ডফ-সমভিব্যাহারে বিস্তর সৈন্য-সামন্ত লইয়া ম্যাক্‌বেথকে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্‌বেথও সে সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না,—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এক একবার কিন্তু মনে হইতে লাগিল,—"হয়ত সে ডাকিনীদের কথা কল্পনা মাত্র।" আবার ধীরে ধীরে দুরাশা সে হৃদয় উত্তেজিত করিয়া দিতে লাগিল। ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিল, "কেনই বা ভয় করিব?—বার্ণাম কানন যত দিন ডন্‌সিনান্ দুর্গে উপস্থিত না হইবে,ততদিন কেন ভয় করিব? মৃত মহারাজের পুত্র ম্যাকম্,—সে ত বালক,—রমণী-গর্ভজাত। তবে রাজ্যের যত সর্দ্দার, সবাই বিশ্বাস-ঘাতক,—বিদ্রোহী। তা যাক, দূর হউক, তাহারা বালকের সহিত যোগদান করুক,—ম্যাক্‌বেথ তাহাতে ভীত নয়। এ বুকের ভিতর যে অন্তর, সন্দেহের ভারে তাহা কখন অবসন্ন হইবে না, কিংবা ভয়ে কখন কম্পিতও হইবে না।"

ম্যাক্‌বেথ যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, দূত আসিয়া সৈন্যের উদ্যোগ সম্বন্ধে সকল কথা জানাইল। শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, "হয়—চিরদিনের জন্য বিদ্রোহ নিবাইয়া দিব; নয়—নিজে রাজ্যচ্যুত হইব! অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিলাম। এ জীবনবৃক্ষের সবুজ-পত্র হরিদ্রা বর্ণ

হইয়াছে! বার্দ্ধক্যের এ অবস্থায়—প্রেম বল, সম্মান বল, প্রভুত্ব বল, অনুচর-বর্গের বাধ্যতা বল, আমার ভাগ্যে কিছুই মিলিবে না। অধিকন্তু তাহার পরিবর্ত্তে, নিষ্ঠুর অভিশাপ, কৃত্রিম সম্মান —ইহা লইয়াই আমাকে থাকিতে হইবে!"

এমন সময় লেডী-ম্যাক্‌বেথের-সেবায়-নিযুক্ত সেই চিকিৎসক সেখানে আসিল। ম্যাক্‌বেথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"রোগীর সংবাদ কি?"

ডাক্তার। পীড়ার ত কিছুই দেখিলাম না! কল্পনায় নানা বিভীষিকা দেখিয়া, তাঁহার চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে।

ম্যাক্। তবে এই পীড়ারই চিকিৎসা কর। অন্তরের এ ব্যাধি দূর করিতে কি পারিবে না? তাঁহার স্মৃতি হইতে এ বদ্ধমূল সন্তাপ উন্মোচন করিয়া বিস্মৃতি আনিয়া দাও! মস্তিষ্কে জলন্ত আগুনের মত যে যন্ত্রণা দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, তাহা নিবাইতে, তেমন ঔষধ কি কিছুই নাই? যে ব্যথায় হৃদয় জর্জ্জরিত, তাহা অপনোদন করিতে তেমন মহৌষধ কি কিছুই নাই?

ডাক্তার। এ পীড়ায় রোগীই আপনার চিকিৎসক।

ম্যাক্। তবে তোমার ঔষধ আবর্জ্জনায় নিক্ষেপ কর,—আমি চাহি না!—এ রাজ্যের যত সর্দ্দার সকলেই পলাইতেছে,—আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।—ডাক্তার, তুমি রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। যদি তাহাকে ভাল করিতে পার, আমি তোমার এমন প্রশংসা করিব যে, চারিদিকে সে প্রশংসার প্রতিধ্বনি হইবে! এই ইংরেজ-সৈন্যগণকে দূর করিয়া দিতে, কি কোন ঔষধ আছে? দূর হউক, যে পর্য্যন্ত বার্ণামকানন দুর্গে না আসিতেছে, সে পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব।

মহাপাপীর জীবন-নাটকের কি ভীষণ পরিসমাপ্তি!

---

(১৪)

এদিকে ইংরেজ-সৈন্য-সমভিব্যাহারে ম্যাক্‌ডফ ও স্কটলণ্ড-রাজপুত্র ম্যাকম্ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ম্যাক্‌বেথকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। রাজপুত্র আজ্ঞা করিলেন,—"সৈন্যগণ, তোমরা সকলে এক একটা বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া হস্তে ধারণ কর; তাহাতে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা, শত্রুপক্ষ ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।"

সৈন্যগণ তাহাই করিল।

ম্যাক্‌বেথ তৎকালে ডন্‌সিনান দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দুর্গ-শিখরে যথারীতি পতাকা উড্ডীয়মান হইল। ম্যাক্‌বেথ দুর্গ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্নও করিলেন। কিন্তু স্বপক্ষ-সেনা, দলে দলে বিপক্ষপক্ষে যোগ দিতেছে শুনিয়া, কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। সহসা শুনিলেন, যেন কোথায় কোন স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে! কারণ জিজ্ঞাসার জন্য লোক পাঠাইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"আমারও এমন দিন গিয়াছে,যখন নিশীথে এমনই রোদন-ধ্বনি শুনিয়া মনে বড় আতঙ্ক হইত! কোন দুর্ঘটনার কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হইত! আজি আর সেদিন নাই! এখন যেন ভীতি ও বিভীষিকা একত্র হইয়া, আমার পান ও ভোজনের সঙ্গীস্বরূপ হইয়াছে;—তাহাতে আমার আর ভ্রূক্ষেপও নাই!"

লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—লেডী-ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু হইয়াছে! শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ কহিল, "এখন মরা ঠিক হয় নাই,—আর কিছু পরে হইলেই ভাল হইত! এই মৃত্যুসংবাদ শুনিবার, অন্য দিন ছিল! আজ কাল, কাল আজ, এইরূপ করিয়া দিন চলিয়া যায়,—সে দিন ক্রমে কালে বিলীন হয়! অতীত দিন ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে লইয়া যায়।—ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী দীপ নিবিয়া যাক্!—এ জীবন সচল ছায়ার ন্যায়! রঙ্গালয়ে ক্ষুদ্র অভিনেতা যেমন আপনার অভিনয় শেষ করিয়া যায়,—কখন হাসি কখন কান্না, কখন দর্প কখন ক্রোধ,—সকল ভাবই ব্যক্ত করে;—এবং তারপর?—তারপর যেমন তাহার কথা কেহ আর কিছুই জানে না,—এ জীবনও তেমনি;—বাতুলের গল্পের মত!—বেজায় আওয়াজে পূর্ণ বটে, কিন্তু কিছুই অর্থ নাই!"

সেই সময় দূত আসিয়া সংবাদ দিল,—"মহারাজ, বড় অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত! আমি প্রহরী ছিলাম, দেখিলাম, বার্ণামকানন ক্রমে ক্রমে ডান্‌সিনান দুর্গে চলিয়া আসিতেছে।"

ম্যাক্‌বেথ। মিথ্যা কথা!

দূত। যদি মিথ্যা হয়, যে কোন শাস্তি দিবেন।

ম্যাক্। যদি মিথ্যা হয়, তবে প্রথমেই যে বৃক্ষ দেখিব, তাহাতে তোকে ঝুলাইয়া রাখিব। আর যদি সত্য হয়, তাহাতেও আমি ভয় করি না!—

আমি দেখিতেছি, ডাকিনীদের কথায় ক্রমশই আমার সংশয় হইতেছে ;—"যে পর্য্যন্ত না বার্ণামকানন ডান্‌সিনান দুর্গে আসে, সে পর্য্যন্ত তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"—আজি ত বার্ণামকানন ডান্‌সিনানে আসিতেছে! তবে আর বিলম্ব নহে,—এখনি যাইতে হইবে!

তখন সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া ম্যাক্‌বেথ বহির্গত হইল।

যে দূত দেখিয়াছিল, বার্ণামকানন চলিয়া আসিতেছে, এক হিসাবে তাহার দেখা ভুল হয় নাই। কারণ বিদ্রোহী সেনাদল, রাজপুত্রের আদেশ-অনুযায়ী, বার্ণামকানন হইতে বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া, আপনাদিগকে এরূপ ভাবে লুকাইয়া আসিতেছিল যে, দূর হইতে দেখিলে, বহুবিস্তৃত একটা সচল কানন বলিয়াই বোধ হয়।

ডাকিনীগণের ভবিষ্যৎ বাণীর এক অংশ এই ভাবেই সফল হইল। মন্দ-ভাগ্য ম্যাক্‌বেথ সে কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

---

(১৫)

যথাসময়ে দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। উভয় দলেই বিস্তর আহত ও নিহত হইতে লাগিল। ক্রমে ম্যাকডফ, ম্যাক্‌বেথের সম্মুখীন হইলেন। পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে এই ম্যাক্‌ডফের পুত্র-পরিবারকে, ম্যাকবেথ অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছিল। তাই ম্যাক্‌ডফ, ম্যাক্‌বেথকে "নারকী" "কুকুর" বলিয়া সম্বোধন করিল। প্রত্যুত্তরে ম্যাক্‌বেথ বলিল, "তোমার বিস্তর আত্মীয় আমি নিহত করিয়াছি! আমার আত্মা অতি ভারাক্রান্ত!—তুমি ফিরিয়া যাও।"

ম্যাক্‌ডফ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উভয়ের যুদ্ধ বাধিল। তুমুল যুদ্ধ চলিল। কেহ পরাস্ত হইল না। ম্যাক্‌বেথ বলিল, "বৃথা শ্রম! আমার দেহ হইতে তুমি এক বিন্দুও শোণিত বাহির করিতে পারিবে না! তদপেক্ষা বরং এই অশরীরী বায়ুর সহিত সংগ্রাম করা তোমার সহজ! আমার এ জীবন যাদুমন্ত্রে রক্ষিত! নারীগর্ভজাত কাহারও হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না!"

ম্যাক্‌ডফ। সে কথায় আর বিশ্বাস করিও না;—সে মন্ত্র আর খাটিতেছে না!—এই ম্যাক্‌ডফ, তাহার জননী-জঠর হইতে, অসময়ে, চিকিৎসকের অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশলে নিঃসৃত হইয়াছিল।

শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ শিহরিল। বলিল, "ডাকিনীদের কথা আর বিশ্বাস করিব না! তাহাদের কথার দুইটা করিয়া অর্থ! যখন শুনিলাম, তখন আশায় প্রলুব্ধ হইয়া কিছুই বুঝিয়া দেখি নাই!—আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"



ম্যাক্‌ডফ। তবে অধীন হও,—পরাভব স্বীকার কর! জগতের দৃশ্য-বস্তু হইয়া জীবন ধারণ কর! অসাধারণ জন্তুর ন্যায় সবাই তোমায় দেখিবে! এবং আমি লিখিয়া রাখিব,—"এই স্থানে এক অতি নৃশংস অত্যাচারী আছে,দেখিয়া যাও!"

ম্যাক্‌বেথ। না, তাহা হইবে না! বালক ম্যাকম্‌ রাজা হইবে, আর আমি তাহার পদানত হইয়া থাকিব!—না, তাহা হইবে না! যদিও বার্ণামকানন চলিয়া আসিয়াছে;—যদিও শুনিলাম, তুমি নারীগর্ভজাত নহ, তথাপি আমি নিরস্ত হইব না!—শেষ কি হয় দেখিব।

আবার যুদ্ধ বাধিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষে ম্যাক্‌ডফের হস্তে, সেই অধর্ম্ম-দীক্ষিত, দুর্ম্মতিপরায়ণ ম্যাক্‌বেথ প্রাণত্যাগ করিল।

ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী, আর এক অংশে এইরূপে সিদ্ধ হইল।

পাঠককে এখন একবার ডাকিনীদের সেই মূল মন্ত্রটি স্মরণ করিতে বলি;—

"সুন্দরকে মন্দ ভাবি মন্দকে সুন্দর!
বদ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর!"

মহাপাপী ম্যাক্‌বেথের জীবন-নাটকের শেষ অভিনয় এইরূপে সম্পন্ন হইল। আর এই পাপের পার্শ্বে সেই মহাপাপ মূর্ত্তি,—সাক্ষাৎ নরক-হইতেও ভীষণ সেই লেডী-ম্যাক্‌বেথ,—তাহার পরিণামও পাঠক দেখিয়াছেন।

যথাসময়ে সমস্ত প্রজাবর্গ মিলিয়া, মহাসমারোহে স্কটলণ্ড-রাজপুত্র ম্যাকম্‌কে তদীয় পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া প্রীতি ও শান্তি লাভ করিল।

কিন্তু পরিণামে ডাকিনীগণের কথানুযায়ী, ব্যাঙ্কোর বংশপরম্পরাই ঐ রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল;—তাহা এ আখ্যায়িকার অন্তর্ভূত নহে।



ভুলের বাহার।

(THE COMEDY OF ERRORS.)

(১)

সিরাকুজ্ ও এফিসাস্ নামে দুই রাজ্য ছিল। একদা ঐ দুই রাজ্যের মধ্যে ঘোরতর মনোবিবাদ হয়। তাহাতে এফিসাসাধিপতি আপন রাজ্য মধ্যে এক অতি নিষ্ঠুর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। সেই নিয়মটা এই যে, সিরাকুজ্-দেশীয় কোন বণিক যদি কখন এফিসাস্ রাজ্যে আগমন করে এবং কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে তাহাকে, হয়—সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইতে হইবে ; নয়—তদভাবে, তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে !

এই অতি বড় নিষ্ঠুর রাজাদেশ প্রচারিত হইবার পর, দুর্দ্দৈববশতঃ সিরাকুজ্ দেশীয় এক বণিক একদিন এফিসাসের রাজপথে, সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বণিকের নাম—ইজিয়ন্। রাজপুরুষেরা ইজিয়ন্‌কে দেখিবামাত্র ধৃত করিল, এবং রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজাদেশে অবশ্যই ইজিয়ন্‌কে দণ্ডভোগ করিতে হইবে।—তা সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়াই হউক, আর তদভাবে জীবন দিয়াই হউক !

অর্থদণ্ড দিবার শক্তি ইজিয়নের ছিল না। রাজসমক্ষে আনীত হইয়া, ইজিয়ন্ এ কথা রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা অবিচলিত হৃদয়ে এ কথা শুনিলেন,—অবিচলিত হৃদয়ে দ্বিতীয় দণ্ড দিবার সঙ্কল্পও করিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ দণ্ডের আদেশ দিবার পূর্ব্বে, কিছু কৌতূহলী হইয়া কহিলেন,

"ইজিয়ন্ ! দেখিতেছি, তুমি সিরাকুজ্ দেশীয় বণিক ; আমার রাজ্যের

নিয়মের কথা অবশ্যই তুমি অবগত আছ। সমস্ত অবগত হইয়াও কেন তুমি নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে আসিয়াছিলে? যদি তোমার সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা দিবার শক্তিই নাই, তবে কি ভাবিয়া, কোন্ সাহসে আমার অধিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে? যাহা হউক, প্রচলিত নিয়মানুসারে তোমাকে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।"

বৃদ্ধ বণিক ইজিয়ন্ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর অতি বিনয়-নম্রবচনে অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর করিল, "রাজন্! মরিতে আমার কিছুমাত্র শঙ্কা বা দুঃখ নাই! কারণ যে দুর্ব্বহ দুঃখভার আমি বুকের ভিতর বহন করিতেছি, তাহার নিকট মৃত্যু অতি তুচ্ছ। আপনি আমার দুঃখময় জীবন-কাহিনী শুনিতে ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে, বুঝি বা আমার বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে! তথাপি আপনি রাজা,—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

দুর্ভাগ্য ইজিয়ন্ মর্ম্মভেদী করুণস্বরে, আপন দুঃখময় কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল;—স-পারিষদ রাজা বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে, একাগ্র মনে তাহা শুনিতে লাগিলেন।

---

(২)

ইজিয়ন্ কহিল, "নরনাথ! সিরাকুজ্ আমার জন্মস্থান, বাণিজ্য আমার জীবিকা। যথাসময়ে আমি দারপরিগ্রহ করিয়া, সুশীলা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া মনের সুখে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলাম। কালক্রমে আমার পত্নী গর্ভবতী হইলেন। সেই সময়ে বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমাকে এপিদাম্নিয়ম নগরে যাইতে হইল। তথায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিয়াও, কার্য্য শেষ করিতে পারিলাম না। সুতরাং পত্নীকে আপনার নিকট আনাইলাম। যথাদিনে তিনি দুইটি অতি আশ্চর্য্য যমজপুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রদ্বয়ের আকৃতি ও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ একরূপ হইল। কাহার সাধ্য, দুইটিকে স্বতন্ত্র লক্ষণ দ্বারা চিনিয়া রাখে!

"যে দিন আমার ঐ যমজপুত্রদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইল, সেইদিন আমার বাসগৃহের

পার্শ্বেই এক অতি দুঃখিনী রমণীও, ঐরূপ দুইটি আশ্চর্য্য যমজ পুত্র প্রসব করিল। আমার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় ঐ দুঃখিনীর পুত্রদ্বয়ও অভেদ আকার প্রাপ্ত হইল। একই দিনে, একই পান্থনিবাসের মধ্যে চারিটি যমজ-শিশু ভূমিষ্ট হইল দেখিয়া, আমার বড় আনন্দ হইল। ঐ দুঃখিনী রমণীর স্বামীও বিশেষ দুর্দ্দশাপন্ন। আমি তাহাদের নিকট তাহাদের যমজ পুত্র দুইটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলাম। দুঃখের দায়ে, তাহারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি পুত্র দুইটি গ্রহণ করিলাম। ভবিষ্যতে, উহাদিগকে আপন পুত্রদ্বয়ের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া দিব, ইহা ভাবিয়া সুখী হইলাম।

"শারদীয় শশিকলার ন্যায় আমার পুত্রদ্বয় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শিশুদ্বয়ের দেহে রূপ আর ধরে না। তাহাদের মুখ দিখেলে স্বর্গের কথা মনে পড়ে। আমার পত্নী, সুকুমার শিশুদ্বয়ের সেই চাঁদমুখ ও অতুল রূপ-মাধুরী দেখিয়া, যারপরনাই উৎফুল্ল হইলেন। এবং কবে দেশে গিয়া, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীবৃন্দকে এই সৌভাগ্য-রত্ন দুটিকে দেখাইয়া, আপনাকে পরম ভাগ্যবতী ও রত্নগর্ভাবোধে, আপন গৌরবে গৌরবময়ী হইবেন,—আমার নিকট বারংবার এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য! প্রিয়তমার এইরূপ আগ্রহ ও ঐকান্তিক কামনাই, আজ আমাকে এরূপ মর্ম্মাহত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে! যে জন্য আমার প্রবাস বাস, সেই প্রয়োজনীয় কার্য্য তখনও আমার সুসিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু প্রিয়তমার সাধ-আহ্লাদ পূরণার্থ এবং নিজেও কতকটা সেই সাধ-আহ্লাদের ভাগী হইতে উৎসুক হইয়া, কোন রকমে সেই প্রবাসের কাজ সম্পন্ন করিয়া, স্বদেশ গমনের বন্দোবস্ত করিলাম। যথাদিনে পুত্র, কলত্র ও সেই দুই ক্রীত যমজ-শিশুকে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম।

"রাজন্! সেইদিন,—আজীবন স্মরণীয় সেইদিন!—সেইদিন কি অশুভ-ক্ষণেই যাত্রা করিয়াছিলাম!—এপিদাম্নিয়ম নগর হইতে কিয়দ্দূর না-আসিতে-আসিতেই এক প্রাণান্তকর প্রবল ঝড় উঠিল। সেই ভীষণ ঝড়ে, সেই ভীষণ সমুদ্র, অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। জাহাজ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইল। তখন নাবিকেরা দিশাহারা হইয়া, স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ ক্ষুদ্র জালি-বোটে উঠিয়া পলাইল। সেই ভীষন দুর্য্যোগে, সেই ভয়াবহ সময়ে, সেই

অকূল জলধিজলে, কাণ্ডারিহীন অর্ণবে বসিয়া, ভয়াতুর স্ত্রী-পুত্র ও শিশু কিঙ্কর দুইটির মুখপানে চাহিয়া, প্রতিক্ষণেই আমি অন্তিমের সেই শেষমুহূর্ত্ত স্মরণ করিতে লাগিলাম।

"ভয় ও আতঙ্কে আমার স্ত্রী অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। অপোগণ্ড শিশু কয়টি সেই ক্রন্দনে যোগ দিল। মৃত্যুভয়ে, আমি কাতর হইলাম না বটে, কিন্তু কিরূপে এই এতগুলি অসহায় প্রাণীর জীবন রক্ষা করিব, তাহা ভাবিয়া, যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইলাম। শেষে অনন্যোপায় হইয়া, জাহাজের এক অতিরিক্ত ক্ষুদ্র মাস্তলের একপ্রান্তে আমার কনিষ্ঠ পুত্র ও তদীয় কিঙ্করকে বন্ধন করিলাম। এইরূপে আর একটি মাস্তলের একদিকে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তদীয় কিঙ্করকে বাঁধিয়া দিতে, আমার স্ত্রীকে উপদেশ দিলাম। শেষে আমরা স্ত্রী-পুরুষ,সেই দুই মাস্তলের দুই দিকে বসিলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তদীয় ভৃত্যের জীবন-ভার স্ত্রীর প্রতি অর্পণ করিয়া, স্বয়ং কনিষ্ঠ পুত্র ও তদীয় ভৃত্যের ভার গ্রহণ করিলাম।

"বড় কপাল-জোর বলিতে হইবে যে, এইরূপে আমরা প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলাম। আর একটু বিলম্ব ঘটিলে, এ সুবিধাটুকুও ঘটিত না। কেন না, আমরাও ভেলায় ভাসিয়াছি, আর সেই দীর্ঘকায় অর্ণবপোতও সহসা একটা পাহাড়ে অতি বেগে সংঘর্ষিত হইল। সেই আঘাতে জাহাজ খানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

"ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে, এই ভীষণ দৃশ্য আমরা চক্ষে দেখিলাম। বায়ুর বেগ তখনও অতি প্রচণ্ড। ক্রমেই আমরা স্ত্রীপুরুষে ছাড়াছাড়ি হইয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে ভাসিয়া চলিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, কনিষ্ঠ শিশু-দ্বয়ের ভার গ্রহণ করায়, আমি—স্ত্রী বা জ্যেষ্ঠ শিশু দুইটির কোন সাহায্য করিতে পারিলাম না। এই সময় দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, দৈবানুগ্রহে কতকগুলি ধীবর, তাহাদের ক্ষুদ্র নৌকায় আমার স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ শিশু দুইটিকে তুলিয়া লইল। অনুমান করি, সেই ধীবরগণ করিন্থ নগরবাসী হইবে। কিছুদূর ভাসিতে ভাসিতে, এইরূপে আমিও কনিষ্ঠ শিশু দুইটির সহিত একখানি জাহাজে উত্তোলিত হইলাম। সেই জাহাজস্থ নাবিকগণ আমার পরি-চয় পাইয়া এবং আমার এই দারুণ বিপদের বিষয় অবগত হইয়া, যথেষ্ট অনুগ্রহ

করিল এবং যথাসময়ে আমাকে সিরাকুজ্‌নগরে পঁহুছিয়া দিয়া গেল। কনিষ্ঠ শিশুদ্বয়কে লইয়া আমি বাটী পঁহুছিলাম বটে, কিন্তু হায়! সেই ভীষণ সাগর-সলিল হইতে ধীবরগণ কর্ত্তৃক রক্ষা পাইবার পর, আমার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ও জ্যেষ্ঠ শিশু দুইটির পরিণাম যে কি হইল, এই দীর্ঘকাল অবধি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই।

"দিনের পর দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল,—কত কাল অতীত হইল,—আমি বড় আশায় নিরাশ হইয়া,পাষাণে বুক বাঁধিয়া,মাত্র কনিষ্ঠপুত্রটিকে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলাম। বড় হইয়া, সে আমার মর্ম্মযন্ত্রণা বুঝিল। যখন তাহার বয়স অষ্টাদশবর্ষ,তখন সে তার নিরুদ্দিষ্ট জননী ও জ্যেষ্ঠসহোদরের অনুসন্ধানার্থ কৃতসঙ্কল্প হইল, এবং এজন্য বারংবার আমার অনুমতি চাহিতে লাগিল। আমি প্রথমে কিছুতেই তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করি নাই। আমার সদাই মনে ভয়, যা যাবার, তাত গিয়াছে;—শেষে কি এই বৃদ্ধের এক মাত্র অবলম্বন—কনিষ্ঠ পুত্র রত্নটিকেও হারাইব! কিন্তু তাহার অবিচলিত সঙ্কল্প দেখিয়া, আমি অনিচ্ছাক্রমে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। তদীয় ভৃত্যও, তাহার অগ্রজের অনুসন্ধানার্থ, তৎসমভিব্যাহারী হইতে অভিলাষী হইল। কিন্তু মহারাজ! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,—আজ সাত বৎসর হইল, সেই কনিষ্ঠ পুত্রেরও কোন সংবাদ আমি পাই নাই! বাটী হইতে তাহার প্রবাস গমনের দুই বৎসর পরে, আমি নিজে আজ এই পাঁচবৎসর কাল পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি! গ্রীশ, এসিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে তাহার অনুসন্ধান লইয়াছি। মনুষ্যালোকে অনুসন্ধান লইতে বাকী রাখিব না, স্থির করিয়া, আজ আপনার রাজ্যে উপনীত হইয়াছি! নরনাথ! এত দিনে আমার দুর্ব্বহ জীবনের অবসান হইল!—এতদিনে আমার দুঃখময় জীবন-কাহিনী ফুরাইল! প্রভু, মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি একটিবার মাত্র, আমার সেই নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীপুত্রের জীবন-সংবাদ পাইয়া মরিতে পারিতাম, তবে সে মৃত্যুকেও আমি শ্লাঘনীয় বোধ করিতাম!"

ইজিয়ন্ এমনি মর্ম্মস্পর্শিণী করুণ ভাষায় আত্মজীবনী প্রকাশ করিল যে, তাহাতে সকলেরই প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, "দেখিতেছি, এ ব্যক্তি পুত্রস্নেহে আত্মহারা হইয়া, এই ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে। অতএব, ইহার প্রতি একটুকু দয়া করা কর্ত্তব্য।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "বণিক! তোমার দুঃখে আমি বিশেষ দুঃখিত; কিন্তু এদিকে, আইনের অমর্য্যাদা করিতেও আমি অক্ষম। আমি রাজ্যমধ্যে একবার যে নিয়ম ঘোষণা করিয়াছি, তাহা শপথ পূর্ব্বক করিয়াছি; কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারি না। নচেৎ, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে অব্যাহতি দিতাম। তবে তোমার প্রতি আমি এইটুকু দয়া করিলাম,—আজ সমস্ত দিবাভাগ— সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তোমাকে সময় দিলাম;—এই সময়মধ্যে তুমি, ঋণ করিয়াই হউক আর ভিক্ষা করিয়াই হউক,—যদি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সংগৃহীত করিতে পার, তবেই এ যাত্রা রক্ষা পাইবে! অন্যথায়, আইন অনুসারে, সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার অভাবে, আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিতে বাধ্য হইব।"

রাজার এ দয়ায়, দুর্ভাগ্য ইজিয়ন্ যে বিশেষ অনুগৃহীত হইল, তাহা নহে। কারণ, এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে কে তাহাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ দিতে চাহিবে? আর ভিক্ষা?—স্বয়ং রাজাই যখন তাহাতে উদাসীন, তখন এমন কোন্ দয়ার্দ্র-হৃদয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আছে,—যে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা দিয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিবে? সুতরাং রাজ-কৃপায় ইজিয়ন্ কিছুমাত্র পুলকিত বা উৎসাহিত না হইয়া, প্রহরিগণপরিবেষ্টিত হইয়া, ক্ষুণ্ণ মনে তথা হইতে অপসারিত হইল।

---

(৩)

দুর্ভাগ্য ইজিয়ন্ মনে করিয়াছিল, এই এফিসাস্ নগরে তাহার আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিত একটি প্রাণীও নাই। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় যে, যে জন্য আজ তাহার এই দশা,—যে জন্য সে অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া, নিরাশ প্রাণে দেশদেশান্তরে, গহনে কান্তারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,—সেই প্রাণাধিক পুত্র,—বৃদ্ধের সেই নয়ন-পুত্তলি, জীবনাবলম্বন পুত্ররত্ন—এই এফিসাস্ নগরেই অদ্য সমুপস্থিত! আরও সুখের কথা,—বিধির বিধানে, বৃদ্ধের সেই সাগর-নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্রও বহুকাল হইতে এই নগরেই অবস্থান করিতেছেন!

যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের আকারগত যেমন সাদৃশ্য ছিল, উভয়ের নামেও সেই রূপ একতা বিদ্যমান। উভয়েই আণ্টিফোলিস্ নামে অভিহিত। পাঠক পাঠিকার বুঝিবার সুবিধাহেতু, আমরা তাঁহাদিগকে, যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ ও

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ নামে অভিহিত করিব। এইরূপ, সেই যমজ কিঙ্করদ্বয়েরও নাম ছিল—ড্রমিও। তাহারাও এখন হইতে, যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ-ড্রমিও এবং কনিষ্ঠ-ড্রমিও নামে অভিহিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইজিয়ন্ যেদিন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের উদ্দেশে এফিসাস্ নগরে পদার্পণ করেন, কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ও সেই দিন—তদীয় ভৃত্য কনিষ্ঠ-ড্রমিওর সহিত উক্ত নগরীতে উপনীত হন। পিতার ন্যায়, তাঁহাকেও রাজপুরুষদিগের হস্তে বন্দী হইয়া বিষম বিপদে পড়িতে হইত,—ভাগ্যে রক্ষা এই,ঐ সময় এফিসাস্-নগরবাসী তাঁহার জনৈক বন্ধু, তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পান। কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে দেখিবামাত্র সেই ব্যক্তি অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "বন্ধু, করিয়াছ কি?—করিয়াছ কি? তুমি কি এ রাজ্যের নিয়ম-কানুন কিছুই অবগত নও? অহো, আজ তোমাদেরই সিরাকুজদেশীয় এক দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ বণিক এই রাজ্যে পদার্পণ করিয়া, আপন মৃত্যু আপনি আনয়ন করিয়াছে! অতএব, ভাই! সাবধান! তুমি কিছুতেই কাহারও নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিও না! সকলকেই বলিও, তুমি এপিদাম্‌নিয়ম নগর হইতে আসিয়াছ।"

এই বলিয়া, সেই সহৃদয় ব্যক্তি এফিসাস্ নগরের প্রচলিত রাজ-নিয়ম,—কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিসকে জ্ঞাপন করিলেন।

স্বদেশীয় বণিকের এই অভাবনীয় দুর্গতির কথা শুনিয়া,—স্বদেশবাসী এক ব্যক্তি আজ দুর্দ্দৈববশে এ রাজ্যে পদার্পণ করিয়া প্রাণ দিতে বসিয়াছে ভাবিয়া,—কনিষ্ঠ আণ্টিফোলিস্ যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না যে, সিরাকুজ নগরের সেই বৃদ্ধ বণিক আর কেহই নহে,—তাঁহারই স্নেহময় জনক!—তাঁহারই সন্ধানে আসিয়া, সেই স্নেহময় বৃদ্ধের জীবন আজ ঘোর বিপদাপন্ন!

(৪)

এইবার পাঠককে, এফিসাস্-নগরবাসী সেই জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিসের কথা কিছু বলিব।

জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্, তদীয় জননী ও ভৃত্য,—সেই উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ভীষণ সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে, ধীবরগণকর্ত্তৃক যেরূপে রক্ষা পায়, তাহা বলিয়াছি।

তার পর সেই ধীবরদল অর্থলোভে, স-ভৃত্য জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে তাহার মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, এবং মহাবীর মেনাফন্‌-অধিপতির নিকট তাহাদিগকে বিক্রয় করে। দুঃখিনী জননী কোলের শিশু হারাইয়া এবং পতি ও কনিষ্ঠ পুত্রের বিপদাশঙ্কা করিয়া, সেই সাগর-তীরে বসিয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সভৃত্য জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ মেনাফন্‌-রাজের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই মেনাফন্‌রাজ এফিসাস্‌রাজের মাতুল। যখন তিনি ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হন, তখন জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ তাঁহার সঙ্গে ছিল। সুকুমার বালককে দেখিয়া, এফিসাস্‌ রাজের স্নেহ জন্মিল। তিনি মাতুলের নিকট বালকটি প্রার্থনা করিলেন। মাতুল ভাগিনেয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তদবধি জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌, তাহার সেই ভৃত্য—জ্যেষ্ঠ-ড্রমিওর সহিত এফিসাস্‌-রাজের আশ্রয়েই রহিল। বয়োঃবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়ায়, সে, রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল। ক্রমেই তাহার সদ্ব্যবহার ও শৌর্য্য-পরাক্রমাদি দেখিয়া, রাজা তাহাকে যুদ্ধ-বিদ্যায় নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন সৈনিক-পদে থাকিয়া, জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ নিজ-গুণে সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন।

এই সময়ে এফিসাস্‌-রাজের বিরুদ্ধে এক সমরানল প্রজ্বলিত হয়। বল-বিক্রমে ও উদ্যোগ-আয়োজনে বিপক্ষপক্ষ সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই যুদ্ধে এফিসাস্‌রাজের পরাজয়,—এমন কি জীবনসংশয়ও হইতে পারে! ফলে, প্রায় সেইরূপই হইয়াছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ বিপুল বলবিক্রমে ও আশ্চর্য্য রণকৌশলে, রাজার প্রাণরক্ষা করিয়া, সেই ভীষণ যুদ্ধে জয়যুক্ত হইলেন। তদবধি তিনি এফিসাস্‌-রাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও স্নেহাস্পদ হইয়া পড়িলেন। এবং নানাপ্রকারে আপন সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু, অতি অল্পদিনেই, এফিসাস্‌ নগরমধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন। অবশেষে এফিসাস্‌রাজ, গুণের পুরস্কার স্বরূপ, এড্রিয়ানা নাম্নী এক পরম রূপবতী ও ধনাঢ্যা মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

এইরূপে জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ একাদিক্রমে বিংশতি বর্ষ কাল এফিসাস্‌ নগরে বাস করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

আজ যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন যে, তাঁহারা জন্মদাতা পিতা আজ এই এফিসাস্ নগরে আসিয়া,অর্থদণ্ড দিবার অভাবে,রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে বসিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই সহস্র সুবর্ণমুদ্রা দান করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আত্মজীবনবৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার পিতা কে, মাতা কে, ভ্রাতা কে,—কিছুই তিনি অবগত নন। অধিক কি, তাঁহারা এ জগতে আছেন কি না,তাহারও কিছুই তিনি জানেন না। সমুদ্র-বক্ষ হইতে ধীবরগণ যখন তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে, তখন তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র। সুতরাং জনক জননীর কথা তাঁহার কিছুমাত্র মনে ছিল না।

(৫)

এদিকে ইফিসাস্ নগরে নবাগত সেই কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস,বন্ধুর পরামর্শমত বিধিমতে আত্মগোপন করিলেন। যথাসময়ে তিনি সেই বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্বীয় ভৃত্য—কনিষ্ঠ-ড্রমিওকে কহিলেন, "দেখ, এখানে আমাদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। তুমিও এখানে কাহারও নিকট আত্মপরিচয় দিও না। এখন এক কাজ কর। নিকটে ঐ যে পান্থনিবাস আছে, ওখানে গিয়া তুমি আমার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখ। আর এই টাকাগুলি তোমার কাছে রাখিয়া দাও। আমি একবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া, এ দেশবাসীর রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারাদি দেখিয়া শুনিয়া, শীঘ্রই তোমার সহিত মিলিত হইব।"

এখানে এই ভৃত্যটির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। এই কনিষ্ঠ-ড্রমিও, রসাভাষে ও আমোদ-উল্লাসে বিশেষ পটু। তাহার প্রভু যখন নিরুদ্দিষ্ট জননী ও সহোদরের চিন্তায় ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ হইতেন,তখন সে বাক্‌ভঙ্গি-কৌশলে, বিধিমতে, কৌতুকময় রহস্যকর বিষয়ের অবতারণা করিয়া, প্রভুর চিত্তবিনোদনে যত্নপর হইত। এ কারণ, সাধারণ ভৃত্যের তুলনায়, কনিষ্ঠ-ড্রমিও, প্রভুর নিকট যথেষ্ট আদর ও প্রশ্রয় পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্ ও ভৃত্যটিকে যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন।

নগর পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া, কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিসের মনে, সহসা তাঁহার জননী ও সহোদরের কথা জাগিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল উন্মনা হইয়া পথি-

মধ্যে এক স্থানে দাঁড়াইলেন, এবং সবিষাদে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন,—"অহো, কি দুর্ভাগ্য! আজ কত কাল ধরিয়া দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলাম,—কত প্রকারে জননী ও সহোদরের সন্ধান লইলাম, কোথাও তাঁহাদের উদ্দেশ পাইলাম না। আর যে উদ্দেশ পাইব, সে আশাও নাই। হায়, সাগরবক্ষে জলবিম্ব যেমন জলবিম্বের সহিত মিলিত হইতে গিয়া জলেই লয় পায়, আমার দশাও তাহাই হইবে;—আমিও একদিন এইরূপে জননী ও সহোদরের অনুসন্ধান করিতে করিতে, সেই কাল-সাগরে লয় পাইব! বুঝিলাম, নিয়তি সর্ব্বত্র বলবতী।"

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ অতি ক্ষুণ্ণমনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সেই চিন্তার বিরামে ব্যাঘাত দিল। সে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ-ড্রমিও,—এফিসাস্‌নগরবাসী জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিসের ভৃত্য। কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ কিন্তু তাহাকে আপন ভৃত্যই জ্ঞান করিলেন। যেহেতু, তাঁহাদের দুই ভায়ের দুই ভৃত্যই জমজ-ভ্রাতা,—স্থানভেদে এবং বয়সভেদেও তাহাদের আকৃতি, অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠস্বরের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাজেই কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ তাহাকে কিছু ঔৎসুক্য ও বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন হে, তুমি এত শীঘ্র এখানে ফিরিয়া আসিলে কিরূপে? আর, আমার সেই টাকাই বা রাখিয়া আসিলে কোথায়?"

বলা বাহুল্য, জেষ্ঠ-ড্রমিও-ও কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে তাহার আপন প্রভু—জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ জ্ঞান করিয়াছিল। পাঠক বুঝিতেছেন, তাহারও এরূপ ভ্রম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। তাই সে, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, সরলভাবে বলিল, "মহাশয়, মধ্যাহ্ন আহারাদি প্রস্তুত, এখন পানাহার করিবেন আসুন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনার আহারের জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।—বিলম্বে অন্নব্যঞ্জনাদি শীতল হইয়া যাইবে।"

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ কিছু বিরক্তিভাবে কহিলেন, "দেখ, এ তামাসার সময় নয়।—এ বিদেশ-বিভূমে টাকা কোথায় রাখিয়া আসিলে বল?"

জ্যেষ্ঠ-ড্রমিও ভাবিল, "প্রভু যখন এস্থান 'বিদেশ' বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই ইনি আমাকে তামাসা করিতেছেন।" তাই প্রকাশ্যে কহিল, "মহাশয়, আহারে বসিয়া যত ইচ্ছা রহস্য করিবেন;—এখন চলুন। দেখুন,

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইতে যায় ;—কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনার অপেক্ষায় তাঁহার ভগিনীর সহিত বসিয়া আছেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আহার করিতে চলুন।"

কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্ আজিও অবিবাহিত ; সুতরাং বারংবার ভৃত্যের মুখে "কর্ত্রী ঠাকুরাণী আহ্বান করিতেছেন" শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "দেখ ড্রমিও! এখনও সাবধান হও, বলিতেছি! আমি মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত একটু-আধটু পরিহাস করিয়া থাকি বলিয়া, দেখিতেছি, ক্রমেই তোমার বুকের পাটা বাড়িয়া যাইতেছে! দেখ, তোমায় বার বার বলিতেছি, এ বিদেশ ;—এখানে প্রতিপদে বিশেষ সতর্কতার সহিত চলা আবশ্যক। অতএব শীঘ্র সত্য করিয়া বল, আমার টাকা-কড়ি সব কোথায়—কার কাছে রাখিয়া আসিলে ?"

ভৃত্য তখনও বুঝিল, প্রভু রহস্য করিতেছেন।—সেও দৃঢ়তার সহিত পূর্ব্বমত সরলভাবে কহিল, "প্রভু, টাকা-কড়ির কথা আমি কি জানি? এখন আসুন, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে আহারের জন্য ডাকিতেছেন!"

এবার কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্ আরও ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "আরে হতভাগা, তোর কর্ত্রী ঠাকুরাণীটা আবার কে ?"

জ্যেষ্ঠ-ড্রমিও-ও দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল, "কেন প্রভু, আপনার ভার্য্যা!"

"বটে!" বলিয়া কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্ এবার ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা, আপন ভৃত্যজ্ঞানে, জ্যেষ্ঠ-ড্রমিওকে বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ত্রীকে সকল কথা নিবেদন করিল। এবং শেষে দারুণ অভিমানভরে কহিল, "ঠাকুরাণী! বলিব কি, প্রভু আমায় অম্লান বদনে বলিলেন যে, তিনি বিবাহ করিলেন কবে?—তাঁহার আবার স্ত্রী কোথায় ?"

---

(৬)

ভৃত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া, অভিমানিনী এড্রিয়ানা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"বটে, তাঁর স্ত্রী নাই!" কয়েকবার এই কথা বলিতে বলিতে, সেই গুণবতী সুশীলা,

স্বামীর উদ্দেশে, শতেক প্রকারে, বিলক্ষণ এক পালা গাহিয়া লইলেন! স্বামী যে অন্য রমণীতে অনুরক্ত, এ বিশ্বাস এড্রিয়ানার বরাবরই ছিল। আজ ভৃত্যের কথায় তাহা বদ্ধমূল হইল। তাই প্রথমতঃ স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া, খুব এক-প্রস্ত গালাগালি ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলেন,—শেষে অভিমানে অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমে পড়িলেন, চুল ছিঁড়িলেন, বুক চাপ্‌ড়াইলেন! নিকটে কনিষ্ঠা ভগিনী লুসিয়ানা ছিলেন,—কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট অনুযোগ করিলেন,—"দেখ্‌লি বোন্‌, আচরণটা! আমায় ছেড়ে, তিনি যে অন্য রমণীতে অনুরক্ত, চাকরকে দিয়ে, কৌশল ক'রে সেই কথাটা ব'লে পাঠানো হ'লো! শুধু শুধু আমায় কি অপমানটা কর্‌লে, দেখলি!"

লুসিয়ানা। না দিদি, তুমি অতটা ভেব না। তাঁর মনের ভাব সে রকম নয়। ও একটা কথার-কথা—অমন ব'লে ফেলেছেন। ওতে তুমি রাগ ক'রে তাঁকে শাঁপ-গাল দিও না!

কিন্তু পতি-সোহাগিনী এড্রিয়ানার ঈর্ষা ও সন্দেহ, এরূপ এক আধটা ফাঁকা কথায় যাইবার নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং, সশরীরে রণ-মূর্ত্তিতে স্বামি-সকাশে উপনীত হইয়া, তাঁহার ধৃষ্টতার উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন!

এদিকে কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌, ভৃত্যকে প্রহার করিয়া, পরক্ষণেই অনুতপ্ত হইলেন। তিনি আর নগর ভ্রমণ না করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই পান্থনিবাসে উপনীত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তম ভৃত্য আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া, একাগ্রমনে ও নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে!—"যাহাই হউক, কেন সে অসময়ে অমন অশিষ্ট পরিহাস করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিল"—কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ ভৃত্যকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে পুনরায় তাহাকে ভৎর্সনা করিবেন মনে করিতেছেন,—এমন সময় গুণবতী এড্রিয়ানা, ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে আরক্তিম মুখে স্বামীর সন্ধান করিতে করিতে,তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কেই আপন স্বামীজ্ঞানে, অভিমানভরে, যথেষ্ট ভৎর্সনাও করিতে লাগিলেন।

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ ত দেখিয়া-শুনিয়া একেবারে অবাক্‌!—মনে মনে

কহিলেন, "কে এ রমণী? আমি যাহাকে কখন চক্ষেও দেখি নাই, সেই আসিয়া সহসা আমাকে 'স্বামী' সম্বোধন করিল? বিচিত্র ব্যাপার!"

অভিমানপ্রবণ হৃদয়ের ধর্ম্মই এই, কোন উত্তর না পাইলে সে আরও চটিয়া যায়।—সে তখন ভাবে, "তবে বুঝি আমাকে আরও উপেক্ষা করিল!" এক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল। কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ কোন উত্তর না দেওয়ায়, অভিমানিনী এড্রিয়ানা আপনাকে অধিকতর অপমানিত বোধ করিলেন। এবার সুন্দরী, কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনার সহিত কহিলেন, "বলি, কিহে কপট-শঠ-লম্পট! অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া, ও কি দেখিতেছ? এখন চিনিতেও পার না নাকি? তা হ'বে বটে! পুরুষজাতির প্রাণ এমনিতর অসারই বটে! তবে বঁধু! বিবাহের আগে,—"প্রেমময়ি! তোমায় আমি বড় ভালবাসি"বলিয়া, কথায় কথায় যে আকাশের চাঁদ হাতে দিতে যাইতে, তাহা কি একটা কথার কথা? হায়, তুমি কি সেই তুমি? না, আমিই বা সেই আমি? প্রিয়তম! সে কি তবে স্বপ্ন? যে হৃদয়ে একদিন আমাকে স্থান দিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলে,—হায়! আজ অনায়াসে তার স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ করিতে চাহিতেছ?—পর-রমণীকে সে হৃদয়ে বসাইয়া, আজ বিবাহিতা সহধর্ম্মিণীকে 'পত্নী' বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছ?"

বলিতে বলিতে এড্রিয়ানার হৃদয়-কপাট খুলিয়া গেল; এবার তিনি ছল ছল চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিলেন, "বল, বল নাথ, কি দোষে এ অধীনীকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ?"

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিসের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এবার তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি কি সত্য সত্যই আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিতেছ? হে আত্মবিস্মৃতে! তুমি বারংবার আমাকে 'পতি' সম্বোধন করিতেছ কেন? আমি ত তোমার পতি নহি,—আমি এ রাজ্যে, এই সবে দুই ঘণ্টা মাত্র পদার্পণ করিয়াছি।"

কিন্তু সে কথা শুনে কে? এড্রিয়ানা-সুন্দরী বিলোল কটাক্ষে, বিবিধ হাবভাব দেখাইয়া, সরস রসালাপ করিয়া কহিলেন, "হে চতুর-চূড়ামণি! তোমার চতুরালিতে আর কাজ নাই! এখন একবার গৃহে চল;—তোমার চতুরালিটা আজ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব!"

এড্রিয়ানা, কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিসের হাত ধরিয়া, টানিয়া লইয়া চলিলেন। কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্‌ও পাঁচ সাত ভাবিয়া, 'মহিলার অনুরোধ ত্যাগ করাটাও উচিত নয়' ভাবিয়া, তাঁহার বাসগৃহে উপনীত হইলেন। ভৃত্য—কনিষ্ঠ-ড্রুমিও, প্রভুর ভাবগতিক কিছু না বুঝিতে পারিয়া, এবং উপস্থিত ব্যাপারের মর্ম্মগ্রহণে অশক্ত হইয়া, বিনাবাক্যব্যয়ে প্রভুর অনুসরণ করিল।

সুন্দরী এড্রিয়ানা বহু আয়াসে পতিকে বাটী আনিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া, বিশেষ পুলকিত হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া পতির আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। অতঃপর ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া, পতিজ্ঞানে, কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিসের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিলেন।

আহারে বসিয়া, এড্রিয়ানা মধ্যে মধ্যে কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিসকে "প্রাণেশ্বর" "হৃদয় বল্লভ", "মন-চোর" প্রভৃতি সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভগিনী লুসিয়ানাও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে, "প্রিয় ভগিনীপতি" ও মধুমাখা "ভাই" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্ ত ভাবিয়া কিছু কূল-কিনারা পান না।—বিস্ময়ে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। তিনি মনে মনে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন,—"তবে হয়ত আমি এই রমণীকে নিদ্রিতাবস্থায় বিবাহ করিয়া থাকিব!—অথবা নিদ্রাবশে এখনও আমি স্বপ্ন দেখিতেছি!—না, এ ত নিদ্রা নয়,—স্বপ্নও নয়,—আমি যে দিব্য জাগিয়াই আছি! আমার জ্ঞান ও ধারণা যে বেশ সহজ ও স্বাভাবিকই আছে!—তবে এ, কি?"

ভাবিতে ভাবিতে মধ্যে মধ্যে এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া, কি খাইতে কি খাইয়া ফেলেন, আর ভগিনীদ্বয়ও অমনি হো হো হাসিয়া উঠিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া দেয়।

এদিকে, মনিব-মহলে ত এই ব্যাপার!—আর ওদিকে?—ওদিকে দাসী-মহলেও ঐরূপ একটা রহস্যকর অভিনয় চলিয়াছে। পাঠক-পাঠিকার অবশ্যই স্মরণ আছে যে, কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিসের সহিত তদীয় ভৃত্য কনিষ্ঠ ড্রুমিও-ও এড্রিয়ানার বাটীতে উপনীত হইয়াছিল। ওদিকে কর্ত্রীঠাকুরাণী, যেমনি স্বামীরূপী দেবরকে লইয়া আমোদ উল্লাস পূর্ব্বক আহারে প্রবৃত্ত হইলেন, আর এদিকে অমনি তাঁহার পাচিকা ঠাকুরণ—ওরফে জ্যেষ্ঠ-ড্রুমিওর রমণীটি, কনিষ্ঠ-ড্রুমিওকে

পাইয়া, স্বামীবোধে, সাহ্লাদে এবং নিঃসঙ্কোচে আহারে প্রবৃত্ত হইল। কনিষ্ঠ-ক্রমিও-ও বিনাবাক্যব্যয়ে, প্রচুর পরিমাণে, সেই ক্ষুধার অন্ন—তৃষ্ণার জল সেবন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইল। তবে বলা বাহুল্য, সে বেচারীও মধ্যে মধ্যে, পর-রমণীর মুখে সেই "স্বামী" "প্রাণনাথ" "হৃদয়-বল্লভ" প্রভৃতি মিষ্ট শব্দ গুলি শ্রবণ করিয়া, চারিদিক চাহিয়া, এক একবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সুতরাং সকল রকমেই রহস্যটা বেশ জমিয়া গেল।—"ভুলের বাহার" চূড়ান্ত রকমই হইতে চলিল।

---

(৭)

স্বামীরূপী দুই দেবরকে লইয়া কর্ত্রী ও পাচিকা ঠাক্রণ স্ব স্ব স্থানে আহার-উল্লাসে মত্ত আছেন, এমন সময় প্রকৃত গৃহস্বামী তদীয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহির্দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, তিনি অন্যান্য ভৃত্যগণকে দ্বার উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা দ্বার খুলিল না, বলিল যে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী এক্ষণে দ্বার উন্মোচন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এ কথায়, তিনি আপনার ও ভৃত্যের পরিচয় দিয়া, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিয়া কহিলেন, "শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দে!" কিন্তু তথাপি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ-ক্রমিও উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল, —"স্বয়ং প্রভু আসিয়াছেন, আর আমি ক্রমিও।—দরজা খুলিতে এক গাফিলি করিতেছ কেন?" এ কথায় পরিচারিকাবৃন্দ ভিতর হইতে একটা হাসির গর্‌রা তুলিল এবং ব্যঙ্গস্বরে কহিতে লাগিল,—"কোথাকার মিনসে রে তোরা? বার বার দ্বারে আঘাত করিস কেন? আমাদের প্রভু স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—আর ক্রমিও-ও তাহার পরিবারের সহিত পাক-শালায় ভোজন করিতেছে,—আর তোরা ও কি কথা বলিস্?—তোদের বুকের পাটা ত কম নয় দেখ্‌ছি!"

এ কথায়ও স-প্রভু জ্যেষ্ঠ-ক্রমিও সেই দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু এত ধাক্কা-ধুক্কিতেও সে দ্বার খুলিল না বা ভগ্ন হইল না। তখন জ্যেষ্ঠ-আন্টিফোলিস আপন বাটীতে আপনি প্রবেশ করিতে না পারিয়া, আপনাকে যারপরনাই অপমানিত বোধ করিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু আপাততঃ অনন্যোপায় ও বাধ্য হইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান

করিলেন। প্রস্থানকালে মনে মনে ভাবিলেন,—"ওঃ! এতদূর! স্বেচ্ছাচারিণী, প্রগল্‌ভা এড্রিয়ানা এতদূর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে!—এই প্রকাশ্য দিবা-ভাগে একজন পরপুরুষকে লইয়া,সচ্ছন্দে আহার-উল্লাসে মত্ত হইয়াছে?—অধি-কন্তু আমাকে উপেক্ষা ও অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল! ওঃ! স্ত্রীর এ ব্যবহার একান্তই অসহ্য! আমি অবশ্যই ইহার যথোচিত প্রতিবিধান করিব!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আহার করিতে করিতে, স্বামীরূপী দেবরদ্বয়ের সহিত কর্ত্রী ও পাচিকা ঠাকুরণের খুব রসালাপ চলিতেছিল। কিন্তু বারংবার"প্রাণনাথ" "প্রাণেশ্বর", "হৃদয়-বল্লভ" প্রভৃতি প্রেম-সম্ভাষণ,—প্রভু ও ভৃত্য—দুইজনকেই অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিল। 'আহারকালেই এই,—আহারান্তে আরও বা কি ঘটে' ভাবিয়া, প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই, আহার হইবামাত্র, তথা হইতে সরিয়া পড়িবে, সঙ্কল্প করিল।

এড্রিয়ানা-সুন্দরী যখন কিছুতেই সেই স্বামীরূপী দেবরের মন নোয়াইতে পারিলেন না দেখিলেন, তখন কিছু গর্ব্ব ও অভিমানভরে আপন প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। সেই অবসরে সুশীলা লুসিয়ানা, আপন ভগিনীপতিবোধে, কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে বিধিমতে বুঝাইতে লাগিলেন,—"ছি ভাই! তোমার এতটুকুও বুদ্ধি-বিবেচনা নাই! দিদী তোমার মনস্তুষ্টির জন্য এত চেষ্টা করিলেন, আর তুমি কিনা দিদীকে একটা মিষ্ট কথায়ও সম্ভাষণ করিলে না? পর-নারীতে আসক্ত হইলে, পুরুষের মন কি এতই কঠিন হয়?"

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্, একথার আর কি উত্তর দিবেন? এড্রিয়ানা একে পরস্ত্রী; তার উপর অত্যন্ত প্রগল্‌ভা ও পরুষভাষিণী;—এরূপ রমণী তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে কেন? তবে একথা সত্য যে, অল্পক্ষণ আলাপ হইলেও, তিনি সেই মধুরপ্রকৃতি, প্রিয়ভাষিণী লুসিয়ানার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ আণ্টিফোলিস্ মনের এ ভাব গোপন করিলেন না। ধীরে ধীরে কহিলেন, "সুন্দরি! আমি তোমার ন্যায় সুশীলা ও সুভাষিণী সুন্দরী-কেই ভালবাসি। আহা, তোমাকে যদি পত্নীরূপে পাই!—এমন দিন কি আমার ভাগ্যে হইবে?"

"আমি দিদিকে গিয়া এখনি একথা বলিয়া দিই।"

এই বলিয়া লজ্জাবনতমুখী লুসিয়ানা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলাইয়া

গেলেন।—"কি জানি,সরলা লুসিয়ানা যদি সত্য সত্যই তাহার অগ্রজাকে একথা বলিয়া দেয়,—আর তাহা শুনিয়া, সেই কলহ ও ঈর্ষাপরায়ণা এড্রিয়ানা যদি তথায় আসিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়ে, এই ভয়ে সেই অবসরে, তিনি ভৃত্য-সমভিব্যাহারে ত্বরিতপদে এড্রিয়ানার ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একবারে রাজপথে আসিয়া উপনীত হইলেন।

---

(৮)

ভৃত্য সমভিব্যাহারে কনিষ্ঠ আণ্টিফোলিস্ এড্রিয়ানার বাটী হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় এক স্বর্ণকার আসিয়া, কনিষ্ঠ আণ্টিফোলিসকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার হস্তে এক-ছড়া সোনার হার দিল। আণ্টিফোলিস্ বিস্মিতভাবে কহিল, "ওহে এ হার কা'র? আর তুমিই বা কে?"

স্বর্ণকারও বিস্মিতভাবে উত্তর করিল,—"সে কি মহাশয়! আপনি, ও কি বলিতেছেন? আপনি আপনার পরিবারের জন্য এই হার আমাকে গড়িতে অনুমতি করিলেন,—এখন আপনি ইহা না লইলে আমি এ দামী-হার কাহাকে গছাইতে যাইব?"

স্বর্ণকার আর বেশী কথা না বলিয়া, কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিসের হস্তে সেই হার দিয়া, মনে মনে বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পাঠক পাঠিকা অবশ্যই বুঝিতেছেন, এড্রিয়ানার ন্যায় এই স্বর্ণকারও মানুষ ভুল করিয়া বসিয়াছে। সেও বুঝিয়াছে, এই কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস-ই,—এফিসাসবাসী জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস।

এখন প্রভু-ভৃত্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

কনিষ্ঠ-ড্রুমিও। প্রভু দেখিতেছেন কি? এ মায়া-রাজ্য! এখন কোন রকমে প্রাণটা লইয়া, দেশে ফিরিতে পারিলে রক্ষা!

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস। তা-ই বটে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখিতেছি, এ রাজ্যের সকলই অদ্ভুত। বোধ হয়, আমাকে কেহ কোন প্রকার যাদু-বিদ্যায় মুগ্ধ করিয়া থাকিবে। নচেৎ পদে পদে এমন বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে কেন? এমন ধাঁধাঁ ত কখন দেখি নাই। যাই হোক, আর

তিলার্দ্ধ এ রাজ্যে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। তুমি এখনই আমাদের দ্রব্য সামগ্রী গুলি জাহাজে তুলিয়া দিয়া এস।—এখনই আমরা এখান হইতে রওনা হইব।

প্রভু-ভৃত্যে ত এইরূপ জল্পনা-কল্পনা চলুক, আর এদিকে সেই স্বর্ণকারকে উপলক্ষ করিয়া আর এক ব্যাপার সংঘটিত হইল।

কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিসকে হার দিয়া, সেই স্বর্ণকার কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময় কয়েকজন রাজপুরুষ তাহাকে ধৃত করিল। স্বর্ণকারের কিছু ঋণ ছিল। উত্তমর্ণ রাজদ্বারে তাহার নামে অভিযোগ করায়, তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিবার হুকুম হয়। তাই রাজপুরুষগণ রাজ-আজ্ঞা পালন করিল।

দৈবযোগে এই সময়ে এফিসাস্‌বাসী জ্যেষ্ঠ-আন্টিফোলিস সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বর্ণকারের কিছু ভরসা হইল। স্বর্ণকার অতি বিনীতভাবে, উপস্থিত বিপদের কথা তাঁহাকে জানাইয়া কহিল, "মহাশয়, দৈব অনুকূল,—তাই এ বিপদে আপনি সহসা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি হার পাইয়াছেন; এখন অনুগ্রহ করিয়া হারের মূল্যটা আমাকে দিন;—আমি সেই টাকায় ঋণ-দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইহাঁদের হাত এড়াই।"

জ্যেষ্ঠ-আন্টিফোলিস স্বর্ণকারের কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, "সেকি হে! তুমি কখন আমাকে হার দিলে?"

স্বর্ণকারও অধিকতর বিস্মিতভাবে উত্তর করিল, "সে কি মহাশয়! আপনি বলেন কি? আমাকে যে আশ্চর্য্য করিলেন! যাক্—এখন তামাসা রাখুন;—দয়া করিয়া আমার টাকাটা ফেলিয়া দিন;—আমার প্রাণ ও মান বাঁচান।"

"বিলক্ষণ! তুমি কি বল্‌চ? তাহা হইলে, এত লোকের সাক্ষাতে, প্রকারান্তরে তুমি আমাকে প্রতারক বানাইতে চাও? আমি বল্‌চি, 'হার পাই নাই,'—আর তুমি বল্‌চ, 'হ্যাঁ, আমি দিয়াছি'!"

স্বর্ণকার। (অধিকতর দৃঢ়তার সহিত) আপনি অম্লানবদনে বল্‌চেন,—'হার পাইনে!'

"হাঁ।"

স্বর্ণকার। আপনি তবে আমাকে ঠকাইলেন? (প্রধান রাজপুরুষের প্রতি) মহাশয়, আমি ইহাঁর নামে প্রতারণার অভিযোগ আনিতেছি। আপনি ইহাঁকেও ধৃত করিতে অনুমতি দিন। আমি নিশ্চয়ই প্রমাণ করিব যে, ইনি

আমার নিকট হইতে হার লইয়াছেন। যদি প্রমাণ দিতে না পারি, আমাকে স্বতন্ত্র দণ্ড দিবেন।

প্রধান রাজপুরুষও দেখিলেন, পথিমধ্যে ইহাদের নিরর্থক বাক্-কলহে বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে। সুতরাং তিনি জ্যেষ্ঠ-আণ্টিকোলিস্‌কেও ধৃত করিতে অনুমতি দিলেন। এবং বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, উভয়কেই বন্দী করিয়া রাখিতে বলিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণ আসামীদ্বয়কে ধৃত করিয়া লইয়া চলিল।

(৯)

জ্যেষ্ঠ-আণ্টিকোলিস্‌কে ধৃত করিয়া, রাজপুরুষগণ যখন বন্ধনাগারে লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় কনিষ্ঠ-ড্রমিও সহসা তথায় উপস্থিত হইল। সে জাহাজে দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া,প্রভুকে সংবাদ দিতে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র, আপন ভৃত্যজ্ঞানে, জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ অতি ব্যাকুলভরে কহিলেন, "ড্রমিও, তুমি এখনই গৃহে গিয়া, আমার স্ত্রী এড্রিয়ানাকে এই বিপদের কথা বল। যাও, এই মুহূর্ত্তেই কিছু টাকা লইয়া আইস। বল গিয়ে, এই টাকার জন্য রাজপুরুষগণ আমাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছে।"

কনিষ্ঠ-ড্রমিও-ত দেখিয়া-শুনিয়া অবাক্!—"বা! এরি মধ্যে আবার একি হইল? এই ত প্রভু আমাকে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া, জাহাজে তুলিতে হুকুম করিলেন; বলিলেন যে, এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিতে হইবে। আর এরি মধ্যে, একি বিপদ আসিয়া জুটিল?—কিসের টাকা? আর প্রভুর এ দুর্দ্দশাই বা কেন? হায় হায়, কি কু-লগ্নেই এ রাজ্যে পা দিয়াছিলাম!"

তার পর সে ভাবিল, "ভাল,টাকারই যেন দরকার।—তা প্রভু আমাকে সে মায়াপুরীতে পাঠাইতেছেন কি বলিয়া? বাপ! সেখানে যে"প্রাণনাথ","প্রাণেশ্বর" সম্বোধনের ছড়াছড়ি! আমাকে এখনই সেই রাঁধুনি-মাগীটা গ্রাস করিয়া ফেলিবে! আর প্রভু নিজেও ত ভুক্তভোগী!—এই কতক্ষণ হইল, সে খাতিরের জ্বালায় অস্থির হইয়া, কত কৌশল করিয়া তবে সে বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। তবে এখন আবার কি ভাবিয়া আমাকে সেখানে পাঠাইতেছেন? যাই হোক,এখন রহস্যের সময় নয়। প্রভুর এই বিপদ,—তিনি যা বলিলেন,তাই করা এখন কর্ত্তব্য।"

কনিষ্ঠ-ড্রমিও তৎক্ষণাৎ এড্রিয়ানার নিকট উপস্থিত হইল, এবং এই

আকস্মিক বিপদের কথা জানাইয়া টাকা চাহিল।—'টাকার জন্য স্বামী বিপদে-পড়িয়াছেন' শুনিয়া, এড্রিয়ানাও, অতিমাত্র ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে এক থলিয়া টাকা সেই ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিলেন।

টাকা লইয়া ভৃত্য চলিয়া আসিতেছে, এমন সময় সে তাহার প্রকৃত প্রভু—কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে দেখিতে পাইল। প্রভুকে দেখিবামাত্র সে, উৎসাহভরে কহিয়া উঠিল, "মহাশয়, রাজপুরুষগণের হস্ত হইতে আপনি কিরূপে পরিত্রাণ পাইলেন? তাহারা যে টাকা না পাইয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিল? যাহা হোক, মহাশয়! আমি আপনার কথামত এড্রিয়ানা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে এই টাকা লইয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া সেই থলিয়া-সুদ্ধ টাকা প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিল এবং প্রভু যে দুর্দ্দৈববশে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য যথেষ্ট দুঃখও করিল।

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ ত আনুপূর্ব্বিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং উপস্থিত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া,একেবারে অবাক্! কারণ, এই রাজ্যে প্রবেশ অবধি তিনি নানারূপ বিচিত্র বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রত্যক্ষ করিবারও কথা বটে। কারণ তাঁহার-অবিকল-অনুরূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নাকি ধনৈশ্বর্য্যে ও পদ-প্রভুত্বে এফিসাস্ নগরে একজন বিশিষ্ট লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাই কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ যখন যেখানে যাইতেছেন,তখন সেই খানেই, জ্যেষ্ঠ-আণ্টি-ফোলিস্ ভ্রমে, সুপরিচিতের ন্যায়, সকলেই তাঁহাকে বিশিষ্ট সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেছে। এমন কি, তাঁহাকে দেখিয়া কেহ অভিবাদন করিল, কেহ শিষ্টালাপ করিল, কেহ শারীরিক ও মানসিক কুশল সংবাদাদিও জিজ্ঞাসা করিল। অধিকন্তু, কেহ বা তাঁহার পূর্ব্ব উপকারের কথা উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল; কেহ বা তাঁহার চরিত্রের গুণগান করিল; আর কেহ বা তাঁহার সহৃদয়তা ও অমায়িকতার প্রশংসা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "মহাশয়, অনেক দিন আমাকে এত টাকা ধার দিয়া রাখিয়াছেন, আজ তাহা গ্রহণ করুন।" কেহ বলিল, "মহাশয়ের ঋণ জীবনে অপরিশোধনীয়।" কেহ বলিল, "মহাশয়ের যখন এদিকে শুভাগমন হইয়াছে, তখন একবার এদীনের কুটীরে পদার্পণ করিয়া যান।" প্রকাশ্য রাজপথের একপার্শ্বে এক দরজির দোকান ছিল; সেই দোকানদার-দরজি তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতি স্তব স্তুতি আরম্ভ

করিয়া দিয়া কহিল, "মহাশয়ের জন্য আমি এই এক খণ্ড অতি বিচিত্র বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার গায়ের মাপটা দিয়া যান,—আমার সাধ্যমুদ্ধ একটি উত্তম জামা তৈয়ারী করিয়া দিয়া, আমি কৃতার্থ হইব।—মহাশয় না লইলে, এ সহরে আর এ জামা গায় দিবে কে?"

এইরূপ সর্ব্বত্রই বিবিধ প্রকার স্তব-স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা! কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ ভাবিলেন, "ব্যাপারখানা কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পথে ঘাটে, হাটে মাঠে,—যেখানে যাইতেছি, এইরূপ বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আবার এ চাকরটাই বা বলে কি?—টাকার জন্য কখন আমায় রাজপুরুষগণ ধৃত করিল?—কখন আমি ঋণ-জালে জড়িত হইলাম?—আর কখনই বা আমি উহাকে এড্রিয়ানা-সুন্দরীর নিকট টাকা আনিতে পাঠাইলাম?—মাথামুণ্ড কিছুই ত ঠাওরাইতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই এ নগরের সমস্ত লোক ভোজ-ভেল্কী জানে!—নিশ্চয়ই তাহারা আমাকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করিতে চেষ্ট পাইতেছে।—সারাদিনটাই এক ভাব!—হায়, হায়, গ্রহবৈগুণ্যে, আমার চিরপ্রিয়, বিশ্বাসী চাকরটাও এ সময় ক্ষেপিয়া উঠিল! নহিলে, মধ্যে মধ্যে ও-ই বা এমন খাম্‌খেয়ালি করিবে কেন?"

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিসের মনে যখন ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি যাদু-মন্ত্রে মুগ্ধ হইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার বড় ভয় হইল। বড় ভয়ে ভীত হইয়া, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "ভগবান্, দীনের প্রতি প্রসন্ন হও! কৃপা-কটাক্ষে, ত্বরায় আমাদিগকে এই কুহকস্থান হইতে উদ্ধার কর!"

(১০)

এই সময়ে আর এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। সহসা এক অপরিচিতা বার-বনিতা আসিয়া, কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে কহিল, "প্রিয়তম, আপনি আমাকে যে হার দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা এখন দিন।"

প্রকাশ্য রাজপথে, সর্ব্বলোক-সাক্ষাতে এক বারবনিতা আসিয়া ঐরূপ সম্বোধন করিল দেখিয়া, কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস বড়ই বিরক্ত হইলেন; দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "তুমি কে? আমি ত তোমায় কখন চক্ষেও দেখি নাই!"

বারবনিতা। সে কি মহাশয়! চক্ষে দেখেন নাই,—বলিতেছেন কি? বড় বেশী ক্ষণেরও কথা নয়,—আপনি এই দুপুর বেলা যে আমার সঙ্গে একত্র আহার

করিলেন!—কত আমোদ-আহ্লাদ করিলেন; কত সোহাগের কথা পাড়িলেন; আর এরি মধ্যে বলিতেছেন,—আমাকে কথন চক্ষে দেখেন নাই!

"নিশ্চয়ই তুই কুহকিনী!" সরোষে, অতি কঠোর ভাষে কনিষ্ঠ-আণ্টি-ফোলিস্ বলিলেন, "নিশ্চয়ই তুই কুহকিনী! আমি কথন্ তোর বাটীতে ভোজন করিলাম?—কথন তোকে হার দিব বলিলাম?"

বারবনিতা। (দৃঢ়তার সহিত) মহাশয়, রাগ করিবেন না;—মুখে যা আসে, তাই বলিবেন না!—সত্য করিয়া বলুন দেখি, আপনি আমাকে হার দিবেন বলিয়াছিলেন কিনা? তা আচ্ছা, যদি দিব বলিয়া এখন না দেন, ত আমিও তা চাইনা। তবে দয়া করিয়া,এক্ষণে আমার সেই অঙ্গুরীটি ফিরাইয়া দিন।

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্। মিথ্যাবাদিনি! আমি তোর অঙ্গুরী লইলাম কথন?——

বারবনিতা। বটে! তাহাও স্বীকার করিতে চান না? আপনি আমাকে উপযাচক হইয়া হার দিতে চাহিয়াছিলেন; আমি বলিলাম, যদি আমাকে একান্তই হার দিবেন, তাব আমিও আপনাকে অঙ্গুরী উপহার দিব। এই বলিয়া আমি একটি মূল্যবান্ আংটি আপনাকে দিলাম।—কি আশ্চর্য্য! এখন আপনি অনায়াসে তাহা অস্বীকার করিতেছেন!

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "পাপীয়সী, নিশ্চয়ই তুই মায়াবিনী! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ!"

এই বলিয়া অতি বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত বেগভরে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। বারবনিতা ভাবিল, "নিশ্চয়ই অকস্মাৎ ইনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। নহিলে অমন একটা সম্ভ্রান্ত লোক হইয়া, সামান্য একছড়া হার বা একটা আংটীর জন্য মিথ্যা কথা কহিবেন কেন? আহা, লোকটা সময়-শিরে অনেকের উপকার করিয়া থাকে।—এমন লোকেরও এমন হ'লো গা!"

বারবনিতা এই ভাবিয়া, স্বয়ং তৎক্ষণাৎ এড্রিয়ানার নিকট গিয়া, এই অশুভ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করিল। সবিষাদে কহিল, "ঠাকুরাণি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—আপনার স্বামী সহসা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। ত্বরায় তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া, রীতিমত চিকিৎসা-পত্র করান।"

রসজ্ঞ পাঠক পাঠিকা, উপস্থিত রহস্যটাও ভরসা করি, সবিশেষ বুঝিতে

পারিয়াছেন। এড্রিয়ানা নাকি সর্ব্বদাই স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করিতেন,—বিশেষ আজ মধ্যাহ্ণ-আহারের সময়,তিনি স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া,একজন পর-পুরুষকে লইয়া আহার-উল্লাস করিয়াছিলেন,—তাই তাঁহার স্বামী জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ বিশেষ অভিমান ও ক্রোধভরে এড্রিয়ানাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে ভাবিয়া, সত্য সত্যই আজ দ্বিপ্রহরে উক্ত বারবনিতার বাটীতে আহার করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে এক ছড়া সোণার হার দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। বারবনিতাও, সত্য সত্যই তাহার একটি মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে উপহার দিয়াছিল। এখন কি জন্য, প্রত্যেকেরই কথার উলট-পালট ও ঘটনার অসামঞ্জস্য হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তুল্যাকৃতি দুই সহোদরকে লোকে ঠাওরাইতে না পারিয়া, এই গোলক-ধাঁধায় পড়িতেছে। বেশ্যা যা দাবী করিতেছে, তাহাও ঠিক; আর কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌ও যাহা বলিতেছেন, তাহাও ঠিক।—কিন্তু সে 'ঠিক' নির্ণয় করে কে? জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ ত এখন রাজপুরুষগণের নজর-বন্দী।

---

(১১)

এইবার রহস্যটা আর একদিকে গড়াইল। পাঠকের স্মরণ আছে, এফিসাস্‌বাসী জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্, স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা আসিবার অপেক্ষা করিয়া, রাজপুরুষগণের নজরবন্দী আছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ হইয়া গেল,তথাপি ভৃত্য টাকা লইয়া আসিল না দেখিয়া, তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং প্রধান রাজপুরুষকে বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন,"মহাশয়, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে একটি লোক দেন, তাহা হইলে আমি বাটী গিয়া, সেই লোক মারফৎ, স্বর্ণকারের দাবীর সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিই।"

এ কথায় প্রধান রাজপুরুষ সম্মত হইলেন, এবং প্রহরিবেষ্টিত করিয়া, একজন বিশ্বস্ত রাজ-অনুচরকে তাঁহার সহিত পাঠাইলেন।

জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ বাটী পঁহুছিয়া, সম্মুখে সহধর্ম্মিণী এড্রিয়ানাকে দেখিতে পাইয়াই, মুখে যা আসিল, তাই বলিয়া, তাঁহাকে ভৎ র্সনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যাহ্ণ ভোজনের সময় এড্রিয়ানা কেন তাঁহাকে বাটী প্রবেশ করিতে দেন নাই,—অধিকন্তু তিনি কি বলিয়া একজন পরপুরুষের সহিত একত্র

আহার-উল্লাস করিয়াছিলেন,—ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া, ক্রোধভরে তাঁহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন।

এড্রিয়ানা দেখিলেন, গতিক বড় ভাল নয়। সেই বারিবিলাসিনী এই কতক্ষণ যাহা বলিয়া গেল, তাহা প্রকৃতই বটে!—সত্যই স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই রাজ-অনুচরের হস্তে স্বর্ণকারের টাকা ফেলিয়া দিলেন। রাজ-অনুচর, স্বর্ণকারের দাবীর সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল।

এড্রিয়ানা স্বামীকে কহিলেন, "হায়, আমার অদৃষ্টে এই ছিল! শেষে সত্য সত্যই তুমি পাগল হইলে?"

জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ বিধিমতে স্ত্রীর উপর চটিয়াছিলেন, এখন আবার মুখের উপর তাঁহাকে 'পাগল' বলায়, তাঁহার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্ত্রীর প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং অতি রূঢ় ও অকথ্য-ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন।

এড্রিয়ানার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল;—"স্বামী নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া গিয়াছেন! এই জন্যই সেই মধ্যাহ্নভোজের সময় কেবলই খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিলেন,—'আমার স্ত্রী নাই,—আমি বিদেশী!' এই জন্যই তখন ভাল করিয়া খান নাই; ভাল করিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই; মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন; আর লুসিয়ানাকে যা বলা উচিত নয়, তাই বলিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিয়াছিলেন।—হায় হায়, শেষে আমার অদৃষ্টে এই ছিল!—স্বামী-আমার পাগল হইলেন!"

জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিসের ক্রোধের আর বিরাম নাই;—তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইয়া স্ত্রীকে পুনঃ পুনঃ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এড্রিয়ানাও তখন ব্যাকুলভরে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—প্রভু ক্ষিপ্ত হইয়াছেন! তোমরা শীঘ্র ইহাঁকে বন্ধন করিয়া ফেল।"

এ কথায় জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ সত্য সত্যই জ্ঞান হারাইলেন! তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া একবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সম্মুখবর্ত্তী ভৃত্যবর্গের, কাহাকে মারিতে গেলেন, কাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন,—আর সে সময় এড্রিয়ানার প্রতি ভর্ৎসনার আর অবধি রহিল না। ভৃত্যগণ দেখিল,

তাহাদের সেই স্বাভাবিক শান্তপ্রকৃতি প্রভু,—সহসা যখন এরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, তাহারা প্রভুকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিল, এবং রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া এক অন্ধকারময় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

এমন সময় জ্যেষ্ঠ-ড্রমিও তথায় উপস্থিত হইল। সে এই গর্হিত কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "তোমরা এ কি করিতেছ? প্রভু ত পাগল হন নাই;—তোমরাই পাগল হইয়াছ দেখিতেছি।"

এই বলিয়া সে, সম্যকরূপে প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। বলিল যে, মধ্যাহ্ন আহারের সময় প্রকৃতই তিনি বাটী প্রবেশ করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেও প্রভুর সহিত চলিয়া গিয়াছিল। তাহার এই কথায়, পাচিকা ও বাটীর অন্যান্য লোকজন তাহাকেও ক্ষিপ্তবোধ করিল, সুতরাং তাহাকেও প্রভুর ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া সেই অন্ধকারময় গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

---

(১২)

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে অন্য এক ভৃত্য আসিয়া এড্রিয়ানাকে সংবাদ দিল যে, সে এইমাত্র, প্রভু ও ড্রমিওকে, বন্ধনহীন অবস্থায় রাজপথে বিচরণ করিতে দেখিয়া আসিল।

এড্রিয়ানা এই কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সেই অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে সন্ধান না লইয়াই, ভগিনী লুসিয়ানা ও কয়েকজন ভৃত্যসমভিব্যাহারে স্বয়ং স্বামীকে ধৃত করিতে বাহির হইলেন। এইরূপে তিনি এক ধর্ম্মশালার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, অনতিদূরে তাঁহার স্বামী, ভৃত্য ড্রমিওর সহিত দাঁড়াইয়া আছেন! ভরসা করি, পাঠক পাঠিকার আর বুঝিতে বাকী নাই যে, ইনি এড্রিয়ানার স্বামী জ্যেষ্ঠ-আন্‌টিফোলিস্ নহেন;—ইনি সেই সিরাকুজ্ দেশবাসী কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্, এবং ভৃত্যটিও সেই কনিষ্ঠ-ড্রমিও।

এই সময়ে আর এক রহস্যকর ঘটনা ঘটিল। কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্ সভৃত্য যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে সহসা সেই স্বর্ণকার আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণকার-প্রদত্ত সোনার হার ছড়া তখনও কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিসের গলদেশে

শোভিত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া স্বর্ণকার ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিল, "কি মহাশয়? এই কতক্ষণ পূর্ব্বে না আপনি বলিয়াছিলেন যে, হার পান নাই,—আমি মিথ্যাকথা কহিতেছি? আর এখন?—এখন সচ্ছন্দে সেই হার গলায় দিয়া পথে বেড়াইতেছেন? খুব যাহোক সত্যবাদী আপনি!"

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ও বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তুমি এ কেমন কথা বলিতেছ হে? আমি ত হার লইতেই চাই নাই; তুমি গায়ে পড়িয়া আমায় দিয়া গেলে! আর তারপর তোমার সহিত আমার দেখাই বা হইল কখন যে, আমি বলিলাম, 'হার পাই নাই'।"

উভয়পক্ষে এইরূপ কথা-কাটাকাটি হইতে-হইতে, সেখানে কতকগুলি লোক আসিয়া জমিল। তাহার মধ্যে একজন এই হার-ঘটিত ব্যাপারে স্বর্ণকারের পক্ষ সমর্থন করিল। সে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে শুনাইয়া বলিল, "আশ্চর্য্যের কথা হে! সামান্য এক-ছড়া হার উপলক্ষ করিয়া, এতবড় লোক্‌টা যে এমন চাতুরী করিবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর! ঠিক কথা বটে,—টাকা-কড়ি-সম্বন্ধে, লোকের সঙ্গে ব্যবহার না করিলে লোককে ঠিক চেনা যায় না।"

এ কথায় কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ বিলক্ষণ ক্রোধান্বিত হইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমাকে প্রতারক অপবাদ দিস্!—মুখ সাম্‌লাইয়া কথা ক বলিতেছি!"

সেই জনতার মধ্যে মস্ত একটা হৈ হৈ রব পড়িয়া গেল। এমন সময় এড্রিয়ানা লোকজন সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি অতি ব্যাকুলভরে সকলকে কহিতে লাগিলেন,—"তোমরা সকলে ক্ষান্ত হও, দুর্দ্দৈববশে আমার স্বামী সহসা ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। আমি ইঁহাকে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু এই কতক্ষণ ইনি সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া এখানে আসিয়াছেন।"

অতঃপর তিনি অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিলেন,—"অবিলম্বে প্রভুকে বন্ধন করিয়া এখান হইতে লইয়া যাও।"

কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ বড় বেগতিক বুঝিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে সম্মুখস্থ সেই ধর্ম্ম-শালার ভিতর বেগে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই আশ্রমাধিকারিণী এক পুণ্যবতী বৃদ্ধার শরণাপন্ন হইলেন। বলা বাহুল্য, কনিষ্ঠ-ড্রমিও-ও প্রভুর অনুসরণ করিল।

এই আশ্রমে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল। আশ্রমাধিকারিণী, সেই ভয়ার্ত্ত অতিথিকে অভয় দিয়া, স্বয়ং বাহিরে আসিয়া, ব্যাপারখানার তদন্ত করিতে লাগিলেন। সম্মুখে লোকজন সহ এড্রিয়ানাকে দেখিতে পাইলেন। এড্রিয়ানা তাঁহাকে দেখিয়াই কহিলেন, "আমার স্বামী ক্ষিপ্ত হইয়াছেন; আমি তাঁহাকে যথাবিহিত চিকিৎসা করাইব বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি;— আপনি কেন তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন?"

আশ্রমাধিকারিণী সস্নেহে, মধুর বচনে উত্তর করিলেন, "বৎসে, তুমি অত উতলা হইও না। আসল ব্যাপার খানা কি, তুমি আমাকে সব খুলিয়া বল দেখি! তারপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আমি করিব।"

এই বলিয়া তিনি এমনই কৌশলে প্রশ্ন করিতে লাগিলেনযে, এড্রিয়ানা একে একে সমস্ত কথাই অকপটে সেই আশ্রমাধিকারিণীকে বলিতে বাধ্য হইলেন। তিনি যে স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করিতেন, এবং তজ্জন্য উঠিতে-বসিতে, সকলের সাক্ষাতেই যে স্বামীকে গঞ্জনা দিতেন,—অধিকন্তু পরনারীর আসঙ্গলিপ্সা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহাকে যে অতি কঠোর পরুষবাক্যে ভর্ৎসনা করিতেন,—কিছুমাত্র না রাখিয়া-ঢাকিয়া, একে একে সেই সকল কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

বুদ্ধিমতী আশ্রমাধিকারিণী, পতি-সোহাগিনীর নিজমুখেই,তাঁহার 'পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা'টা বুঝিয়া লইলেন। ঈষৎ হাসিয়া, পরক্ষণেই গম্ভীর অথচ স্নেহ-মধুর-স্বরে কহিলেন,"বৎসে, দেখিতেছি,তবে তুমিই তোমার পতিকে ক্ষিপ্ত করিয়াছ! দেখ,পত্নী যদি অপ্রিয়বাদিনী ও মুখরা হয়,তাহা হইলে,তাহার বাড়া যন্ত্রণা স্বামীর আর কিছুই হইতে পারে না। কোপনস্বভাব স্ত্রীর পরুষবাক্য, স্বামীর পক্ষে, ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দন্ত অপেক্ষাও বিষাক্ত! তুমি ত বাছা নিজেই বলিলে,—উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে,—সর্ব্বদাই তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া আসিয়াছ!—এখন ভাব দেখি, এমন করিলে লোক শোধরায়, না আরও বেগ্‌ড়ায়? বিশেষ তিনি তোমার স্বামী;—তাঁকে অতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া আসা, ও কটু-কাটব্য বলিয়া আসা,—তোমার ভাল হয় নাই, বাছা! বুঝিলাম, তুমি নিজের দোষেই তাঁহাকে পাগল করিয়াছ।"

এ কথায় এড্রিয়ানা আর কি উত্তর করিবেন? পুণ্যবতী,বর্ষীয়সী আশ্রমাধি-

কারিণীর কথায় তাঁহার চৈতন্য হইল। ভাবিয়া দেখিলেন, সকল দোষ তাঁহারই বটে। তখন লজ্জায় মুখখানি নত করিয়া মনে মনে কহিলেন, "আমি কি নির্ব্বোধ! স্বামীর দোষ কীর্ত্তন করিতে গিয়া, আত্মদোষেরই পরিচয় দিলাম!"

যাহা হউক, এড্রিয়ানা, আশ্রমাধিকারিণীর নিকট হইতে স্বামীকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু আশ্রমাধিকারিণী, আপাততঃ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন। ভাবিলেন, "এড্রিয়ানা যেরূপ অপ্রিয়বাদিনী, তাহাতে হয়ত স্বামীকে আত্মবশে আনিতে গিয়া, আরও উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। অতএব উপস্থিত উহার কথা না রাখাই ভাল।" অতঃপর, তিনি নিজেই, আন্টিফোলিস্‌কে আশ্রমে রাখিয়া যথাবিহিত চিকিৎসা করাইবেন বলিলেন। এই কথার পর তিনি আশ্রমমধ্যে, উপস্থিত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া অবৈধ বিবেচনায়, ভৃত্যগণকে আশ্রমের দ্বার রুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

---

(১৩)

এই ঘোরতর কৌতুক-তরঙ্গের মধ্যে, পাঠক-পাঠিকার কি, সেই-সিরাকুজ্‌-দেশবাসী বৃদ্ধ বণিক,—সেই দুর্ভাগ্য ইজিয়নের কথা স্মরণ আছে? স্মরণ আছে কি যে, সূর্য্যাস্তের মধ্যে, এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দণ্ড দিতে না পারিলে, ইহজন্মের মত তাহাকে পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতে হইবে? এখন সেই ভীষণ মুহূর্ত্ত আগত প্রায়।

কনিষ্ঠ-আন্টিফোলিস্ যে আশ্রমে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, সেই আশ্রমের সন্নিকটেই ইজিয়নের বধ্যভূমি নিরূপিত হইয়াছিল।

সূর্য্যাস্তের আর অতি অল্পকাল বাকী আছে, এমন সময় দুর্ভাগ্য ইজিয়ন্ প্রহরিগণপরিবেষ্টিত হইয়া, ঘাতকসমভিব্যাহারে সেই বধ্যভূমিতে আনীত হইল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। স্বয়ং এফিসাস্‌-রাজও পাত্র-মিত্র-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজার মনে তখনও আশা,—যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া, সেই বধ্যভূমিতেই দণ্ডের টাকা দিয়া, ইজিয়নের প্রাণ রক্ষা করে!

সমাগত দর্শকবৃন্দ এই ভীষণ মুহূর্ত্তে,—ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত দুর্ভাগ্য ইজিয়নের জীবন-নাটকের শেষ-দৃশ্য দর্শনে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

চারিদিক নীরব ও গম্ভীর। কিন্তু সহসা সেই নীরবতা ও গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া, এক রোরুদ্যমানা সুন্দরী যুবতী আসিয়া, রাজার নিকট অভিযোগ করিল,—"মহারাজ! আমার স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; আমি তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেও, আশ্রমাধিকারিণী রমণী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। মহারাজের নিকট আমার এই অভিযোগ।"

এড্রিয়ানা রাজার নিকট এইরূপ অভিযোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রকৃত স্বামী—সেইজ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্, সভৃত্য দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া এফিসাস্-রাজকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি আমার এই দুর্ব্বিনীতা স্ত্রীর জালায় যার-পর-নাই জ্বালাতন হইয়াছি; আপনি ইহার একটা প্রতিকার করুন।"

এড্রিয়ানা সুন্দরী, স্বামীকে সহসা তথায় উপনীত হইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন;—"একি! এইত আমি ইহাঁকে আশ্রমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আসিতেছি!—আশ্রমের দ্বারও ত দেখিতেছি পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ;—তবে ইনি কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিলেন?"

আর এদিকে জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে দেখিয়া বৃদ্ধ ইজিয়ন্ ভাবিল, "একি! এই না আমার সেই হারানিধি?—এই না আমার সেই অবশিষ্ট একমাত্র নয়নানন্দ স্নেহ-পুত্তলি? অহো, এই না আমার সেই প্রাণোপম পুত্র কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্? আঃ! তবে বুঝি বিধাতা সদয় হইয়া, এই বধ্যভূমিতেই, এই দুর্ভাগ্যের প্রাণরক্ষা করিলেন! বাপধন! তোমার জন্যই আজ আমার এই দশা। এখন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া, এ বৃদ্ধ পিতার জীবন রক্ষা কর,—প্রকৃত সন্তানের কাজ কর! বাপ্ আমার! দেখিতেছি, এখানে আসিয়া তুমি একজন সম্ভ্রান্ত ও কীর্ত্তিমান্ পুরুষ হইয়াছ! ভালই হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, আজ এই সর্ব্বজনসমক্ষে পিতার প্রাণরক্ষা করিয়া আরও যশস্বী হও!"

বৃদ্ধ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, প্রকাশ্যে, স্নেহমাথাস্বরে সেই জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কে 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং উপস্থিত বিপদের কথা কহিয়া, সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে, তাঁহার প্রাণ বাঁচাইতে বলিলেন।

জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস ত অবাক!—"এ বুড়া বলে কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন,

"তুমি কে হে বাপু? ধাঁ করিয়া, বড় যে একটা গুরুতর সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিলে! আমি ত বাপু, তোমায় কখন চক্ষে দেখেছি বলিয়াও মনে হয় না,—চেনা ত দূরের কথা! তা আমার এমন কি মাথাব্যথা প'ড়ে গেছে যে, থামকা তোমার জন্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দণ্ড দিতে যাব!"

ইজিয়ন্ ভাবিল, শোকে ও দুশ্চিন্তায় সে জর্জ্জরিত হইয়াছে,—বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার আকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাই পুত্র তাহাকে চিনিতে পারিতেছে না। অথবা, এখানে আসিয়া, পুত্র বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছে,—দেশ যুড়িয়া তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—তাই বৃদ্ধ পিতার এ মলিন মূর্ত্তি ও কুৎসিত পরিচ্ছদ দেখিয়া, সাধারণসমক্ষে 'পিতা' বলিয়া পরিচয় দিতে, সম্ভ্রান্ত পুত্রের লজ্জাবোধ হইতেছে।

কিন্তু লজ্জাবোধ হউক, আর চিনিতে না পারাই কারণ হউক, বৃদ্ধ ইজিয়ন্ প্রাণের দায়ে, পুনরায় স্নেহ-বচনে, পুত্রের অতীত স্মৃতি অথবা পিতৃভক্তির উদ্রেক করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ কিছুতেই পিতাকে চিনিতে পারিলেন না।

চিনিতে পারিবেন কিরূপে? যখন তিনি অপোগণ্ড শিশু, তখন হইতেই ত তিনি পিতামাতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত! হাঁ, কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ হইলে, এখনই পিতাকে চিনিতে পারিতেন বটে! পাঠককে আর এ কথা খুলিয়া বলিতে হইবে না যে, ইজিয়ন্, জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্‌কেই কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ ভাবিয়াছিল, আর সেইজন্যই, তাঁহাকে আত্মবিপদকাহিনী বলিয়া, জীবন রক্ষার উপায় করিতেছিল!

দৈবযোগে এই সময় এক শুভ ঘটনা সংঘটিত হইল। সেই আশ্রমাধিকারিণী রমণী,—কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্ ও তদীয় ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া, এই সময় সেই বধ্যভূমিতে উপনীত হইলেন।

সে দৃশ্য দেখিয়া চারিদিকে একটা আনন্দজনক বিস্ময়সূচক রব উঠিল,— "একি! সহসা দুই আণ্টিফোলিস্ ও দুই ড্রমিও আবির্ভূত হইল কোথা হইতে?"

সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়—এড্রিয়ানা সুন্দরীর। তিনি সহসা একস্থানে দুই স্বামী ও দুই ড্রমিওকে দেখিয়া, বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে, নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। সে চক্ষের পলক বুঝি আর পড়ে না!

এতক্ষণে সকল রহস্যের প্রকাশ হইল। যে জন্য আপনার সাধারণের এত ভুল-ভ্রান্তি;—যে জন্য যমজ-আণ্টিফোলিস্ ও যমজ-ড্রমিওর এত বিপদ-অশান্তি;—যে জন্য সেই স্বর্ণকার ও বারবিলাসিনীর আশ্চর্য্য হওন;—যে জন্য নগরবাসী ও কিঙ্করগণের এত কর্ম্মভোগ,—একে একে সেই সকল রহস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সুধীর ও বিচক্ষণ এফিসাস্-রাজ বুঝিলেন, বৃদ্ধ ইজিয়ন্ আজ প্রাতে যে দুঃখময় আত্মজীবনকাহিনী বলিয়াছিল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।—এই দুই যুবক, তাহার যমজ তনয়, আর এই দুই অভিন্নাকার ব্যক্তি তাহাদের কিঙ্কর। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আর কাহারও কোনরূপ সন্দেহ রহিল না।

এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব আনন্দমিলনে বুঝি কিছুমাত্র ত্রুটি থাকা বিধাতার ইচ্ছা নহে,—তাই সেই অগণিত বিস্মিত দর্শকবৃন্দকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া, সেই বর্ষীয়সী আশ্রমাধিকারিণী রমণী,—ইজিয়নের 'পত্নী' বলিয়া নিরূপিত হইলেন! অমনি, আবার চারিদিকে জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল।

পুণ্যবতী আশ্রমাধিকারিণী, ইজিয়নকে কহিলেন, "স্বামিন্! আজ যে, এই অভাবনীয় উপায়ে, এই ভীষণ বধ্যভূমিতে,দুই হারানিধিকে লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইব, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। ভগবান্! ধন্য তোমার মহিমা!"

ইজিয়ন্ও আনন্দবিহ্বল প্রাণে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণেশ্বরি! আজ আমার সুপ্রভাত! আজ আমার জীবন কৃতার্থ হইল! আজ আমি ধন্য হইলাম! জীবনের সুদীর্ঘকাল ধরিয়া,—কত দেশ, কত জনপদ, কত অরণ্য, কত প্রান্তর পরিভ্রমণ করিয়া যে, আমি তোমাদিগের অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহা সেই অন্তর্য্যামীই অবগত আছেন! আঃ! আজ আমার সেই জীবনব্যাপী অনুসন্ধান সার্থক হইল! এখন এই বধ্যভূমিতে আমার প্রাণ বহির্গত হইলেও, আমি সুখে মরিতে পারিব।"

পিতা পুত্রে ও ভ্রাতায় ভ্রাতায় আলিঙ্গন হইল। এ আলিঙ্গন কি অপূর্ব্ব,—কত মধুর! চারিদিকে আবার জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল।

এইবার সেই এফিসাস্-নগরবাসী জ্যেষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্, পিতার দণ্ডের সহস্র সুবর্ণমুদ্রা রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন। কিন্তু এফিসাস্-রাজ তাহা স্পর্শও না করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "না,—আমি ও টাকা গ্রহণ

করিব না। বিধাতার এই অপূর্ব্ব আনন্দময় বিধানে আজ আমি যে উচ্চ শিক্ষা পাইলাম, তাহার বিনিময়ে,—আর তোমাদের এই অভাবনীয় আনন্দ-মিলনে আমি আমার প্রতিষ্ঠিত-বিধি, আজ হইতে লঙ্ঘন করিলাম! আজ হইতে আর সিরাকুজবাসীকে বিদ্বেষচক্ষে দেখিব না। আজ হইতে, সিরাকুজ্‌দেশীয় বণিক আমার রাজ্যে আসিলে, তাহাকে আর সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দণ্ড দিতে বা তদভাবে প্রাণ দিতে হইবে না।" অতঃপর ইজিয়ন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ইজিয়ন্! কিছু পূর্ব্বে না তুমি আপনাকে অতি মন্দভাগ্য বলিয়া ধিক্কার করিতেছিলে?—কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমার ন্যায় মহা ভাগ্যবান্ পুরুষ পৃথিবীতে অতি অল্প আছে! বল দেখি, আজ তোমার বাড়া সুখী, আর কে?"

তদনন্তর রাজা নিজে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে সেই পবিত্র পুণ্যময় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় ইজিয়ন্-পত্নী, স্বামীকে ও পুত্রদ্বয়কে আত্মবৃত্তান্ত শুনাইয়া চমৎকৃত করিলেন। মৎস্যজীবীগণ সেই ভীষণ সমুদ্রতটে তাঁহাকে একাকিনী ফেলিয়া রাখিয়া, কিরূপে তাঁহার সেই জীবন-ধনকে তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল,—একে একে তাহা বলিতে লাগিলেন। তারপর তিনি অসহায়ে ও নিরুপায়ে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া, শেষে এই আশ্রমে আসিয়া উপনীত হন। এই আশ্রমের পূর্ব্বাধিকারিণী,—সুশীলা ও সচ্চরিত্রা দেখিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকেই এই মঠের কর্ত্রী নিযুক্ত করিয়া যান। তদবধি এই মঠ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে।

ইজিয়ন্-পত্নীর আত্মকাহিনী শেষ হইলে, এইরূপে ইজিয়ন্ এবং তৎপরে সেই দুই যমজ ভ্রাতার আত্মকাহিনী চলিতে লাগিল। সে কাহিনী কি ফুরাইবার? এক কথা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সহস্রবার বলিয়াও কাহারও আশ মিটিতেছে না। রাজা কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া হৃষ্টমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বলা বাহুল্য, সেই যমজ ভৃত্যদ্বয়েরও আনন্দ কম হয় নাই। ভায়ের প্রতি ভায়ের যে নৈসর্গিক স্নেহ, তাহা যাইবে কোথায়? জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ-ড্রমিও, দুই ভা'য়ে মিলিত হইয়া, মহা কৌতুকে ও অতুল আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় অবলোকন করিয়া সুখী হইল। কনিষ্ঠ আপন আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, পুনঃ জ্যেষ্ঠের পানে তাকাইয়া সাহ্লাদে কহিল, "দাদারে, এই আমি,—না ঐ আমি?"

জ্যেষ্ঠও, একবার আপনাকে দেখাইয়া, ও আর বার কনিষ্ঠের মুখপানে চাহিয়া, তাহার পাল্‌টা জবাব গাহিত,—"হাঁ রে ভাই! ঐ তুই, কি মুই তুই?"

সময়গুণে, সেই অভিমানিনী এড্রিয়ানা সুন্দরীরও স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল। গুণবতী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উপদেশে, এখন হইতে তিনি সুশীলা ও পতিপরায়ণা হইলেন। তাঁহার স্বামীও, স্ত্রীর বিনীত ব্যবহারে, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হইলেন।

যথাসময়ে কনিষ্ঠ-আণ্টিফোলিস্, ভ্রাতৃজায়া এড্রিয়ানার সেই কনিষ্ঠা ভগিনী, —সুশীলা লুসিয়ানাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইলেন। বৃদ্ধ ইজিয়ন্ জীবনের অবশিষ্ট-কাল,—স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদ্বয়কে লইয়া, পরম সুখে, সেই এফিসাস্ নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এই এফিসাস্ নগরই তাঁহার জীবনের পরম পুণ্যময় তীর্থ। এ তীর্থ, তিনি জীবনে ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

এক দিনের প্রগাঢ় ভ্রান্তিবশতঃ এফিসাস্ নগরে যে মহা কৌতুক-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল, ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবার পরও যে, এককালে সে তরঙ্গ লোপ পাইয়াছিল, তাহা নহে,—নগরবাসীরা মধ্যে মধ্যে দুই আণ্টিফোলিস্ ও দুই ড্রমিওর উপলক্ষে, মহা ভ্রমে পতিত হইত, এবং তদুপলক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া, সকলে নির্দ্দোষ আমোদ ও কৌতুক করিত।—"ভুলের বাহার" দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইয়া পড়িত।

শীতকালের গল্প।

(THE WINTER'S TALE.)

(১)

সিসিলিদ্বীপে লিয়ন্তিস্ নামে এক রাজা এবং হারমিয়নি নামে এক রাণী ছিলেন। হারমিয়নি রূপেগুণে অনুপমা। দম্পতির মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। মনোমোহিনী গুণবতী ভার্য্যালাভে, সিসিলি-রাজের কোন সুখই অপূর্ণ ছিল না। অপূর্ণতার মধ্যে, তিনি তাঁহার বাল্য-সহচর ও সহপাঠী সুহৃৎ বোহিমিয়া-রাজ পলিক্সেনিস্‌কে, ইচ্ছা করিলেই, দেখিতে পাইতেন না। শৈশব অবস্থা হইতে লিয়ন্তিস্ ও পলিক্সেনিস এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায়, উভয়েই যথাসময়ে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সুতরাং তদবধি বহুকাল উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই ;—কেবলমাত্র উপহার, প্রণয়-পত্র ও দূত-প্রেরণে উভয়ের আত্মীয়তা রক্ষিত হইত।

অনেকবার বন্ধুর সাদর অভ্যর্থনায় বাধ্য হইয়া, একদিন বোহিমিয়া-রাজ সিসিলিরাজ্যে উপনীত হইলেন এবং লিয়ন্তিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

বন্ধুকে আপন বাটীতে সমাগত দেখিয়া সিসিলি-রাজের আর আনন্দের অবধি রহিল না। প্রাণাধিকা হারমিয়নির সহিত তিনি বন্ধুর আলাপ-পরিচয় করিয়া দিলেন। সহধর্ম্মিণীকে কহিয়া দিলেন, তিনি যেন বিশেষরূপে বোহিমিয়া-রাজকে আদর-আপ্যায়িত করেন। অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া, অতীতের অনেক কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সুকুমার শৈশবের সেই সরল প্রীতিপদ কথার আলোচনায় উভয়েই সুখী হইলেন। গুণবতী হারমিয়নি, যদিও

ইতিপূর্ব্বে অনেকবার স্বামীর মুখে সে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তথাপি উপস্থিত কথোপকথনে তাঁহার সুখের সীমা রহিল না।

দুই বন্ধুতে কিছুদিন এইরূপ খুব মনের সুখে কাল কাটাইলেন। অতঃপর বোহিমিয়া-রাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার প্রস্তাব করিলে, সিসিলি-রাজ দুঃখিত হইলেন এবং আরও কিছুদিন বন্ধুকে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। পলিক্‌সেনিস্‌ বন্ধুর সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন গুণবতী হারমিয়নি মধুরভাষে, সবিনয় আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন, বোহিমিয়া-রাজ তখন আর সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না,—আরও কিছুদিন বন্ধুর আলয়ে থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন।

---

(২)

কিন্তু হায়! ভবিতব্য অন্যরূপ! কিসে যে কি হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। দুরদৃষ্টবশে সরলা হারমিয়নি আপন গ্রহ আপনি ডাকিয়া আনিলেন। বিশ্বাসরূপ দেবতার মন্দিরে সংশয়-পিশাচ আশ্রয় লইল।

লিয়ন্তিস যদিও বন্ধুকে সচ্চরিত্র সুশীল, এবং হারমিয়নিকে পতিব্রতা সাধ্বী বলিয়া জানিতেন, তথাপি উপস্থিত ব্যাপারে অকস্মাৎ তাঁহার অন্তরে উৎকট সন্দেহ ও বিকট হিংসার উদয় হইল,—"কি, আমি এত অনুরোধ করিলাম, এত আগ্রহ দেখাইলাম, আমাকে উপেক্ষা করিয়া, আমার স্ত্রীর কথা রক্ষা করা হইল! অবশ্যই ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে!"

উৎকট সন্দেহের সহিত বিকট হিংসার সংযোগ!—নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সিসিলি-রাজ হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন। একবারও ভাবিলেন না যে, সরলা হারমিয়নি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং বোহিমিয়া-রাজও সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। পতিব্রতা যে, কেবলই স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য, পলিক্‌সেনিস্‌কে আরও কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আর পলিক্‌সেনিস্‌ও যে, সরলভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস ভ্রমেও সে কথা একবার ভাবিলেন না। মূর্ত্তিমান্‌ শনি যার ব্রহ্মরন্ধ্রে আশ্রয়গ্রহণ করে, সে ত আদৌ সুপথ দেখিতে পায় না! প্রতিহিংসায় পিশাচবৎ নির্ম্মম ও কঠোর হইয়া, লিয়ন্তিস্‌ কেমিলো নামক জনৈক বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে

মনের এই দারুণ অবস্থা জানাইলেন এবং বিষ-প্রয়োগ দ্বারা বোহিমিয়া-রাজ পলিক্‌সেনিসের প্রাণসংহার করিতে আদেশ দিলেন।

---

(৩)

কেমিলো অতি সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিলেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ অমূলক। প্রভুর আদেশপালন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া, তিনি অদূরদর্শীর ন্যায় বোহিমিয়া-রাজকে বিষপ্রয়োগ করিলেন না,—পরন্তু গোপনে তাঁহাকে সিসিলি-রাজের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে তথা হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। এবং নিজেও সিসিলি-রাজ্য ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন, বলিলেন।

পলিক্‌সেনিস্ বাল্যবন্ধু লিয়ন্তিসের সঙ্কল্প শুনিয়া, অতিমাত্র ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন ;—একটু খানি ভাবিবারও অবসর পাইলেন না ;—কেমিলোর সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রাণভয়ে প্রস্থান করিলেন, এবং যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে আপন রাজধানীতে উপনীত হইলেন। কেমিলো এখানে আসিয়া, বোহিমিয়া-রাজের পরম সুহৃৎ ও প্রধান প্রিয়জনস্বরূপে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

---

(৪)

পলিক্‌সেনিস্ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে, লিয়ন্তিসের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। স্ত্রীর ব্যভিচারাশঙ্কা তাঁহার মনে আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া, হারমিয়নির উদ্দেশে গমন করিলেন। সরলা রাণী তখন আপন পুত্র মেমিলাসের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাণোপম পুত্র তখন জননীর সহিত সোহাগপূর্ণ গল্প-গাছা করিতেছিল। অকস্মাৎ রুদ্রমূর্ত্তিতে সিসিলি-রাজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং পুত্রকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে মহিষীকে কারারুদ্ধ করিলেন।

রাজকুমার মেমিলাস্, যদিও বয়সে বালক, তথাপি সে মাতৃস্নেহ বুঝিত। সেই স্নেহময়ী জননী, জনককর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, অতি নিষ্ঠুরভাবে কারারুদ্ধ হইলেন দেখিয়া, তাহার বুকে দারুণ আঘাত

লাগিল। তদবধি সে অনাহারে ও অনিদ্রায় অতি শীর্ণ হইয়া পড়িল। সকলে ভাবিল যে, মাতৃশোকে বালকের প্রাণবিয়োগও হইতে পারে।

সিসিলি-রাজ, মহিষীর ব্যভিচারাশঙ্কায় অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া, ক্লিও-মিনিস্ ও ডাইয়ন নামক দুই জন বিশিষ্ট সিসিলিবাসীকে দেল্‌ফস্ নগরে এপেলোদেবের মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য,—উক্ত দেবতার প্রত্যাদেশে জানিতে পারিবেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হারমিয়নি সতী কি কলঙ্কিনী?

---

(৫)

এদিকে অভাগিনী হারমিয়নি কারারুদ্ধ হইবার অল্প দিন পরেই এক লোচনানন্দদায়িনী স্বরূপা কন্যা প্রসব করিলেন। এ দারুণ দুর্দ্দিনে, শিশু-কন্যার সে সরল মুখারবিন্দ দেখিয়া, দুঃখিনী জননী অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। এত দুঃখেও তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই শিশু-কন্যাকে স্নেহমাখাস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"ওরে দুঃখিনীর সন্তান! তুইও যেরূপ নিরীহ, আমিও সেইরূপ নির্দ্দোষ। কিন্তু হায়, কপালগুণে আজ আমার এই দশা!"

দুঃখিনী হারমিয়নির এক প্রিয়সখী ছিলেন;—নাম পালিনা। পালিনা, এন্‌টি-গোনাস্ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর সহধর্ম্মিণী। এই স্নেহময়ী রমণী রাজমহিষীর সকল দুঃখকষ্টের কথা শুনিয়াছিলেন,এবং সে জন্য নিজেও যার-পর-নাই মনঃকষ্টে কাল কাটাইতে ছিলেন। কিন্তু যাই শুনিলেন, মহিষী কারা-গারে এক কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছেন, অমনি তাঁহার মনে কি এক আশার সঞ্চার হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই প্রিয়সখীর উদ্দেশে কারা-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তথায় এমিলিয়া নাম্নী মহিষীর এক পরিচারিকাকে দেখিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "এমিলিয়া, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই, তুমি গিয়া মহারাণীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তাঁহার শিশু কন্যাটিকে বিশ্বাস করিয়া, আমাকে দিতে পারেন কি না? ঠিক বলিতে পারি না,—যদি আমি কন্যাটিকে লইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে হয়ত, অপত্যস্নেহে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে হয়ত দুঃখিনী রাণীরও সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে।"

এমিলিয়া একথা শুনিয়া, পুলকভরে কহিল, "ঠাকুরাণি! ইহা অতি উত্তম সঙ্কল্প। আমি এখনই গিয়া মহারাণীকে আপনার এই সাধু সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিতেছি। আহা, মহারাণীও আজ দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিপুল রাজপুরীতে তাঁহার এমন এক জন আত্মীয় ও হিতার্থী নাই, যে সাহস করিয়া, তাঁহার বক্ষের নিধিটিকে লইয়া, রাজ-সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে।"

পালিনা কহিলেন, "তা এ কথা তিনি বলিতে পারেন।" অতঃপর কহিলেন, "এমিলিয়া, আমার প্রিয়সখীকে তুমি আরও বলিও, কেবলই যে আমি তাঁর কন্যারত্নটিকে লইয়া রাজাকে উপহার দিব, তাহা নহে,—অকপটে, মুক্তকণ্ঠে তাঁর সেই অমূলক অপবাদ অপনোদন করিতেও যত্ন পাইব।"

এমিলিয়া। ঈশ্বর আপনার এই নিঃস্বার্থ উপকারের পুরস্কার দিবেন। রাজমহিষীর প্রতি যে আপনার এত স্নেহ ও ভালবাসা আছে, তাহা আমি জানিতাম না।

এমিলিয়া তৎক্ষণাৎ রাণীকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দুঃখিনী রাণীও সহর্ষে, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রিয়সখী পালিনার হস্তে প্রাণাধিকা কন্যাকে সমর্পণ করিলেন।—হায়! এই অনুগ্রহটুকুও কেহ তাঁহাকে করে নাই,—করিতে সাহসও পায় নাই।

---

(৬)

করুণহৃদয়া পালিনা রাজকন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, সিলিলি-রাজ সকাশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী এন্‌টিগোনাস্ পত্নীর এরূপ দুঃসাহিক কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। রাজা লিয়ন্তিস যে, ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইবেন, ইহাও বলিলেন। কিন্তু পরোপকারিণী পালিনা স্বামীর কথা শুনিলেন না। তিনি নির্ভীকচিত্তে রাজ-সভায় উপনীত হইয়া, সেই শিশু-কন্যাকে রাজার চরণপ্রান্তে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর রমণী-স্বভাব-সুলভ পরদুঃখকাতর প্রাণে সর্ব্বান্তঃকরণে মুক্তকণ্ঠে অভাগিনী হারমিয়নির চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহারাণী হারমিয়নিকে আমি বিশেষরূপ জানি; তিনি নিষ্পাপ ও সতী সাধ্বী। তাঁহার নামে কলঙ্কের আরোপ করিয়া, আপনি ঈশ্বরের নিকট

অপরাধী হইয়াছেন। এই দেখুন, এই সদ্যোজাত শিশুর অবয়ব অবিকল আপনারই ন্যায়। অতএব আপনি বৃথা সন্দেহ পরিহার করুন। কৃপা-চক্ষে সরলা সহধর্ম্মিণী ও তৎগর্ভজাত সন্তানকে দেখুন!—তাহাদের প্রতি সদয় হউন!"

কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল;—পালিনার এ সবিনয় অনুযোগের ফল বিপরীত হইল! রাজা লিয়ন্তিস্ আরও ক্রোধান্বিত হইলেন,—পালিনার স্বামী এণ্টিগোনাস্কে অনুমতি করিলেন,—"এই মুহূর্ত্তে তোমার এই প্রগল্ভা পত্নীকে এখান হইতে দূর করিয়া দাও!"

পরদুঃখকাতরা পালিনা তখনও একেবারে নিরাশ হইলেন না। হারমিয়নির শিশু কন্যাটিকে রাজার চরণ-তলে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, ক্ষণপরে সকলে প্রস্থান করিলে, রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইতে পারে। তখন চাই কি, তিনি এই নির্দ্দোষ শিশুটিকে কৃপাচক্ষে দেখিতে পারেন। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য! পালিনা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার সেই অতি বড় আশার উপর, অলক্ষ্যে অদৃষ্ট, নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়াছিল!

---

(৭)

সিসিলি-রাজ, মহিষীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অন্তর হইতে দয়া-মায়া একেবারে লোপ পাইয়াছিল। পালিনা প্রস্থান করিলে পর, তিনি আণ্টিগোনাস্কে আদেশ করিলেন,—"এই হতভাগা মেয়েটাকে সমুদ্র-পারে কোন বনমধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া আইস। পাপিষ্ঠা পত্নীর এই কন্যাও আমার চক্ষুঃশূল!"

রাজার যে কথা, সেই কাজ। বিশেষ আণ্টিগোনাস্ কেমিলোর ন্যায় সদ্বিবেচক ও সহৃদয় ছিল না। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রই সেই নিষ্ঠুর,—অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া, রাজকন্যাকে সমুদ্রপারস্থিত বিজন বনে নির্ব্বাসিত করিতে চলিল।

লিয়ন্তিসের মনে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। পত্নীর ব্যভিচারাশঙ্কা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি ক্লিয়মিনিস্ ও ডাইয়ন্ নামে যে দুই জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে এপেলো দেবের মন্দিরে রাণীর সতীত্ব বিষয়ে পরীক্ষা লইতে পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেও তাঁহার

ধৈর্য্য রহিল না। তিনি রীতিমত এক সভা আহ্বান করিলেন। সে সভায় অনেক বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজ-কর্ম্মচারী আহূত হইলেন। দুষ্টগ্রহ-পরিচালিতা, নিয়তি-তাড়িতা, সূতিকাগৃহবাসিনী, অভাগিনী রাণী সে সভায় আনীত হইলেন। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, ঘৃণায় ও লজ্জায় তাঁহার বুক শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। সাশ্রুপূর্ণ লোচনে, কম্পিতকলেবরে, মহা অপরাধীর ন্যায় তিনি সে সভায় দাঁড়াইলেন। চারিদিকে পাত্র, মিত্র ও অমাত্য।—রাণী হারমিয়নি সতী কি কলঙ্কিনী, তাহার বিচার হইবে!

---

(৮)

এমন সময় এপেলোদেবের মন্দির হইতে রাজ-প্রেরিত সেই দুইজন ভদ্রলোক সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুলকিত অন্তরে সেই মন্দির-স্বামীর সিলমোহরযুক্ত একখানি পত্র সিসিলি-রাজের হস্তে প্রদান করিলেন।

সিসিলি-রাজ মন্ত্রীর হস্তে সেই প্রত্যাদেশ-লিপি দিয়া তাহার সিলমোহর খুলিয়া, সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রীও রাজাজ্ঞা পালন করিলেন। প্রত্যাদেশ-লিপিতে সংক্ষেপে এই কথাগুলি লিখিত ছিল;—

"হারমিয়নি সাধ্বী; পলিক্সেনিস্ নিষ্পাপ; কেমিলো ধার্ম্মিক প্রজা; লিয়ন্তিস্ হিংস্রক পিশাচ; হারানিধির উদ্ধার না হইলে রাজা নির্ব্বংশ হইবে!"

কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজা! দারুণ প্রতিহিংসায় তাঁহার মন কলুষিত! তিনি মনে করিলেন, রাণীর আত্মীয়েরা কৌশল করিয়া এই পত্র পাঠাইয়াছে,—আর প্রকৃত প্রত্যাদেশ-লিপি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

দুর্ভাগ্য লিয়ন্তিস্ সমাগত সভ্যমণ্ডলীকে এই কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "আপনারা পাপিষ্ঠা রাণীর প্রতি যথাবিহিত দণ্ডাজ্ঞা করুন।"

সবটা কথা মুখ হইতে বাহির হইতে-না-হইতে একজন পরিচারক ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া নিবেদন করিল,—"মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সর্ব্বসমক্ষে, প্রকাশ্য-সভায়, জননীর সতীত্বের পরীক্ষার কথা শুনিয়া, দারুণ দুঃখে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া, রাজকুমার মেমিলাস্ অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!"



(৯)

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র অভাগিনী হারমিয়নি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হতভাগ্য লিয়ন্তিসের কঠিন অন্তর এবার গলিল। পুত্রের নিধনবার্ত্তা, বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিষম বাজিল। অভাগিনী পত্নীর প্রতিও করুণার উদয় হইল। তিনি পালিনা প্রভৃতি সমাগত রমণীকে আদেশ করিলেন, —"রাজ্ঞীকে এখান হইতে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা কর।"

পালিনাও তাহাই করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাকে কহিলেন, "হায়, কি দুর্দ্দৈব! সেই কালমূর্চ্ছাই মহারাণীর শেষ মূর্চ্ছা!—তিনি অনন্তকালের জন্য ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন!"

এইবার লিয়ন্টিসের মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা উপস্থিত হইল। এতক্ষণে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইল। সরলা, স্নেহময়ী পত্নীর প্রতি পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণের কথা এইবার তাঁহার মনে পড়িল। সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রতি তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। ভাবিলেন, "আমিই এই সব অনর্থের মূল। আমারই অপরিণামদর্শিতায় আজ এই সর্ব্বনাশ ঘটিল! পাপ ঈর্ষাবশে আমিই স্ত্রী পুত্রের বিনাশের কারণ হইলাম! আমারই বুদ্ধিদোষে শিশু কন্যাটিও নির্ব্বাসিত! ওঃ! এ দুঃখের কি আর শেষ আছে? বুঝিলাম, এপেলোদেবের প্রত্যাদেশ—প্রকৃত। কলুষিত অন্তর বলিয়াই, আমি সেই অমৃতময়ী লিপির মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে, সত্য সত্যই ত আমি নির্ব্বংশ হইব! হায়! কেন বুঝিলাম না,—কেন মজিলাম?"

---

(১০)

ক্ষোভ, শোক, দুঃখ, আত্মগ্লানি ও দারুণ অনুতাপে লিয়ন্টিস্ পুড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল। রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া, তিনি সেই নির্ব্বাসিত শিশুকন্যার উদ্ধার-সাধন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, আন্টিগোনাস্ কোন্ পথ দিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে, তাহা ত তিনি অবগত নন,—আর কেহও ত তাহা জানে না?

সিসিলি-রাজের চারিদিক অন্ধকার। সর্ব্বপ্রকারে নিরুপায় হওয়ায়, তিনি শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে আন্টিগোনাস্ রাজপুত্রীকে লইয়া যে তরীতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র-যাত্রা করিল, বিধির বিধানে, প্রবল ঝটিকায়, সে তরী বোহিমিয়া-রাজ পলিক্সেনিসের রাজ্য-উপকূলে উপনীত হইল। নিষ্ঠুর আন্টিগোনাস্ পোত হইতে অবতরণ করিয়া সেই তটস্থ অরণ্যে, অভাগিনী হারমিয়নির সেই বুকভরা ধন—সেই প্রাণপুত্তলি শিশু কন্যাকে নিক্ষেপ করিল।

কিন্তু পাপের ফল হাতে হাতে ফলিল। বিধাতার অমোঘ অভিশাপ ব্যর্থ

হইবার নহে। পাপিষ্ঠ আন্‌টিগোনাস্ নিষ্ঠুর রাজাদেশ পালন করিয়া, যেমন তরীতে পুনরারোহণ করিতে আসিবে, অমনি এক ভীষণ-দর্শন, মহাবল বন্য-ভল্লুক সহসা তাহাকে আক্রমণ করিল এবং অবিলম্বে তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখরাঘাতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রাণসংহার করিল।

সদ্যোজাত শিশু-কন্যা হইলেও, মহারাজ্ঞী হারমিয়নি কন্যার অঙ্গে বিবিধ রত্নালঙ্কার ও মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং সিসিলি-রাজ—তাঁহার প্রাণাধিক পতিরত্ন,—কন্যা দর্শন করিবেন,—করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এই আশ্বাসেই অভাগিনীর এই অনুষ্ঠান,—কন্যাকে সুসজ্জিতাবস্থায় রাজসন্নিধানে প্রেরণ। কিন্তু নিয়তিবশে, সেই বেশেই রাজকন্যার নির্ব্বাসন হইল! আন্টিগোনাস্ যখন রাজকন্যাকে বনবাস দিতে লইয়া যায়, তখন তাহার সেই মহামূল্য পরিচ্ছদের উপর, পিনসংযুক্ত একখণ্ড কাগজে, ক্ষুদ্র অক্ষরে "পারদিতা" এই নাম লিখিয়া দিয়াছিল; অধিকন্তু তাহার উচ্চবংশে জন্ম ও দারুণ দুর্ভাগ্যের কথাও সঙ্কেতে উল্লেখ করিয়াছিল।

---

(১১)

নিরুপায়ের উপায়—বিধাতা। অভাগিনী হারমিয়নির প্রাণ-পুত্তলি—পারদিতাটি যে, অসহায়ে মরিবে, ইহা বিধাতার ইচ্ছা নহে। নিষ্ঠুর আন্টিগোনাস্ পারদিতাকে বিজন বনে বিসর্জ্জন করিলে পর, এক মেষপালক ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল, বন আলো করিয়া একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু অসহায়ে পড়িয়া আছে। দেখিয়া তাহার দয়া হইল। সযত্নে কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া সে গৃহে গেল। আপন গৃহিণীকে সেই অনুপমা কন্যাটি সমর্পণ করিল। মেষপালকগৃহিণী কন্যার অপরূপ রূপ-লাবণ্য ও রত্নালঙ্কারাদি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে সেই কন্যাটিকে লালন-পালন করিতে লাগিল।

মেষপালকের অবস্থা অবশ্য ভাল ছিল না। অথচ কুড়ান-মেয়েটির গায়ে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার আছে। এই রত্নালঙ্কারের উপস্বত্ব হইতে রাতারাতি 'বড়মানুষ' হওয়া যায়। পরন্তু তাহাতে কিছু বিঘ্ন আছে।—পাঁচ জনে পাঁচ কথা কহিতে পারে। এই আশঙ্কায় মেষপালক পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিল,

এবং দেশের অন্য খণ্ডে গিয়া বাস করিল। সুবিধাক্রমে অধিক মেষ ক্রয় করিয়া ব্যবসায় জমাইয়া বসিল এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন ধনবান্ মেষপালক হইল। বলা বাহুল্য, বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানোদয় হইলেও পারদিতা কিছুতেই আত্মপরিচয় পাইল না,—মেষপালকের কন্যা বলিয়াই আপনাকে জানিল।

কিছুকাল অতীত হইল। পারদিতা বড় হইল। বালিকার দেহে রূপ আর ধরে না। সে রূপ দেখিতে দেখিতে চোকের পলক রহিয়া যায়।

স্বভাবের আশ্চর্য্য মহিমা! পারদিতা যদিও মেষপালকের পালিতা কন্যা, এবং সেই মেষপালকের নিকট হইতে তাহার যা-কিছু শিক্ষা ও সদুপদেশ লাভ, তথাপি উচ্চ বংশমর্য্যাদা ও পিতৃমাতৃ গুণ হইতে বালিকা বঞ্চিত হইল না। ফলতঃ, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে সকল মহদ্‌গুণ লাভ হয়, পারদিতায় সে সমস্ত গুণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল।

---

(১২)

বোহিমিয়া-রাজ পলিক্‌সেনিসের একমাত্র পুত্র ছিল,—নাম ফ্লোরিজেল্। ফ্লোরিজেল এক দিন মৃগয়া করিতে করিতে হঠাৎ ঐ মেষপালকের বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং অলোকসামান্যা, পরমা সুন্দরী পারদিতাকে দর্শন করিলেন। পারদিতাও যুবরাজকে দেখিতে পাইল। উভয়ের চারি চক্ষের মিলন হইল। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না। উভয়েই উভয়ের রূপে আকৃষ্ট। রাজপুত্র আত্মহারা হইলেন,—এই অনুপমা স্ত্রীরত্ন লাভ করাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইল।

যুবরাজ গৃহে আসিলেন। কিন্তু ঘরে আর মন বসে না। যেরূপে—যেমন করিয়া হউক, এই রূপবতী ললনা লাভ করিতে হইবে।—এই ভাবিয়া সামান্য রাখালবেশে "দোরিক্লিস্" নাম ধারণ করিয়া, ফ্লোরিজেল্ উক্ত মেষ-পালকের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যুবক যুবতী অনতিবিলম্বে পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন।

বোহিমিয়া-রাজ, পুত্রকে সর্ব্বদাই গৃহে অনুপস্থিত থাকিতে দেখিয়া, কিছু সংশয়িতচিত্ত ও কৌতূহলী হইলেন। যুবরাজ সর্ব্বদাই একাকী কোথায় যাতায়াত করে, তাহা জানিবার জন্য তিনি গোপনে চর নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অল্প অনুসন্ধানেই রহস্য প্রকটিত হইল। এক চর রাজাকে জ্ঞাপন করিল,যুবরাজ ফ্লোরিজেল্, এক মেষপালক-তনয়ার প্রেমে পড়িয়াছেন।

---

(১৩)

ঘটনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য, বোহিমিয়া-রাজ এক দিন সেই প্রাণরক্ষক প্রিয় কেমিলোকে সঙ্গে লইয়া, উক্ত মেষপালকের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উপরেরই ছদ্মবেশ।

সে দিন তথায় 'মেষমুণ্ডন' নামক এক মহোৎসব। বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। মেষপালকের বাটীর সম্মুখে বিবিধ পণ্যদ্রব্য সুসজ্জিত। চারিদিক সুশোভিত। সকলেই হাসিমুখে, মনের সুখে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। বিস্তর নিমন্ত্রিত লোকের সমাগম হইয়াছে। এমন আনন্দ-আসরে স্বয়ং বোহিমিয়া-রাজ ও কেমিলো অনাহূত হইয়া উপস্থিত। গৃহস্বামী—সেই বৃদ্ধ মেষপালক, দুইজন বিদেশী ভদ্রলোক দেখিয়া আদর-অভ্যর্থনা করিল ও এই মহোৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করিল।

মেষমুণ্ডন পর্ব্বে চারিদিক উৎফুল্ল। সকলেই হাসিয়া খুসিয়া বেড়াইতেছে; কেবল পারদিতা ও ফ্লোরিজেল্ নিভৃতে এককোণে বসিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত।

ছদ্মবেশী পলিক্সেনিস ও কেমিলো ক্রমে ক্রমে সেই দিক ঘেঁসিয়া বসিলেন, এবং যুবক-যুবতীর নব-অনুরাগের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, উভয়ে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন যে, যুবরাজ কোন মতেই পিতাকে বা কেমিলোকে চিনিতে পারিলেন না।

পারদিতার মধুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোহিমিয়া-রাজ বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া, তিনি জনান্তিকে কেমিলোকে কহিলেন, "দেখ, আমি জীবনে, নীচকুলে এমন অপরূপ সুন্দরী দেখি নাই! বিশেষ, ইহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি আরও মোহিত হইয়াছি। ইহার হাব-ভাব ও সৌজন্যপূর্ণ বিনীত ব্যবহার দেখিলে মনে হয় না যে, এ বালিকা হীনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

কেমিলোও অধিকতর চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনিও সর্ব্বান্তঃকরণে রাজ-বাক্যের পোষকতা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। রূপে-গুণে এই রমণী রাজেন্দ্রাণী হইবার যোগ্য।"

বোহিমিয়া-রাজ মেষপালককে জনান্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধু হে! তোমার কন্যার সহিত ঐ যে তরুণ যুবকটিকে কথোপকথন করিতে দেখিতেছি, ইহাঁর নাম কি?"

মেষপালক উত্তর করিল, "ইহাঁর নাম দোরিক্লিস্। ইনি আমার তনয়ার প্রণয়প্রার্থী। আমার তনয়াও ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত। ফলতঃ, ইহাঁদের পরস্পরের প্রেম-চুম্বন দেখিয়া বুঝিবার যো নাই যে, কে কাহাকে অধিক ভালবাসে। আর এ কথাও ঠিক যে, দোরিক্লিস্ যদি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তবে সে, যা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই,—এত ধন-রত্ন যৌতুক পাইবে।"

তা ঠিকই বটে!—দোরিক্লিস্ যদি যথার্থ কৃষক-পুত্র রাখাল হইত, তাহা-হইলে, মেষপালকের খরচ সত্ত্বেও, এখনও পারদিতার যে কয়খান রত্নালঙ্কার আছে, তা, একটা রাখালের পক্ষে স্বপ্নাধিক বটে!

এবার পলিক্সেনিস্ সম্পূর্ণরূপে গলার স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া আপন পুত্রকে কহিলেন, "কেমন হে যুবক! আজ এমন সমারোহ ব্যাপার,—এমন দিনে যে তুমি প্রণয়িনী প্রমদাকে লইয়া চুপ-চাপ আছ? ওহে, আমাদেরও এক দিন বয়স ছিল, কত রঙ্গরসে দিন কাটিত,—প্রণয়িনীকে কত কি সৌখিন জিনিস-পত্র উপহার দিতাম;—আর আজ এই উৎসবের দিনে এত শত জিনিস-পত্রের দোকান দেখিতেছি,—তুমি একটি দ্রব্যও প্রণয়িনীকে উপহার দিলে না?"

রাজপুত্র পিতাকে চিনিতে না পারিয়া, সাধারণ ভদ্রলোক-বোধে কহিলেন, "মহাশয়, আমার এ মনোমোহিনী, সামান্য বিলাসদ্রব্যের প্রার্থী নন। ইনি যে অমূল্য ধনের অভিলাষী, তাহা আমার হৃদয়ে অহর্নিশ জাগিয়া আছে।"

অতঃপর পারদিতাকে সম্বোধন করিয়া জনান্তিকে কহিলেন, "প্রাণাধিকে, এই বৃদ্ধ দেখিতেছি, সময়ে একজন রসিক পুরুষ ছিলেন। প্রেমের মর্ম্ম ইনি অবশ্যই অবগত আছেন। অতএব ইনি সাক্ষী হউন,—আমি মুক্তকণ্ঠে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করি।"

এই বলিয়া ফ্লোরিজেল্ সেই ছদ্মবেশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি সাক্ষী রহিলেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতেছি, এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিব,—ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী হইবেন। আপনি আমার এই অঙ্গীকার বাক্যের সাক্ষী হউন!"



আর যায় কোথায়? আগুন গর্জ্জিয়া উঠিল। পুত্রের এ হেন নীচ প্রবৃত্তির কথা শুনিবামাত্র, বোহিমিয়া-রাজ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং রোষপরবশ হইয়া কম্পিত-কলেবরে কহিলেন, "রে কুলাঙ্গার! আমি যেন তোর এই অবৈধ-প্রণয়-বন্ধন-চ্ছেদের সাক্ষী হই! হা! ধিক্ তোকে! তুই আমার কুলে কালি দিতে বসিয়াছিস্!"

এই বলিয়া পুত্রকে যার-পর-নাই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিলেন। পার-

দিতাও রাজরোষ হইতে অব্যাহতি পাইল না। বোহিমিয়া-রাজ, সেই সরলা বালিকাকেও যৎপরোনাস্তি অপমান ও ভর্ৎসনা করিলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "সাবধান! যদি পুনরায় যুবরাজের প্রণয়প্রার্থী হও, বা তাহাকে আপন আবাসে আসিতে দাও,তাহা হইলে তোমার সহিত তোমার বৃদ্ধ পিতারও প্রাণ যাইবে!"

পলিক্সেনিস্ তথায় আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিলেন না,—কেমিলোকে বলিয়া গেলেন,—"হতভাগ্য পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে আমার অনুবর্ত্তী হও;—আমি চলিলাম।"

বোহিমিয়া-রাজ প্রস্থান করিলেন।

---

(১৪)

দারুণ অপমানে ও অভিমানে রাজতনয়া পারদিতার অন্তর স্ফীত হইয়া উঠিল। সিংহশিশু সিংহের স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। কোপভরে, গম্ভীরস্বরে নৃপনন্দিনী কহিলেন, "কি বলিব, যদি রাজ-রোষে সবংশে আমাদের বিনাশ-সাধন হয়, আমি তাহাতেও অনুমাত্র ভীত বা বিচলিত নহি। অনেক কষ্টে আমি আত্মসংবরণ করিয়াছি। একবার নয়,—দুইবার আমি বোহিমিয়া-রাজের পরুষবাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! আমি বলিতে যাইতে-ছিলাম,—"মহারাজ, দিনকর সর্ব্বত্রই সমানরূপে স্বর্ণকর বিতরিত করিয়া থাকেন। আপনার প্রাসাদোপরিও যে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয়, দরিদ্রের পর্ণকুটীরেও সেই আলোক পতিত হইয়া থাকে! প্রেমের ধর্ম্মও সেইরূপ।—কিন্তু হায়! আমার অন্তরের কথা অন্তরেই লীন হইল।"

তার পর মনোবেগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া গভীর দুঃখের সহিত রাজপুত্রকে কহিলেন, "এতদিনে আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! আমার রাজ-রাণী হইবার সাধ ঘুচিয়াছে! যুবরাজ, আমাকে বিদায় দাও! ভাগ্যবান্. যাও—নিজ স্থানে যাও! নীচ মেষপালকের বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—সুতরাং চিরদিন সেই মেষদুগ্ধই দোহন করিব ও কাঁদিয়া-কাঁদিয়া এ জীবন শেষ করিব!"

অতঃপর কেমিলো, রাজপুত্রকে অনেক বুঝাইলেন। পারদিতাকে চির-দিনের মত পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দেখি-লেন, ফ্লোরিজেল্ অচল, অটল; স্থির। তিনি কিছুতেই পারদিতার প্রণয়-পাশ

ছেদন করিতে চাহেন না। বরং এজন্য তিনি পিতৃবন্ধু কেমিলোর নিকট অনেক সবিনয় অনুযোগও করিলেন।

এবার সহৃদয় কেমিলোর হৃদয় গলিল। বিশেষ, তাঁহার অন্তরে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহল জাগিতে লাগিল,—নীচ মেষপালকের গৃহে এ তেজস্বিনী সীমন্তিনী কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? ইহার হৃদয়ের মহত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বোধ হয় না যে, এ নারী সামান্যা। বিশেষ দেখিতেছি, প্রণয়ি-যুগলের প্রেম-বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। যুবরাজ ফ্লোরিজেল্ দেখিতেছি, কিছুতেই এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবেন না।"

এই ভাবিয়া সহৃদয় কেমিলো মনে মনে কি স্থির-সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং আভাষে প্রণয়ি-যুগলকে একটু আশ্বাসও দিলেন।

---

(১৫)

ইতিপূর্ব্বে কেমিলো সংবাদ পাইয়াছিলেন, সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস্ এখন আত্মদোষ বুঝিতে পারিয়া বিশিষ্টরূপ অনুতপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতিতে এখন আর সেই কাঠিন্য ও বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা একেবারেই নাই। কেমিলো যদিও বোহিমিয়া-রাজ-আলয়ে পরম সমাদরে অবস্থান করিতেছেন,তথাপি জননী-জন্মভূমি দেখিতে ও পূর্ব্বপ্রভু সিসিলিরাজের স্নেহ-অনুগ্রহ লাভ করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। অতঃপর ভাবিলেন, এই অবসরে সকল দিক রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া তিনি ফ্লোরিজেল্‌কে কহিলেন, "যুবরাজ, যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে আর আপনাকে এ মন-কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। চলুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই অবসরে সিসিলি রাজ্যে গমন করি। সিসিলিরাজের শরণাপন্ন হইলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। তিনি পরম সমাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। আর চাই কি, আপনার পিতাও, সিসিলি-রাজের অনুরোধে আপনার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন ও এই বিবাহে মত দিতে পারেন।"

তাহাই স্থির হইল। পারদিতাকে সঙ্গে লইয়া ফ্লোরিজেল্ কেমিলোর সহিত সিসিলিরাজ্যে যাইতে সম্মত হইলেন। বৃদ্ধ মেষপালকও সেই সঙ্গে যাইবে, স্থির হইল। অতঃপর যথাসময়ে তাঁহারা অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিসিলি-রাজ্যে

পলায়ন করিলেন। মেষপালক তাহার অন্যান্য দ্রব্যের সহিত পারদিতার সেই বাল্য-পরিচ্ছদটি ও অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি সঙ্গে লইল।

---

(১৬)

সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস্ অদৃষ্টদোষে, দুর্ম্মতিবশে অকালে কন্যা ও পুত্র-কলত্র হারাইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। তদুপরি অযথা মিত্রদোহে মর্ম্মান্তিক কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে সেই বন্ধু-পুত্র ও প্রিয় অমাত্য কেমিলো তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছেন দেখিয়া, পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পারদিতাকে, ফ্লোরিজেল্ আপন সহধর্ম্মিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজা, নির্নিমেষ নয়নে সেই বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। স্বাভাবিক বাৎসল্যস্নেহ তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অভাগিনী হারমিয়নিকে মনে পড়িল। সেই মুখ, সেই চোক, সেই অঙ্গ সৌষ্ঠব—একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। পারদিতার সহিত হারমিয়নির আকৃতি-গঠন অবিকল এক বোধ হইল। দুর্ভাগ্য রাজা বিষাদভরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হায়, আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি! আমি দুর্ম্মতিবশে যদি সেই সোণার পুত্তলিটিকে বিসর্জ্জন না করিতাম, তাহা হইলে আমার সেই কন্যাও আজ এত বড়টি হইত! কিন্তু হায়, ভাগ্য প্রতিকূল! আজ কোথায় বা আমার সেই কন্যা, আর কোথায় বা আমার সেই প্রেমময়ী. সরলা সহধর্ম্মিণী!"

অতঃপর বোহিমিয়া-রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, গ্রহবশে আমি, তোমার পিতার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির বন্ধুত্ব-স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিতে আমার বড়ই সাধ হয়। ভগবান কি আমার এ সাধ পূর্ণ করিবেন?"

বৃদ্ধ মেষপালক আনুপূর্ব্বিক সকল কথা শুনিল ও পারদিতাকে দেখিয়া, সিসিলিরাজের যে অপত্যস্নেহ জাগিয়া উঠিল,তাহার কারণ কেবল সেই-ই বুঝিল। বুঝিল যে, পারদিতা আর কেহ নয়,—সিসিলি-রাজেরই কন্যা। কারণ, বালিকার নির্ব্বাসনের পর, অবশিষ্ট ঘটনা কেবল সেই-ই জানিত।

---

(১৭)

মেষপালক যথা সময়ে রাজপুত্র ফ্লোরিজেল্, পারদিতা, কেমিলো ও আন্টি-গোনাস্-পত্নী পালিনাকে পারদিতার জীবন-কাহিনী বিস্তারিতরূপে কহিল। যেরূপে, যেমন অবস্থায় তাহাকে অরণ্যে দেখিতে পায়; আন্টিগোনাস্ যেরূপে বন্য-ভল্লুক কর্তৃক নিহত হয়; একে একে খুটিয়া-খুটিয়া সকল কথা বলিল। অতঃপর পারদিতার শৈশবকালীন সেই পরিচ্ছদ ও অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি দেখাইল। পালিনা দেখিলেন ও বুঝিলেন,—হাঁ মহারাণী হারমিয়নি এইরূপ বেশেই তাঁর সেই শিশু কন্যাটিকে রাজসভায় পাঠাইয়া ছিলেন বটে। অতঃপর সেই পরিচ্ছদ-সংলগ্ন কাগজখণ্ড পাঠ করিলেন;—দেখিলেন তাহা স্বামীরই হস্তাক্ষর। তখন সকলেরই মন যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষে বিকশিত হইয়া উঠিল। সকলেরই ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, পারদিতা সুন্দরী,—সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিসেরই কন্যা!

পালিনার মনের অবস্থা তখন বড়ই বিচিত্র। একদিকে তাঁহার অতুল আনন্দ, অপরদিকে গভীর দুঃখ। অভাগিনী হারমিয়নির প্রাণপুত্তলি—সেই হারানিধিটি আজ বিধাতা মিলাইয়া দিলেন,—দেবতার প্রত্যাদেশ সফল হইল,—রাজবংশ রক্ষা পাইল;—কিন্তু হায়, অপরদিকে তাঁহার বুকে বড়ই আঘাত লাগিল। শোকাবেগে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল;—তাঁহার প্রিয়তম স্বামী আর ইহজগতে নাই! দুর্ভাগ্য আন্টিগোনাস্ তাহার পাপের ফল হাতে হাতে পাইয়াছে;—ভয়াবহ ভল্লুক-হস্তে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে;—এ দারুণ দুঃসংবাদে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার, একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, মন খুলিয়া হাসেন; আর বার ইচ্ছা হইল, ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন। বস্তুতঃ সে সময় পালিনার হৃদয়ে হাসি-কান্নার জীবন্ত অভিনয় চলিতে লাগিল।

---

(১৮)

কিন্তু শেষে হাস্যাভিনয়েরই জয় হইল। অভাগিনী হারমিয়নির সেই হারানিধিটি পাইয়া স্নেহময়ী পালিনা স্বামি-শোক ভুলিলেন। যথাসময়ে লিয়ন্তিস্ এ আনন্দ-সংবাদ পাইলেন। রাজার তৎকালীন সে আনন্দ দেখে কে? কন্যা যে বয়স্থা, সে জ্ঞান আর তখন তাঁহার নাই,—তিনি সস্নেহে ঘন ঘন পারদিতার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বাষ্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে, গদগদস্বরে বারংবার

এই কথা কহিতে লাগিলেন,"হায়, বালিকে! আজ যদি তোর গর্ভধারিণী জীবিত থাকিত!—অহো, অভাগিনী হারমিয়নি!"

সিসিলি-রাজ হারানিধি পাইয়া যেমন হর্ষে আত্মহারা হইলেন, প্রাণাধিকা হারমিয়নির শোকও তেমনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বুকে আঘাত করিতে লাগিল।

পালিনা এই অবসরে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ, মহারাণীকে আমি কিরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখিতাম, আপনি জানেন। আমি বহু যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে ইটালীদেশীয় এক চিত্রকরের দ্বারা আমার সেই স্নেহময়ী প্রভু-পত্নী—প্রিয়সখীর একটি অপরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছি। সে দেবীপ্রতিমা আমার গৃহেই সংস্থাপিত আছে। যদি মহারাজ ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া এ অধীনীর কুটীরে পদার্পণ করুন;—দেবীরূপা হারমিয়নির মনোহর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া নয়নমন সার্থক করুন! সে মূর্ত্তি এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, দেখিলে মনে করিতে পারিবেন না,—জড়-মূর্ত্তি দেখিতেছেন, কি বাস্তব মহারাণীকে দেখিতেছেন!"

রাজা, পালিনার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন! পারদিতা, জন্মাবধি মাতৃ-মুখ অবলোকন করে নাই, সুতরাং সেও নিরতিশয় আগ্রহের সহিত জননীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে চাহিল।

যথাসময়ে পালিনা গৃহে আসিলেন। স্বয়ং সিসিলি-রাজ তাঁহার গৃহে আসিবেন, কাজেই পূর্ব্ব হইতে যতদূর সম্ভব, তিনি রাজ-অভ্যর্থনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন।

---

(১৯)

সিসিলি-রাজ কন্যা-সমভিব্যাহারে মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্য পালিনার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কেমিলো, ফ্লোরিজেল্ প্রভৃতিও সঙ্গে গেলেন। মূর্ত্তি বস্ত্রাবৃত ছিল। পালিনা অল্পে অল্পে সে বস্ত্র অপসারিত করিতে লাগিলেন। মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। লিয়ন্তিস্ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে, নির্নিমেষ-নয়নে, অবাক্ হইয়া সে মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিলেন।

পালিনা কহিলেন, "মহারাজ, দেখুন, রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি ঠিক হইয়াছে কি না?—ভাস্করের নিপুণতাকে ধন্যবাদ করা যায় কিনা?"

রাজার মুখে কিছুক্ষণ বাক্য স্ফূরণ হইল না। পালিনা পুনরায়



এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিলেন, "হাঁ, ভাস্কর অতি সুদক্ষ ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে প্রতিমূর্ত্তিটিতে রাজ্ঞীর মুখের সে স্বাভাবিক কমনীয়তা নাই—বয়সের যেন কিছু আধিক্য হইয়াছে।"

উত্তরে পালিনা বলিলেন, "তা মহারাজ, ইহা ত সেই চিত্রকরের বিশিষ্ট দক্ষতারই পরিচয়! কারণ, রাজ্ঞী জীবিত থাকিলে, এতদিনে ত এই বয়সেই উপনীত হইতেন!"

রাজা সদুঃখে কহিলেন, "হায়, যে দিন আমি নবানুরাগে রাণীকে পশ্চাদ্দিক হইতে ধরিতে গিয়াছিলাম, তিনি তখন ঠিক এই ভাবেই দাঁড়াইয়াছিলেন!"

পালিনা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "তবে মহারাজ, অনুমতি করুন, প্রতিমূর্ত্তি আবৃত করি।"

রাজা সাগ্রহে কহিলেন, "না, না পালিনে! থাক্, থাক্,—আবৃত করিয়া কাজ নাই;—আরও কিছুক্ষণ আমি দেখি। আ! যতই দেখিতেছি,ততই আমার দর্শন-পিপাসা বাড়িয়া উঠিতেছে।"

পারদিতাও পিতৃ-বাক্যের পোষকতা করিল।

পালিনা কহিলেন, "না মহারাজ, অধিকক্ষণ দেখিলে, এই প্রতিমূর্ত্তিটিকে আপনার সজীব বলিয়া বোধ হইতে পারে। প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে, আপনাকে ক্রমেই মোহে আকৃষ্ট হইতে দেখিতেছি। অতএব অনুমতি করুন, আমি মূর্ত্তি আবরিত করি।"

এবার রাজা আরও আগ্রহে কহিলেন, "না পালিনে, আমি আরও কিছুক্ষণ দেখি। এ মূর্ত্তিটিকে আমার সজীব বলিয়াই বোধ হইতেছে। এ অলীক ধারণাই যেন চিরদিন আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। কিন্তু, ও কি ও! মূর্ত্তিটি শ্বাস-প্রশ্বাস লইতেছে না? বলিহারি, চিত্রকর!—না, না, আমার যেন স্পষ্টই বোধ হইতেছে,—মূর্ত্তিটি করুণাপূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিতেছেন!—তোমরা কেহ আমাকে পাগল ভাবিও না,—আমি এই প্রতিমূর্ত্তির মুখচুম্বন করিব!"

রাজা আসন হইতে উঠিতে উদ্যত হইলে,পালিনা ত্রস্তভাবে কহিয়া উঠিলেন, "সেকি মহারাজ! প্রতিমূর্ত্তিটির মুখে এখনও যে কাঁচা রং আছে, আপনি উহাতে মুখ দিলে মুখে ঐ রং লাগিবে। আপনি অনুমতি করেন ত, আমি সঙ্কেতে মূর্ত্তিটিকে এই মঞ্চ হইতে অবতরণ করাইয়া আপনার করস্পর্শ করাইতে পারি!"

লিয়ন্তিসের আর বিস্ময়ের সীমা নাই! একি স্বপ্ন, প্রহেলিকা, না ইন্দ্রজাল!—চিত্রকর কি এত ক্ষমতা ধরিতে পারে?

পালিনা, রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিতেছি বলিয়া, আমাকে দুষ্টা বা কুচরিত্রা ভাবিবেন না।—কোনরূপ ইন্দ্রজাল বা ডাকিনী-মন্ত্রে আমি এরূপ করিতে সমর্থ হইতেছি—অবশ্য এমন ভাব আপনি মনে আনিবেন না।"

এই বলিয়া সেই চতুরা রমণী, পূর্ব্ব শিক্ষামত বাদ্যকরগণকে বাদ্য করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারাও মনোমোহকর মৃদু-মধুর বাদ্য বাজাইতে লাগিল। লিয়ন্তিস্ চিত্রার্পিতের ন্যায়, মহিষী হারমিয়নির সেই পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি পানে চাহিয়া রহিলেন। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না। সরলা পারদিতাও

নতজানু হইয়া,—ভক্তিভরে, নির্নিমেষ নয়নে মাতৃমূর্ত্তি-পানে চাহিয়া রহিল। দর্শকমণ্ডলী সকলেই অবাক্। সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে প্রতিমূর্ত্তি পানে চাহিয়া আছে। এমন সময় সেই মঞ্চ হইতে অতি মৃদু-মন্থর-গতিতে প্রতি-মূর্ত্তিটি ভূমে অবতরণ করিল। পালিনা, পারদিতাকে মূর্ত্তি-পার্শ্বে লইয়া গেলেন। হরি হরি! মূর্ত্তি, সেই স্নেহময়ী সরলা কন্যার মুখ-চুম্বন করিল! অতঃপর ছল-ছল-নেত্রে বিনীতভাবে স্বামীর হস্ত স্পর্শ করিয়া,কোমল করুণকণ্ঠে স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিল।

"প্রাণাধিকে! সতি! আমার জীবনসর্ব্বস্ব!——"

বলিয়া সিসিলি-রাজ মহিষীকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। সভার মাঝে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল।

---

(২০)

বলা বাহুল্য, মহারাণী হারমিয়নি জীবিতই ছিলেন। যখন সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস্ দুর্জ্জয় ক্রোধের বশবর্ত্তী,—হিতাহিত জ্ঞান শূন্য;—শিশুকন্যাকে বনে বিসর্জ্জন করিলেন,অসতী-জ্ঞানে মহিষীকে যার-পর-নাই নির্য্যাতন করিলেন;—তখন বুদ্ধিমতী পালিনা ভাবিলেন,—"যেরূপ গতিক দেখিতেছি,তাহাতে রাজার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। এ অবস্থায় মহিষীর জীবন-সংশয়। অতএব, মহিষীর কল্পিত-মৃত্যু-রটনা করাই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত।"

তাই, যখন সেই সভার মাঝে পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অভাগিনী হারমিয়নি মূর্চ্ছিতা হইলেন, পালিনা সেই অবসরে রাজ্ঞীকে বিরলে লইয়া গিয়া সিসিলি-রাজকে সংবাদ দিলেন যে, মহিষী সেই মূর্চ্ছাতেই গতাসু হইয়াছেন।—পাঠক পাঠিকার অবশ্যই সে কথা স্মরণ আছে।

তদবধি ঐ গুণবতী রমণী সযত্নে, সংগোপনে আপন আলয়ে রাণীকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। উপস্থিত অচিন্ত্যনীয় উপায়ে দুহিতা লাভ হইল দেখিয়া, এবং রাজার কৃতপাপের যথোচিত অনুশোচনা হইয়াছে ভাবিয়া, তিনি হার-মিয়নিকে স্বামি-সম্মিলনে সুখী করিলেন।

রাজা লিয়ন্তিস্ পালিনার আচরণে যে, কি অবধি আনন্দ লাভ করিলেন, তাহা কেবল তিনিই বুঝিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বৃদ্ধ মেষপালকও রাজার

অল্প স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয় নাই। অচিন্ত্যনীয়রূপে জায়া ও নন্দিনী লাভ করিয়া, লিয়ন্তিস্ অপার সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর এক শুভ ঘটনা সংঘটিত হইল। বোহিমিয়া-রাজ পলিক্সেনিস্, সপুত্র কেমিলোকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিলেন, নিশ্চয়ই ইহারা সিসিলি-রাজ্যে সমাগত হইয়াছেন। কারণ তিনি জানিতেন, কেমিলো ইদানীং প্রায়ই স্বদেশ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। রাজা আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন, এবং যথাসময়ে সিসিলিতে আসিয়া পঁহুছিলেন।

লিয়ন্তিসের আর সুখের অবধি রহিল না। একে একে তাঁহার সকল মনঃকষ্ট দূর হইল। আজ তিনি স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু ও প্রাচীন প্রিয়-অমাত্য কেমিলোকে পাইয়া অপার সুখ-সাগরে মগ্ন হইলেন। সিসিলি-রাজ মুক্ত অন্তরে বোহিমিয়া-রাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উভয়েই উভয়কে সন্তুষ্ট করিলেন ;—কাহারও আর কোনরূপ মনঃকষ্ট রহিল না। চারিদিকেই আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পলিক্সেনিস, সাহ্লাদে, সর্ব্বান্তঃকরণে পারদিতার সহিত ফ্লোরিজেলের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। কারণ, পারদিতা ত এখন আর হীনবংশীয়া মেষপালক-দুহিতা নয়! বালিকাকে এক দিন অযথা তিরস্কারে মর্ম্মাহত করিয়াছিলেন ভাবিয়া, বোহিমিয়া-রাজ ব্যথিত হইলেন। এখন শতগুণ স্নেহ-মাখা কথায় ও মধুর ব্যবহারে সে তিরস্কার ঢাকিয়া ফেলিলেন। অতঃপর, মহা সমারোহে ফ্লোরিজেল্ ও পারদিতার শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সতী সাধ্বী হারমিয়নি,—স্বামী, কন্যা ও জামাতা লইয়া মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।



যেমন কে তেমন।

(MEASURE FOR MEASURE.)

(১)

ভিয়েনা নগরে এক রাজা ছিলেন। তিনি একান্ত শান্ত-স্বভাব ও কোমল-প্রকৃতি-বশতঃ প্রজাবর্গকে প্রায়ই কোন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন না। সেইজন্য তাহারাও সময়ে সময়ে রাজনীতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক যথেচ্ছ কার্য্যে সাহসী হইত। সেই দেশের দণ্ডাবধি শাস্ত্রে এমন আজ্ঞা প্রচলিত ছিল যে, যে কেহ আপনার ভার্য্যা ব্যতীত অপরিণীতা কোন কুমারী কিংবা অন্যের পরিণীতা ভার্য্যা অথবা অন্য কোন রমণীতে আসক্ত হইবে,—সেই ব্যভিচারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু এ বিধি অনেককাল উপেক্ষিত থাকায়, অনেকেই সে পবিত্র নীতির অবহেলা করিত। রাজা নিতান্ত নিরীহ-প্রকৃতি,—এ সকল দেখিয়াও দণ্ডবিধি শাস্ত্রের সে কঠোর নীতির পরিচালনা করিতেন না।

ক্রমে অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। পরিণয় সংস্কারের পবিত্র-প্রথা তিরোহিত হইতে লাগিল। যাহার যাহাকে মনে ধরিত, সেই তাহাকে লইয়া থাকিত। নগরবাসীগণ রাজদ্বারে অভিযোগের পর অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিল,—"মহারাজ! নগরের যত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি আমাদিগের কন্যাগণকে কৌশলে ভুলাইয়া, কুলের বাহির করিয়াছে।"

প্রজাকে এইরূপ দুর্নীতিপরায়ণ দেখিয়া, রাজা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "এতদিন যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি, আজ যদি সহসা দণ্ডবিধির সেই কঠোর ধারা প্রচলিত করি, তবে আমাতে হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া, প্রজারা আমাকে নিষ্ঠুর ভাবিতে পারে। অতএব,আমি কিছুদিন স্থানান্তরে চলিয়া যাই;—এ রাজ্যভার আর কাহারও হস্তে সমর্পণ করি। সেই ব্যক্তি

এই দুর্ব্বিনীত দুরাচারগণকে শাস্তি দিবার জন্য সেই কঠোর নীতির প্রচলন করিবে ;—তাহা হইলে আমাতে আর কোন কলঙ্ক স্পর্শিবে না।"

সেই নগরে এঞ্জিলো নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি সাধু-চরিত্র ও বিশিষ্ট ন্যায়পরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা, আপন রাজ্যভার সমর্পণ করিবার জন্য এই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিলেন। অনন্তর এ বিষয়ে মন্ত্রীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী এস্কেলাসও প্রভুর মতে মত দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, সুন্দর বিবেচনা করিয়াছেন। যদি আমাদের এ ভিয়েনা নগরে এ মহা সম্মান-লাভেরউপযুক্ত পাত্র কেহ থাকেন, তবে লর্ড এঞ্জিলোকেই দেখিতে পাই।"

তখন রাজা, লর্ড এঞ্জিলোকে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, পোলাণ্ড ভ্রমণের কথা রাষ্ট্রপূর্ব্বক, ভিয়েনা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ প্রবাস পর্য্যটনে রাজার ইচ্ছা ছিল না। সাধুচরিত্র এঞ্জিলো কিরূপে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা দেখিবার জন্যই তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ভিয়েনা নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

---

(২)

নূতন রাজ-প্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইয়া, লর্ড এঞ্জিলো যে দিবস বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, সেই দিবসই ক্লডিও নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবক কোন উচ্চবংশীয় এক অনূঢ়া কুমারীকে তাহার পিতৃ-ভবন হইতে ভুলাইয়া ব্যভিচার-দোষে কলঙ্কিত করে। এইরূপ ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, ক্লডিও রাজদ্বারে নীত হইলেন, এবং লর্ড এঞ্জিলোর আদেশক্রমে কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। পরে সেই বহুদিন-উপেক্ষিত প্রাচীন আইন অনুসারে, ক্লডিওর প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইল।

ক্লডিও যাহাতে এ দারুণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান, অনেকেই সে চেষ্টা করিলেন। অধিক কি, রাজমন্ত্রী এস্কেলাস্‌ও হতভাগ্য ক্লডিওর পক্ষ অবলম্বন করিয়া লর্ড এঞ্জিলোকে বলিলেন, "এই যুবকটির যাহাতে প্রাণদণ্ড না হয়, এমন বিধান করুন। ইহাঁর পিতা অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারই কথা স্মরণ করিয়া ইহাঁকে ক্ষমা করিতে আমি প্রার্থনা করিতেছি।"

এঞ্জিলো। আমি আপনার কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না। দণ্ডনীতি শাস্ত্র কেবল ভয় প্রদর্শনের জন্য নহে,—উহার যথাবিধি প্রচলন হওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ লোকে কিছুদিন পরে ইহার জন্য আর আদৌ আশঙ্কা করিবে না। অতএব ক্লডিওর প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে।

লুসিও নামক এক যুবক ক্লডিওর বন্ধু ছিলেন। লুসিও কারাগারে যাইয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লডিও তাঁহাকে বলিলেন, "লুসিও, আমার একটি উপকার তোমায় করিতে হইবে। চিরকুমারীগণের যে আশ্রম আছে, তাহা তুমি জান; আমার ভগিনী ইজাবেল্ অদ্য সেখানে গিয়াছেন, এবং শুনিয়াছি, সত্বরই তিনি চির-কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিবেন। তুমি, আমার এই বিপদের কথা তাঁহাকে জানাইবে। বলিবে যে, ইজাবেল্ স্বয়ং আমার প্রাণরক্ষার জন্য লর্ড এঞ্জিলোকে অনুরোধ করেন। আমার বিশ্বাস, ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কারণ, আমার ভগিনী অতি মধুর বাক্য-কৌশলে লোকের মন দ্রব করিতে পারেন। সেই করুণ মুখখানি হইতে আন্তরিকতাপূর্ণ কাতর প্রার্থনা শুনিলে সহজেই লোকের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে।"

লুসিও তৎক্ষণাৎ ইজাবেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই চিরকুমারীগণের আশ্রমে গমন করিলেন।

---

(৩)

ক্লডিওর ভগিনী ইজাবেল্ সেই দিবস কুমারী-আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও কুমারী-ব্রত অবলম্বন করেন নাই। ইজাবেল্ সেই আশ্রমের ব্রতধারিণী এক কুমারীর নিকট বসিয়া, কুমারী-ব্রতের নিয়মাদি জানিতেছিলেন। সেই সময় শুনিলেন, বাহিরে কে বলিতেছে,—"এই আশ্রমের মঙ্গল হউক!"

ইজাবেল্। কে কথা কহিতেছে?

ব্রত-ধারিণী কুমারী। পুরুষের কণ্ঠস্বর বোধ হইতেছে। সুশীলে ইজাবেল! তুমি যাইয়া জানিয়া এস, এ ব্যক্তির কি প্রয়োজন? তুমি এখনও যাইতে পার, এবং পুরুষের সহিত কথা কহিতে পার,—কিন্তু আমি পারি না। তুমিও যখন এই ব্রত অবলম্বন করিবে, তখন তোমারও এ অধিকার থাকিবে না। আবশ্যক

হইলে, আমাদের কর্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া, কথা কহিতে হইবে। কিন্তু যদি মুখ দেখাও, ত কথা কহিতে পারিবে না; আর যদি কথা কও, ত মুখ দেখাইতে পারিবে না।

ইজাবেল্। আপনাদিগের ইহার অধিক কি, আর কিছু অধিকার নাই?

কুমারী। কেন,—ইহাই কি যথেষ্ট নহে?

ইজাবেল্। যথেষ্ট।—আমি আর অধিক অধিকার ইচ্ছা করি না; বরং আমার ইচ্ছা, ইহা অপেক্ষাও নিয়ম কঠিন হউক।

বাহিরে পুনর্ব্বার সেই স্বর ধ্বনিত হইল,—"এই আশ্রমের মঙ্গল হউক!"

কুমারী। পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তি ডাকিতেছে। ইজাবেল্! তুমি উত্তর দাও।

তখন ইজাবেল্ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন?"

লুসিও যথোচিত সম্মান-অভ্যর্থনা পূর্ব্বক কহিলেন, "কুমারি! আপনার এই গোলাপ-নিন্দিত রক্তিম মুখমণ্ডলে বুঝিতেছি, আপনি কুমারী। এই আশ্রমে, হতভাগ্য ক্লডিওর নবাগতা ভগিনী ইজাবেলের সহিত আমার দেখা করাইয়া দিতে পারেন কি?"

ইজাবেল্। 'হতভাগ্য ক্লডিও' এরূপ কেন বলিলেন, আমাকে বলুন;—আমিই তাঁহার ভগিনী ইজাবেল্।

লুসিও। সুশীলে, তোমার ভ্রাতা আজি কারাগারে আবদ্ধ; আমা দ্বারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এ সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

ইজাবেল্। কি সর্ব্বনাশ! কেন, কি অপরাধে তিনি কারাগারে?

লুসিও। তিনি এক কুল-কুমারীকে হরণ করিয়া, ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

ইজাবেল্। আমার বোধ হইতেছে, সে কুমারী আমার সহোদরা সদৃশী জুলিয়েট।

জুলিয়েট ইজাবেলের শৈশব-সঙ্গিনী; পরস্পরে একত্রে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন; উভয়ের প্রতি উভয়ের স্নেহ-মমতার আধিক্যবশতঃ পরস্পর 'ভগিনী' সম্বোধন করিতেন। ইজাবেল্ জানিতেন, জুলিয়েট তাঁহার ভ্রাতা ক্লডিওর অনুরাগিণী।

লুসিও। তোমার অনুমান সত্য; সে কুমারীর নাম জুলিয়েটই বটে।

ইজাবেল। তবে ত ভালই হইয়াছে। আমার ভ্রাতা কেন তাঁহাকে বিবাহ করুন না?—সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

লুসিও। ক্লডিও আনন্দের সহিত এ বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু লর্ড এঞ্জিলোর আদেশে ক্লডিওর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। এখন তোমারই উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিতেছে। যদি তুমি এঞ্জিলোর নিকট যাইয়া, মধুর বচনে, কাতর-প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিতে পার, তবেই তোমার ভ্রাতা এ কঠোর দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।

ইজাবেল্। আমার এমন কি সাধ্য আছে যে, আমি লর্ড এঞ্জিলোর মন আর্দ্র করিতে পারি? হায়! আমি কি ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিতে পারিব?

লুসিও। সন্দেহ করিও না,—এই সন্দেহ বড় অনিষ্টের মূল। দেখ, সাহসে ভর করিয়া যে কার্য্যে শুভফল পাইতে পারি,—'পারিব কি না' এরূপ সন্দেহ করিয়া, তাহাতে আমরা সফলকাম হইতে পারি না। যাও,—এঞ্জিলোর নিকট গিয়া, ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর। পুণ্য- প্রতিমা কুমারীরা যখন নতজানু হইয়া, কাতর প্রার্থনা জানাইতে থাকেন, মানুষ তখন দেবতার ন্যায় মুক্তহৃদয়ে প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

ইজাবেল্। দেখি, কতদূর করিতে পারি। এই আশ্রমের কর্ত্রীকে এ বিষয় জানাইতে হইবে, পরে আমি লর্ড এঞ্জিলোর নিকট যাইব। আপনি আমার ভ্রাতাকে বলিবেন, অদ্য রাত্রেই আমি তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইব।

লুসিও প্রস্থান করিলেন।

---

(৪)

ইজাবেল্ শীঘ্রই রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং লর্ড এঞ্জিলোর সম্মুখে নতজানু হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এ অধীনী কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। যদি অনুমতি হয়, তবে নিবেদন করে।"

এঞ্জিলো। তোমার প্রার্থনা কি, তাহা বল।

ইজাবেল্ তখন কাতর-বচনে ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা করিলেন।

এঞ্জিলো। কুমারি! তাহা হইতে পারে না। তোমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে,—আর উপায় নাই।

ইজাবেল্। এ বিধি ন্যায্য হইলেও বড় কঠোর! ভ্রাতাকে তবে আর পাইব না?—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!

ইজাবেল্ প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

কিন্তু লুসিও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তিনি ইজাবেলের সঙ্গে সঙ্গে রাজভবনে গিয়াছিলেন। ইজাবেল্‌কে ফিরিতে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "একি! এখনই প্রস্থান করিতেছ? যাও—আবার যাও, কাতরতার সহিত প্রার্থনা কর, নতজানু হইয়া,—চাই কি চরণে ধরিয়াও ভ্রাতার জীবনভিক্ষা কর! এই কি তোমার প্রার্থনা করিবার রীতি? মানুষ যে, একটি অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রার্থী হইলেও এতদপেক্ষা অধিক আগ্রহ দেখাইয়া থাকে!"

তখন ইজাবেল্ আবার ফিরিলেন, পুনরায় নতজানু হইয়া, ভ্রাতার জীবনের জন্য বিশিষ্টরূপ প্রার্থনা করিলেন।

এঞ্জিলো। যে আদেশ দিয়াছি, তাহা হইবেই;—প্রার্থনায় কোন ফল নাই।

ইজাবেল্। কোন ফল নাই? কেন নাই? আমি যদি একটি কথা বলি, তাহা কি আর ফিরাইয়া লইতে পারি না? ধর্ম্মাবতার! প্রভো! ভাবিয়া দেখুন, দয়ার অধিক ধর্ম্ম নাই। রাজার মুকুট, অসীম শৌর্য্যবীর্য্য, মহামহোৎসব,—দয়ার সমতুল্য কিছুই নহে।—দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

এঞ্জিলো। কেন তুমি বৃথা কষ্ট পাও,—গৃহে ফিরিয়া যাও।

ইজাবেল্ তথাপি নিরস্ত হইলেন না, পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমার ভ্রাতা যদি আজ আপনার পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, আর আপনি যদি তাঁহারই ন্যায় স্খলিতপদ হইয়া এইরূপে অভিযুক্ত হইতেন, তবে তিনি কখনই আপনার ন্যায় দয়াশূন্য হইতেন না। হায়! ঈশ্বর যদি আমাকে আপনার ক্ষমতা দিয়া, আপনাকে ইজাবেল্ করিতেন, তাহা হইলে কি আপনি এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইতেন? কখনই না।—বিচারক ও বন্দী, উভয়ের মনোভাব আপনাকে বুঝাইয়া দিয়া দেখাইতাম যে, বন্দীর প্রতি বিচারকের মন কিরূপ হওয়া উচিত।"

এঞ্জিলো। কুমারি! বৃথায় এত কাতরতা দেখাইতেছ! দেখ, আমি

কি করিতে পারি? আমি তোমার ভ্রাতার দণ্ডদাতা নহি,—এই দেশের আইনই তাহার দণ্ডদাতা। যদি এই অপরাধী ব্যক্তি তোমার ভ্রাতা না হইয়া, আমার কোন পরমাত্মীয় হইত, তাহা হইলেও তাহাকে এইদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। সে আমার ভ্রাতা, অধিক কি শোণিততুল্য পুত্র হইলেও তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম না। অতএব আগামী কল্যই তোমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ইজাবেল্। কল্যই হইবে? রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! হায়! এখনও যে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন নাই? প্রভো! আমরা যে পোড়া উদরের জন্য পক্ষীগুলি বিনাশ করি, তাহারও একটা সময় অসময় আছে।—আর আপনি এত শীঘ্র একটা মানুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেছেন? ধর্ম্মাবতার! ভাবিয়া দেখুন, আমার ভ্রাতার ন্যায় এমন অপরাধ কত ব্যক্তিই করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই। আপনিই প্রথম এই কঠোর বিধির পরিচালনা করিতেছেন, আর আমার দুর্ভাগ্য ভ্রাতাই সর্ব্বপ্রথম এ বিধিবশে নিষ্পেষিত হইতেছে! একবার আপনি অন্তরের সহিত বিচার করিয়া দেখুন, ভ্রাতা আমার যে অপরাধে আজি অভিযুক্ত, আপনার অন্তরেও সেইরূপ অপরাধ আছে কি না? যদি সেখানেও সেইরূপ অপরাধ দেখিতে পান, তবে—তবে যেন প্রভো! এ চরম দণ্ডের উল্লেখ আর না করেন!"

ইজাবেলের এই শেষ কথাগুলি এঞ্জিলোর মর্ম্ম স্পর্শ করিল। পূর্ব্ব হইতে কুমারীর সেই অনুপম রূপ-মাধুরী এঞ্জিলোর হৃদয়ে একটা তুমুল তুফান তুলিয়াছিল। ধর্ম্মাবতারের হৃদয়, সেই রূপ-সুধা পানে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। যে অপরাধের জন্য হতভাগ্য ক্লডিওর আজ প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, অন্তরের অন্তরে লর্ড এঞ্জিলোও আজ সেই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আপনার সহিত সংগ্রামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বোধে, লর্ড এঞ্জিলো প্রলোভনকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, আসন পরিত্যাগ করিলেন। ইজাবেল্ তবুও ছাড়িলেন না, বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! আমি আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দিব,—আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

পুরস্কারের কথা শুনিয়া এঞ্জিলো কিছু ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি, তুমি আমাকে উৎকোচের প্রলোভন দেখাইতেছ?"

ইজাবেল্। না, আমি সে উৎকোচের কথা বলিতেছি না। আমি আপনাকে

এমন বস্তু উপহার দিব যে, স্বর্গের দেবতাগণও আপনার সহিত তাহা উপভোগ করিবেন। তুচ্ছ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপহার লইয়া, আপনি কি করিবেন? দেখুন, আমার এই জীবন, চির-কৌমার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি; সংসার-আসক্তিহীনা কুমারীর এই পবিত্র হৃদয়ের মঙ্গল-প্রার্থনা অপার্থিব ও অমূল্য বস্তু।—আপনাকে সেই অমূল্য বস্তু উপহার দিবার কথাই আমি বলিতেছিলাম।

এঞ্জিলো। ভাল, তুমি অদ্য প্রস্থান কর, কল্য আসিও, দেখা যাইবে,—কি করিতে পারি।

কিয়ৎক্ষণের জন্যও যে ভ্রাতার জীবন-রক্ষা হইল,তাহাতে ইজাবেল অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। এঞ্জিলো যে পুনর্ব্বার তাঁহার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, তাহাতে বিশেষ আনন্দিতও হইলেন। তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে ইজাবেল রাজভবন পরিত্যাগ করিলেন, এবং কৃতজ্ঞচিত্তে এঞ্জিলোকে বলিয়া গেলেন,—"জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন,—আপনার সকল আপদ-বিপদ দূর হউক!"

এঞ্জিলো মনে মনে বলিলেন,"তাই হউক!—তোমার এ দুর্জ্জয় রূপ-জ্যোতি হইতে যেন আমি নিস্তার পাই।"

---

(৫)

ধীরে ধীরে ধীরে সাধুচরিত্র এঞ্জিলোর হৃদয়ে একটুখানি কাল মেঘের সঞ্চার হইল। কুমারী ইজাবেলের রূপ-জ্যোতি তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এঞ্জিলো সেই অপরূপ রূপ-বহ্নিতে পুড়িবার জন্য পতঙ্গবৎ আত্মহারা হইলেন।

আবার শঙ্কা আসিল। এঞ্জিলোর হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল।

এঞ্জিলো ভাবিলেন,—"একি! সহসা আমার এ কি হইল? আবার তাহাকে দেখিতে, সেই চাঁদ-মুখখানি নিরীক্ষণ করিতে, সেই সুধাপূর্ণ কথাগুলি শুনিতে, কেন আমার এ লালসা জন্মিতেছে? আমি কি তবে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম? একি স্বপ্ন দেখিতেছি? হায়! কুমারীর পুণ্য-মন্দির ভাঙ্গিয়া আমার অপবিত্র বাসনার পরিতৃপ্তি করিতে সাধ! শত শত বারবনিতার হাব-ভাব ও লীলা-মাধুরী দেখিয়াছি, হৃদয়ে কখন ত এতটুকুও তরঙ্গ উঠে নাই! আর আজি এই ধর্ম্মশীলা, নির্ম্মলহৃদয়া কুমারীর দর্শনে হৃদয় এত চঞ্চল হইয়া

উঠিল? এই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে, প্রণয়োন্মত্ত কাহাকেও দেখিয়াছি ত, উপেক্ষার সহিত হাস্য করিয়াছি। আর এক্ষণে আমার নিজের এ কি চিত্তবিকার জন্মিল?"

রাত্রি আর কাটিতে চায় না! হৃদয়ের এমনই অবস্থায়, অতি কষ্টে এঞ্জিলো রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। সে কষ্টের অবস্থা বুঝি, কারগারে-আবদ্ধ সেই ক্লডিওকেও ভোগ করিতে হয় নাই।

পাঠক পাঠিকার স্মরণ আছে, ভিয়েনা-রাজ নগর পরিত্যাগ করেন নাই, ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর সাজে সেই নগরেই অবস্থান করিতেছেন। ক্লডিওর বিপদের কথা শুনিয়া, রাত্রেই তিনি সন্ন্যাসীর বেশে কারাগারে উপস্থিত হইলেন এবং ক্লডিওকে নানা প্রকার তত্ত্বোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে চিন্তা-পীড়িত ক্লডিও কিছু শান্তিলাভ করিল।

কিন্তু এঞ্জিলোর হৃদয়-দ্বার স্পর্শ করিয়া এমন উপদেশ দিবার লোক কেহ ছিল না; পাপের যন্ত্রণায় এঞ্জিলো একান্ত প্রপীড়িত। এঞ্জিলো কখন ভাবিতে ছেন,—"কি রূপ! আ মরি মরি! সকল ভুলিয়া সেই রূপের পূজা করিব! কুমারী কি আমার হইবে না?" এইরূপ, কখন সাধ হইল,—"ভুলাইয়া সেই পুণ্য-প্রতিমাকে আপনার করিয়া লই।" আবার কখন অনুতাপে প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল,—"হায়! আমি এ কি ভাবিতেছি!" কিন্তু শেষেদুর্জ্জয় কামনারই জয় হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে ইজাবেলের মুখে পুরস্কারের কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কুমারীকে কুপথগামিনী করিবার জন্য, নিজে এমন পুরস্কারের লোভ দেখাইতে সঙ্কল্প করিলেন যে, হয়ত তাহা অস্বীকার করা ইজাবেলের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিবে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "কুমারী যদি আমার হয়, তাহা হইলে তাহার ভ্রাতার জীবন দান করিব!—এই লোভ কি বালিকা সংবরণ করিতে পারিবে?"

পাপ সঙ্কল্পে রাত্রি শেষ হইল।

---

(৬)

পরদিন প্রাতে ইজাবেল্ রাজভবনে উপস্থিত হইলে, লর্ড এঞ্জিলো তাঁহাকে গোপনে সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। ইজাবেল্ কথামত নিভৃতে দেখা করিলেন। তখন সুযোগ বুঝিয়া এঞ্জিলো মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন,

"সুন্দরি! যদি তুমি তোমার এই রূপ ও যৌবন আমাকে দিতে পার, তবেই তোমার ভ্রাতার জীবনরক্ষা করিতে পারি। দেখ, জুলিয়েট যেমন তোমার ভ্রাতা ক্লডিওর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, আমার একান্ত অভিলাষ, তুমিও আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর। তোমায় আমি বড় ভালবাসি।"

কথা শুনিয়া ইজাবেলের মস্তক ঘুরিয়া গেল। বিচারকের এরূপ নীচ প্রস্তাবে তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। কিন্তু কোনরূপ রাগ বা উদ্ধতভাব প্রকাশ না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,"আমার ভ্রাতা জুলিয়েটকে এইরূপ ভালবাসিতেন, আর এইরূপ ভালবাসার জন্যই আপনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন!"

এঞ্জিলো। তা হউক; এখন ত আর তোমার ভ্রাতাকে এ আদেশ পালন করিতে হইতেছে না? দেখ,গভীর নিশীথে জুলিয়েট যেমন আত্মগোপন করিয়া, পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক,প্রতি রজনী ক্লডিওর সহিত যাপন করিতেন,তুমিও যদি আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে সম্মত হও, তবে তোমার ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা হইবে।

এবার আর ইজাবেল্ আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তরে যুগপৎ ক্রোধ, ক্ষোভ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। যে অপরাধের জন্য তাঁহার ভ্রাতা আজি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে বসিয়াছেন,—কি আশ্চর্য্য! স্বয়ং বিচারপতিও ধর্ম্মতঃ সেই অপরাধে অপরাধী! ইজাবেল্ স্পষ্টই বলিলেন,—"দেখুন, আপনার এ ঘৃণিত প্রস্তাব অতীব লজ্জাকর। যদি আমার ভ্রাতার পরিবর্ত্তে এ মৃত্যু-দণ্ড আমার হইত, শত বেত্রাঘাতও অমূল্য পদার্থের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিতাম! কিন্তু আপনার এই অতি ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা, চির-অভীপ্সিত সুখ-শয্যার ন্যায়—মৃত্যু-শয্যা আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি! না, আমার বোধ হইতেছে, ইহা আপনার অন্তরের কথা নয়। অন্ততঃ, আমার এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার মনে হয়, বুঝি বা আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন!"

কিন্তু এঞ্জিলো শপথপূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—"সুন্দরি! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার আন্তরিক কথা জানিও।"

এইরূপ যথার্থ শপথ করিতে দেখিয়া ইজাবেল্ অত্যন্ত কুপিত হইলেন; বলিলেন, "আপনাকে আর ধর্ম্মের শপথ করিয়া এ পাপবাসনা জানাইতে

হইবে না। ধর্ম্মাবতার! সাধু এঞ্জিলো! এখনও বলিতেছি, সাবধান হউন! নহিলে এ কথা লোক-সমাজে প্রচার করিয়া দিব। আমার ভ্রাতাকে এখনই ক্ষমা-পত্র লিখিয়া দিন্; নহিলে জগৎ-সমক্ষে জানাইব, ভিয়েনার রাজ-প্রতিনিধি এঞ্জিলো কি প্রকৃতির লোক!"

এঞ্জিলো। ইজাবেল্! তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে বল? আমার অকলঙ্ক চরিত্র,—আমার জীবনের পবিত্রতা এবং ন্যায়পরতা সর্ব্বজনবিদিত; তুমি আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না, এবং বিশ্বাস করিলেও তাহা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না। যদি ভাইকে বাঁচাইতে চাও, যাহা বলিলাম, তাহাতে সম্মত হও। নহিলে কল্যই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। আর আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহাই বলিয়া বেড়াইও,—তোমার সত্য অপেক্ষা আমার মিথ্যার গৌরব অধিক জানিও। আমার মিথ্যাই জয়লাভ করিবে! বরং আজ তুমি এ বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা কর। যদি আমার প্রস্তাব সঙ্গত বোধ হয়,ত কল্য উত্তর দিও।

ইজাবেল্ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

(৭)

"হায়, কাহাকে এ কথা জানাইব?—কে-ই বা ইহা বিশ্বাস করিবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইজাবেল্, যেখানে তাঁহার ভ্রাতা কারারুদ্ধ ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

ইজাবেল্ দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতা এক সন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপ-কথন করিতেছেন। যেমন আর কেহ জানিত না, তেমনি ইজাবেল্ও জানি-তেন না যে, ছদ্মবেশী সেই সন্ন্যাসী—স্বয়ং ভিয়েনার অধিপতি। ভিয়েনা-রাজ সেই সন্ন্যাসীর বেশে জুলিয়েটের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহাকেও তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। হতভাগিনী জুলিয়েট দুঃখে ও অনু-তাপে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তখন সকল কথাই ব্যক্ত করিয়াছিল; এবং বলিয়াছিল,—"সকল দোষ আমার, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্লডিওর অসৎ প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম।"

ইজাবেল্ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,"এ স্থান শান্তিপূর্ণ হউক!"

সন্ন্যাসী। কে তুমি? এখানে আসিতে পার।

ইজাবেল্। ক্লডিওর সহিত আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন; দুই একটা কথা আছে।

তখন ছদ্মবেশী ভিয়েনা-রাজ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আগন্তুকের সহিত বন্দীর কথা-বার্ত্তা শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া, কারাগারের রক্ষককে বলিয়া, এক স্থানে লুক্কায়িত রহিলেন। তিনি লুকাইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

ক্লডিও বলিতেছেন,—"ভগিনি! সংবাদ কি?"

ইজাবেল্। (বিষণ্ণভাবে) আর 'সংবাদ কি'! উপায় আর কিছুই নাই। হায়, কল্যই তোমায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে!

ক্লডিও। কল্যই?—বাঁচিবার কোন উপায় নাই?

ইজাবেল্। একমাত্র উপায় আছে। কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করিলে তোমার বাঁচিতে সাধ হইবে না!

ক্লডিও। (সাগ্রহে) ভগিনি! সে উপায় কি, আমায় বল।

ইজাবেল। তোমায় বলিতে কি,—কিন্তু ক্লডিও, আমার আশঙ্কা হয়, পাছে তুচ্ছ জীবনের মায়ায়,—ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মান-সম্ভ্রম—সকলই জলাঞ্জলি দিতে তোমার প্রবৃত্তি হয়!—মরিতে তোমার সাহস আছে? মৃত্যুভয়ে ক্ষুদ্র কীটাণুও যেমন যন্ত্রণা পায়, অতি বিক্রমশালী অসমসাহসী মানুষও সেইরূপ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। তাই বলি,—মরিতে কি তোমার সাহস আছে?

ক্লডিও। ভগিনি, তুমি আজ আমায় এরূপ লজ্জা দিতেছ কেন? কুসুম-কোমলা তুমি;—তুমি কি মনে কর, হৃদয়ের এই দৃঢ়তা, তোমার নিকট আমায় শিখিতে হইবে? যদি আমায় মরিতে হয়,—নিশ্চয় জানিও, নব-পরিণীতা নায়িকা-বোধে, মৃত্যুকে হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিব!

ইজাবেল্। আমার ভ্রাতার যোগ্যই কথা বটে। তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, পিতার সমাধি-স্তম্ভ হইতে যেন এই কথার প্রতিধ্বনি হইল!—ক্লডিও! তোমার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য। দেখ, নীচাশয় বিচার-পতি এঞ্জিলোর ইচ্ছা,—সে কথা মুখে আনিতেও সঙ্কোচ হয়,—আমি তাহার



পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ করি ;—তাহা হইলে সে পাপিষ্ঠ তোমায় মুক্তি দেয়।—উঃ! কি পাপ-অভিসন্ধি! কি ভয়ানক কপটতা! দেখ, সেই পাপিষ্ঠ যদি তোমার প্রাণ বিনিময়ে আমার প্রাণ লইবার আদেশ করিত, তুচ্ছ তৃণবৎ অকাতরে তাহা দিতে পারিতাম ;—কিন্তু প্রাণ থাকিতে আমার ধর্ম্ম দিতে পারি না!

ক্লডিও। ভগিনি! তোমার মঙ্গল হউক।—

ইজাবেল্। (সহঃখে) তবে—তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

ক্লডিও। মৃত্যু?—মৃত্যু বড় কষ্টকর।

ইজাবেল্। কিন্তু ঘৃণিত ও কলঙ্কিত জীবন-আরও কষ্টকর!

ক্লডিওর মনে কিন্তু এ কথা স্থান পাইল না। মৃত্যুর চিন্তা ও জীবনের মায়ায় ক্লডিও চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"স্নেহময়ী ভগিনি! ইজাবেল্! দোহাই তোমার,—এ যাত্রা আমার প্রাণ রক্ষা কর! দেখ, ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিতে যদি তোমার ধর্ম্মও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও তোমার পাপ নাই,—বরং পুণ্য আছে!"

ক্লডিও নতজানু হইয়া ইজাবেলের হাত ধরিল।

ইজাবেল্। হতভাগ্য! কাপুরুষ! বাঁচিতে এত সাধ! ভগিনীকে পাপে ডুবাইয়া নিজে বাঁচিতে ইচ্ছা কর? ছি! ছি! এমন ঘৃণিত অভিলাষ কিরূপে জানাইলে? আমি জানিতাম, আমার ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষা করিতে, তোমার একটি মস্তক কেন,—বিংশতি মস্তক থাকিলেও যদি তাহা মশানে প্রদান করিতে হইত, তুমি তাহাও করিতে;—তথাপি ভগিনীকে কিছুতেই কলঙ্কিনী হইতে দিতে না!

ক্লডিও। শুন ভগিনি! আমার এখনও কথা আছে।

কিন্তু সে কথা হইতে-না-হইতে অন্তরাল হইতে ছদ্মবেশী ভিয়েনা-রাজ বহির্গত হইলেন। বলিলেন,"ক্লডিও, তোমাদের কথাবার্ত্তা আমি সমস্তই শুনিয়াছি। এঞ্জিলোকে আমি বিশেষরূপ চিনি। তোমার ভগিনীর প্রতি তাঁহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল না। কেবল তোমার ভগিনীর সতীত্ব পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তোমার ভগিনী যথার্থই সতী এবং এঞ্জিলোর প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া যথার্থই সতীত্বের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ক্লডিও, তোমায় যে তিনি ক্ষমা করেন, এমন সম্ভাবনা দেখি না। অতএব তুমি জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

ক্লডিও। ভগিনি! তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর। তোমার কথায় আমার মোহ অপসারিত হইয়াছে। জীবনে, আর আমার কোন মায়া-মমতা নাই,—মৃত্যু হইলেই এখন বাঁচি।

এইরূপে লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া, ক্লডিও কারাগৃহের অন্য কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

(৮)

ছদ্মবেশী ভিয়েনা-রাজ ইজাবেল্‌কে একাকিনী পাইয়া, তাঁহার সতীত্ব-রক্ষণে এইরূপ প্রাণপণ যত্নের একান্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ তোমাকে যেমন অলোক-সামান্য রূপ দিয়াছেন, তোমার প্রকৃতিও তেমনই মধুর করিয়া গড়িয়াছেন। যথার্থই তুমি রমণী-রত্ন।"

ইজাবেল্। ওঃ! ভিয়েনা-রাজ এই এঞ্জিলোকে সৎপ্রকৃতি ও সাধুচরিত্র জানিয়া কি প্রতারিতই হইয়াছেন! যদি কখন রাজা পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া আসেন এবং যদি আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু বলিতে পারি, তবে এঞ্জিলোর এই বিচার-নীতির বিস্তারিত কাহিনী তাঁহাকে শুনাইব।

সন্ন্যাসী। রাজার সহিত তোমার দেখা হইতে পারে এবং তুমিও সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পার,—কিছুই অসম্ভব নহে;—কিন্তু ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এঞ্জিলোর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ না টিকিতেও পারে। অতএব আমার একটি পরামর্শ শুন। আমি বিশ্বাস করি, সেই পরামর্শ-মত কাজ করিলে, তুমি এক দুঃখিনী, অত্যাচার-পীড়িতা রমণীর দুঃখ দূর করিতে পারিবে। এবং এই নিষ্ঠুর দণ্ড হইতে আপন ভ্রাতাকেও উদ্ধার করিতে পারিবে। ইহাতে তোমার নিজের চরিত্রেও কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না, উপরন্তু ভিয়েনারাজ যদি কখন দেশে ফিরিয়া আসেন, তবে তিনিও তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

ইজাবেল্। আপনার পরামর্শমত কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতে কোন অধর্ম্মের সংস্রব থাকিলে আমা দ্বারা তাহা হইবে না।

রাজা। সাধ্বীর যোগ্য কথা!—ধর্ম্মই প্রকৃত বলশালী। যাহার চিত্তে ধর্ম্ম বিরাজ করেন, সে নির্ভীক ও প্রকৃত সাহসী।—এখন যাহা বলিতেছিলাম:—বোধ হয়, তুমি মেরিয়ানার কথা শুনিয়া থাকিবে। ফ্রেডারিক নামে এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন; তিনি সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন; মেরিয়ানা তাঁহারই ভগিনী।

ইজাবেল্। আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি। লোকে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিয়া থাকে।

রাজা। সেই মেরিয়ানা, রাজ-প্রতিনিধি এঞ্জিলোর পরিণীতা ভার্য্যা। ফ্রেডারিক যে জাহাজে জলমগ্ন হন, সেই জাহাজে মেরিয়ানার বিবাহের

যৌতুকের ধনসম্পত্তি ছিল। এঞ্জিলো সেই ধনসম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হইলেন। তাহাতে সেই দুঃখিনী রমণীর সমূহ কষ্ট হইল। ভাই গেল, সম্পত্তি গেল, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর স্নেহেও অভাগিনী চিরবঞ্চিত হইল। এঞ্জিলো—নিষ্ঠুর এঞ্জিলো কেবল বাহিরেই সাধুতার ভাণ করিয়া থাকে।—সে অনায়াসে সেই সুশীলা সহধর্ম্মিণীর বিরুদ্ধে একটা কলঙ্ক রটাইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। অথচ লোককে বুঝিতে দিল না যে, প্রকৃত কারণ কি। সে কারণ আর কিছুই নহে, —ধন-সম্পত্তিলাভে নিরাশ হইয়া এঞ্জিলো পত্নীকে পরিত্যাগ করিল। তখন নিরুপায় মেরিয়ানা নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিল। হতভাগ্য এঞ্জিলো এতটুকুও সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিনী পত্নীর এক বিন্দুও অশ্রুজল মুছাইল না। স্বামীর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণে, মেরিয়ানার প্রণয়-স্রোত যদি মন্দীভূত হইত, তাহা-হইলেও বিশেষ নিন্দার বিষয় হইত না। কিন্তু বাধা পাইয়া স্রোতস্বতী যেমন পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়, মেরিয়ানার ভালবাসা, সেইরূপ প্রথম-মিলনের ন্যায়, স্বামীর প্রতি অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে।—তারপর, তোমায় এখন যাহা করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলি শুন। তুমি লর্ড এঞ্জিলোর নিকট যাও, এবং তোমার ভ্রাতাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার ঘৃণিত প্রস্তাবে মৌখিক সম্মতি প্রকাশ কর। তাহা হইলে, যেমন তোমার ভ্রাতার প্রাণরক্ষা হইবে, সেই সঙ্গে দুঃখিনী মেরিয়ানারও সকল দুঃখের অবসান হইবে। অতঃপর যুক্তিমত রাত্রিতে, অন্ধকারে, যখন তোমার এঞ্জিলোর নিকট যাইবার কথা স্থির হইবে, সেই সময় তোমার পরিবর্ত্তে স্বয়ং মেরিয়ানা এঞ্জিলোর, নিকট উপস্থিত হইবে। সে অন্ধকারে, এঞ্জিলো নিশ্চয়ই মেরিয়ানাকে চিনিতে পারিবে না।—ভদ্রে! আমার এ প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইও না। এঞ্জিলো মেরিয়ানার স্বামী। স্বামীস্ত্রীর এরূপ সম্মিলনে কোন দোষ নাই। এখন তুমি সম্মত হইলেই হয়।

ইজাবেল্ সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং উপস্থিত পরামর্শমত কার্য্যের সূচনা করিতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ছদ্মবেশী ভিয়েনা-রাজ, মেরিয়ানাকে এই সকল ব্যাপার জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্থান করিলেন।

রাজা সেইরূপ ছদ্মবেশে ইতিপূর্ব্বেও মেরিয়ানার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং নানারূপ ধর্ম্মোপদেশে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

মেরিয়ানাও তাঁহাকে পবিত্রচেতা সাধুপুরুষ জানিয়া, আপন দুঃখকাহিনী আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলেন। আজিও আবার মেরিয়ানা তাঁহারই পরামর্শমত চলিবেন স্থির করিলেন।



(৯)

ইজাবেল্ নির্দ্ধারিত সময়ে মেরিয়ানার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ছদ্মবেশী ভিয়েনা-রাজও সেখানে উপস্থিত। তিনি ইজাবেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুমারি, এঞ্জিলোর সংবাদ কি? এখন কিরূপ করিবে, স্থির করিয়াছ?"

ইজাবেল যাহা স্থির করিয়াছিলেন, বলিলেন। বলিলেন, "এঞ্জিলোর একটি সুন্দর বাগান আছে। বাগানের চারিদিক ইষ্টক-প্রাচীরে ঘেরা; মধ্যস্থলে প্রবেশ-দ্বার। বাগানের পশ্চিমদিকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র; সেইখানে একটা বড় ফটক আছে। এঞ্জিলো দুইটি চাবি আমাকে দিয়াছেন। এই বড় চাবিটি দ্বারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফটক খোলা যাইবে, এবং এই ছোট চাবিটিতে উদ্যানের কপাট উদ্ঘাটিত হইবে। আমি বলিয়া আসিয়াছি, অদ্য নিশীথে সেই বাগান-বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; সুতরাং তিনিও আমার ভ্রাতাকে মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমি সেই উদ্যান-বাটী উত্তমরূপে চিনিয়া আসিয়াছি। এঞ্জিলো অতি চুপি চুপি, বিশেষ সতর্কতার সহিত দুইবার আমাকে সেই পথ চিনাইয়া দিয়াছেন।

সন্ন্যাসী। তোমাদের আর কিছু সঙ্কেত আছে?

ইজাবেল্। আর কিছুই নাই; তবে অধিক রাত্রে সেখানে যাইবার কথা আছে। আর, আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি, অধিকক্ষণ আমি তাঁহার নিকট থাকিতে পারিব না। কেন না, আমার সঙ্গে একজন পরিচারিকা থাকিবে; অবশ্য সে জানিবে, আমি গোপনে ভ্রাতার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।

ছদ্মবেশী ভিয়েনা-রাজ ইজাবেলের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। ইজাবেল্ মেরিয়ানাকে বলিলেন, "এঞ্জিলোর সহিত অধিক কথা কহিও না; কেবল বিদায়কালে এইমাত্র বলিয়া আসিবে, আমার ভ্রাতার কথা যেন স্মরণ থাকে।"

---

(১০)

সেই রাত্রে ইজাবেল্ মেরিয়ানাকে সঙ্গে লইয়া, লর্ড এঞ্জিলো-কথিত সেই নির্দ্দিষ্ট-স্থানে পঁহুছিয়া দিলেন। ইজাবেল্ মনে মনে আনন্দিত হইলেন যে, এই-রূপ কৌশলে যেমন আপনার ভ্রাতা ক্লডিওর জীবনরক্ষা হইল, তেমনই নিজের চরিত্রও অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু ক্লডিও যে বস্তুতই মুক্তি পাইবে, সে বিষয়ে ভিয়েনা-রাজের কিছু সন্দেহ ছিল। তাই তিনি সেই রাত্রেই কারাগারে প্রবেশ করিলেন। রাজা সে সময়ে সেখানে উপস্থিত না হইলে, বুঝি বা অবিলম্বে ক্লডিওর শিরশ্ছেদ হইত। কারণ, রাজা সেখানে গমন করিয়াই শুনিলেন যে, নিষ্ঠুর এঞ্জিলো ক্লডিওর শিরশ্ছেদের আদেশ পাঠাইয়াছেন এবং সেই আদেশ এরূপ

হইয়াছে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেন সেই ছিন্নমস্তক তৎসমীপে প্রেরিত হয়। কিন্তু ছদ্মবেশী রাজা ক্লডিওর শাস্তি স্থগিত রাখিয়া কারাধ্যক্ষকে বলিলেন যে, সেইদিন প্রাতে বন্দিশালায় যে লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাই ক্লডিওর মস্তক বলিয়া রাজপ্রতিনিধি-সমীপে প্রেরিত হউক।

কিন্তু কারাধ্যক্ষ সে কথা মানিতে পারিল না। মানিবে কিরূপে? কারাধ্যক্ষ ত জানে না যে, সে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী স্বয়ং ভিয়েনা রাজ। তখন অগত্যা, রাজা স্বনামাঙ্কিত এক পত্র দেখাইয়া কারাধ্যক্ষকে কহিলেন, "ইহাতে কি লেখা আছে, পাঠ করিয়া দেখ।—লেখা চিনিতে পার কি?"

তখন কারাধ্যক্ষ বুঝিল, রাজারই হস্তাক্ষর। রাজাদেশ পাঠ করিয়া বুঝিল, সন্ন্যাসী অবশ্যই রাজার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। সুতরাং কারাধ্যক্ষ আর কোন আপত্তি না করিয়া, ক্লডিওর শিরশ্ছেদের পরিবর্ত্তে, এক মৃত ব্যক্তির মস্তক লর্ড এঞ্জিলোর নিকট প্রেরণ করিল।

ছদ্মবেশী রাজা আরও এক কাজ করিলেন। তিনি লর্ড এঞ্জিলোকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন ;—"কোন ঘটনাবশতঃ প্রবাস-পর্য্যটন আমার হইল না। আমি আগামী কল্য ভিয়েনায় উপস্থিত হইব। আপনি সেই সময় নগরদ্বারে উপস্থিত থাকিয়া আপনার কার্য্যভার আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। আর সমস্ত প্রজাবৃন্দের অবগতির জন্য ইহাও প্রচার করিয়া দিবেন যে, কোন প্রকার অবিচার বা অত্যাচারে যদি কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহারা যেন সেই সময় আমার নিকট আবেদন করে।"

---

(১১)

সেই দিন অতি প্রত্যূষে ইজাবেল্ বন্দিগৃহে উপস্থিত হইলেন। ছদ্মবেশী রাজাও সেখানে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইজাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভ্রাতার সংবাদ কি? তিনি বন্দিগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন কি না?"

রাজা। এঞ্জিলো তোমার ভ্রাতাকে চিরদিনের জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় দিয়াছেন। তাঁহার ছিন্ন-মস্তক লর্ড এঞ্জিলোর নিকট প্রেরিত হইয়াছে!

তখন ইজাবেল্ উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হা মন্দভাগ্য

ক্লডিও! হা দুঃখিনী ইজাবেল্! জগতে বিচার কৈ?—নিষ্ঠুর এঞ্জিলো! তোমার মনে এই ছিল?"

রাজা অনেক সান্ত্বনা করিয়া, ইজাবেলের শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, আজি প্রাতে ভিয়েনা-রাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। যদি এঞ্জিলোর অবিচারের জন্য রাজার সম্মুখীন হইতে চাও, তবে এই সময়! সকল কথা তোমার বিরুদ্ধে গেলেও তুমি ভীত হইও না।"

তখন, কিরূপে রাজার নিকট আবেদন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ দিয়া, ছদ্মবেশী ভিয়েনা-রাজ মেরিয়ানার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকেও সবিশেষ বুঝাইয়া রাখিলেন। বলা বাহুল্য, উভয়কেই এমন ভাবে বুঝাইলেন যে, যাহাতে আসল কথাও ব্যক্ত হইবে না, অথচ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে।

---

(১২)

যথাসময়ে ভিয়েনা-রাজ সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজবেশে সুসজ্জিত হইলেন এবং সমাগত জনতার মধ্য দিয়া স্বীয় প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। পুরদ্বারেই তিনি লর্ড এঞ্জিলোকে দেখিতে পাইলেন। লর্ড এঞ্জিলোও যথারীতি আপন কার্য্যভার ভিয়েনা-রাজকে বুঝাইয়া দিলেন। তারপর শোকার্ত্ত ইজাবেল্ বিচারপ্রার্থিনী হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অতি করুণস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! এই দুঃখিনীর এক আবেদন আছে। আমার নাম ইজাবেল্। ক্লডিও নামে আমার এক সহোদর কোন কুল-কুমারীর সহিত ব্যভিচার-অপরাধে লর্ড এঞ্জিলো-কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ভ্রাতার প্রাণরক্ষার্থ আমি লর্ড এঞ্জিলোর নিকট কত-না করিয়াছি!—আমি নতজানু হইয়া কত প্রার্থনা করিয়াছি; কতবার তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন,তথাপি আমি কতবার অনুনয়-বিনয় করিয়াছি। সে অনেক কথা। আপনাকে সকল বলা নিষ্প্রয়োজন। একটা কথা কেবল আপনাকে নিবেদন করিব। অত্যন্ত দুঃখ, লজ্জা ও সঙ্কোচের সহিত সে কথা বলিতে হইতেছে। না বলিলেও নয়, বলিয়া বলিতেছি। মহারাজ! অবধান করুন;—স্বয়ং বিচারপতি এঞ্জিলো আমার কুমারী-ধর্ম্মের বিনিময়ে আমার ভ্রাতার জীবনদান করিতে চাহিয়াছিলেন। এ কথায় প্রথমে আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। কিন্তু শেষে ভ্রাতৃস্নেহের নিকট

আমার ধর্ম্ম ও মনের বল পরাজিত হইল, সুতরাং এঞ্জিলোর অভিপ্রায়মত কার্য্য আমি করিলাম। ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলাম, কিন্তু হায়, মহারাজ! তবুও লর্ড এঞ্জিলো আপন প্রতিজ্ঞা রাখিলেন না।—গত রাত্রে আমার ভ্রাতার শিরচ্ছেদ হইয়াছে!"

ব্যাপারটা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য,—রাজা এইরূপ ভাণ করিলেন। তখন এঞ্জিলো বলিলেন, "দণ্ডবিধি-শাস্ত্রের বিধানমত ইহার ভ্রাতা শাস্তি পাইয়াছে; সেই শোকে এই রমণী পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে।"

তখন, আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। মেরিয়ানাও বিচারপ্রার্থিনী হইয়া বলিল,—"মহারাজ! স্বর্গ হইতে যেমন আলোকরশ্মি আসিয়া থাকে; ধার্ম্মিকের বাক্যে যেমন সত্য নিঃসৃত হয়; সত্য-বচনে যেমন ধর্ম্মের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে;—সেইরূপ সুনিশ্চিত রূপে আমিও এই এঞ্জিলোর পরিণীতা ভার্য্যা। ইজাবেল্ যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, গত রাত্রে আমি আমার স্বামীর সহিত উদ্যান-গৃহে রাত্রিযাপন করিয়াছি। যাহা বলিতেছি, এ কথা অতি সত্য। যদি সত্য বলিয়া থাকি, তবে আমি এখনই উঠিব, নহিলে যেন প্রস্তরমূর্ত্তির মত এইখানে বসিয়া থাকি।"

রাজা, তাঁহার ছদ্মবেশকালে আপনাকে 'লডোউইক' নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। ইজাবেল্ এবং মেরিয়ানা উভয়েই বলিলেন, "সন্ন্যাসী লডোউইক আমাদের এ সকল কথা জানেন।"

রাজাও বুঝিলেন, এইরূপ বাক্-বিতণ্ডার ভিতর হইতেই ইজাবেলের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বিকাশ হইবে। অতএব সেই পন্থারই অনুসরণ করা প্রশস্ত। কিন্তু এঞ্জিলো বুঝিলেন,—অন্যরূপ। তিনি ভাবিলেন এবং ভাবিয়া সন্তুষ্টও হইলেন যে, এই দুই রমণী যখন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতেছে, তখন তাঁহার দোষ কিছুতেই প্রমাণিত হইবে না। তাই বলিলেন, "মহারাজ! এই দুই রমণীর কথাবার্ত্তা শুনিলেন! দেখুন, এতক্ষণ আমি অনেক কষ্টে হাস্য-সংবরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সহিষ্ণুতার সীমা আছে। মহারাজ! আমার বিশ্বাস হইতেছে, এই দুই রমণীর অন্তরালে কোন দুষ্ট লোক বিদ্যমান আছে। সেই সন্ন্যাসীই বোধ হয়, এই অনর্থের মূল, এবং সেই ব্যক্তিই আমাকে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্যই ইহাদিগকে এরূপ কুমন্ত্রণায় উত্তেজিত করিয়াছে। আমায় অনুমতি করুন, আমি ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করি।"

রাজা। আমি অন্তরের সহিত বলিতেছি,এই দুষ্ট ব্যক্তিকে ধরিতে পারিলে, আপনার ইচ্ছামত, আপনিই যথেচ্ছ শাস্তি দিবেন। আর মন্ত্রী এস্-কেলাস্, তুমিও লর্ড এঞ্জিলোর সহিত থাকিয়া, এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে যত্নবান্ হও।

লর্ড এঞ্জিলোর বিশ্বাস, সেই দুষ্ট সন্ন্যাসীই এই দুই রমণীকে এই অভিযোগে উত্তেজিত করিয়াছে; কাজেই সন্ন্যাসীকে বিচার-স্থানে আনয়নের জন্য লোক প্রেরিত হইল। ছদ্মবেশী রাজা বলিলেন, "সে এইখানে উপস্থিত হইলে, তোমা-দিগের বিবেচনামত, তাহাকে কঠিন দণ্ড দিও। আমি কিছুক্ষণের জন্য এখান হইতে যাইব। কিন্তু লর্ড এঞ্জিলো, যে পর্য্যন্ত না এ বিষয়ের একটা স্থির-মীমাংসা হয়, সে পর্য্যন্ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানেই থাকিবেন।"

---

(১৩)

রাজা আবার সেই সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে, সেই 'লডোউইক' সাজিলেন। সেই বেশেই লর্ড এঞ্জিলো ও এস্কেলাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ছদ্মবেশ এরূপ অদ্ভুত যে, সমবেত দর্শকগণ ত দূরের কথা, স্বয়ং লর্ড এঞ্জিলো ও মন্ত্রী এসকেলাস্ও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভিয়েনা-রাজ, বেশও যেমন পরি-বর্ত্তন করিয়াছিলেন, কণ্ঠস্বরও সেইরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মন্ত্রী এস্কেলাস্ লর্ড এঞ্জিলোর চরিত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্; সুতরাং এঞ্জিলোর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ, তাঁহার একেবারেই বিশ্বাস হইল না। মন্ত্রী এসকেলাস্ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি লর্ড এঞ্জিলোর বিরুদ্ধে এই দুই রমণীকে উত্তেজিত করিয়াছিলে?"

সন্ন্যাসী। আপনাদের রাজা কোথায়? আমার যাহা বলিবার, তাঁহাকেই বলিব।

মন্ত্রী। আমাদিগকেই উপস্থিত রাজা বলিয়া মনে কর;—রাজ-শক্তি এখন আমাদিগেরই হস্তে।

তখন সেই সন্ন্যাসী, রাজার বিস্তর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "এ বিচার ভাল বটে। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ,তাহারই হস্তে বিচারের ভার! এই ভিয়েনা পর্য্যটনকালে অনেক প্রকার দেখিলাম! দেখিলাম, চারিদিকেই

বিশৃঙ্খলা। রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া থাকা, রাজার কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই।”

মন্ত্রী, রাজার এইরূপ নিন্দাবাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সন্ন্যাসীকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

তখন রাজা সহসা সেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। লর্ড এঞ্জিলো, মন্ত্রী এস্‌কেলাস্‌ এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দ,—সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—সন্ন্যাসী লডোউইক স্বয়ং রাজ-রাজেশ্বর ভিয়েনা-রাজ!

রাজা সর্ব্বপ্রথমে ইজাবেল্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ইজাবেল্‌! যাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিয়াছিলে, সে—আমি! কিন্তু এই বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমার মনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না,—জানিবে। আমা দ্বারা তোমার এখনও যে কার্য্য হইতে পারে, বল, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।”

ইজাবেল্‌। মহারাজ! আমায় ক্ষমা করুন। এ দাসী আপনাকে চিনিতে না পারিয়া, অনেক প্রকারে [illegible] ষ্ট দিয়াছে।

রাজা। আমিই বরং তো[illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করি। কারণ, আমি সকল জানিয়া-শুনিয়াও তোমার [illegible] ন রক্ষা করিতে পারি নাই।

তখনও রাজা বলিলেন না যে, ই[illegible] র সেই সহোদর জীবিত আছে। কারণ, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সাধ, ইজাবেলের হৃদয়ের মহত্ত্ব পরীক্ষা করেন।

নিমেষ মধ্যে এঞ্জিলো সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন, স্বয়ং ভিয়েনা-রাজ প্রচ্ছন্নবেশে থাকিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী সমস্তই দেখিয়াছেন। সকল কথা স্মরণ করিয়া এঞ্জিলো মরমে মরিয়া গেলেন। বলিলেন,“মহারাজ! অন্তর্য্যামী বিধাতা-পুরুষের ন্যায় আপনি আমার সকল কার্য্যই দেখিয়াছেন! দোষ ঢাকিতে, আমি আর চেষ্টা করিব না। আমি নিজ মুখেই সকল কথা স্বীকার করিতেছি। প্রভো! আমায় আর লজ্জা দিবেন না;—এই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া কর্ত্তব্য পালন করুন।”

রাজা। হাঁ, তাহাই হইবে। তোমার দোষ সকলই ব্যক্ত; লুকাইবার আর কিছুই নাই। ক্লডিও যেরূপে যেখানে দণ্ডিত হইয়াছে, তোমাকেও সেইখানে সেইরূপে দণ্ড পাইতে হইবে। আর মেরিয়ানা, তোমার সকল বিষয়-

সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া, তোমা হইতে উৎকৃষ্ট পাত্রে পুনর্ব্বার পরিণীতা হইতে পারিবেন, আমি ব্যবস্থা করিলাম।

মেরিয়ানা। মহারাজ, রক্ষা করুন! আমার আর উৎকৃষ্ট পতির আবশ্যক নাই।—আমি এই নতজানু হইয়া করযোড়ে আমার স্বামীর জীবন-ভিক্ষা করিতেছি! ভগিনী ইজাবেল্! তুমিও আমার হইয়া মহারাজের কৃপা-প্রার্থনা কর! দেখ, যতদিন বাঁচিব, তোমার নিকট ক্রীত কিঙ্করী হইয়া থাকিব!

রাজা। মেরিয়ানা! তুমি, এ কি বলিতেছ? ইজাবেল্ যদি এঞ্জিলোর জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন, তবে ক্লডিওর প্রেতাত্মা আসিয়া, ইহাঁকে ভয়-চকিত করিয়া, এখনই এখান হইতে অন্তর্হিত করিবে!

তবুও মেরিয়ানা বলিতে লাগিলেন;—"ইজাবেল্! ভগিনি! আমার কথা রাখ! আমারই পার্শ্বে নতজানু হইয়া করযোড়ে মহারাজের পানে চাও! তোমার কিছু বলিতে হইবে না; যাহা বলিবার, আমিই বলিতেছি। দেখ, পাপই অনেক সময় লোককে সাধু করিয়া তোলে; কারণ, পাপাচার ব্যক্তি আন্তরিক অনুতাপ করিলে, শেষে উন্নত-চরিত্র লাভ ক[illegible] আমার স্বামীরও সেইরূপ হইতে পারে। ইজাবেল্! আমার ব[illegible]টিবার মহারাজের——"

ভিয়েনা-রাজ সে কথায় বাধা [illegible] দৃঢ়তার সহিত কহিয়া উঠিলেন, "ক্লডিওর হত্যাপরাধে অবশ্যই এ[illegible] প্রাণদণ্ড হইবে!"

এইবার ইজাবেল্ নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "মহারাজ! এই ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করুন! মনে করুন, আমার ভ্রাতা বাঁচিয়া আছেন! লর্ড এঞ্জিলো যে পর্য্যন্ত আমাকে দেখেন নাই, সে পর্য্যন্ত যথার্থই ন্যায্য-বিচার করিয়াছেন। অন্ততঃ এই জন্যই ইহাঁকে অব্যাহতি দিন। আমার ভ্রাতা যথার্থই দোষ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছেন! —আপনি ইহাঁকে ক্ষমা করুন!"

অতি-বড়-শত্রুর প্রতিও ইজাবেলের এইরূপ দয়া দেখিয়া, রাজা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন, এঞ্জিলোর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট শাস্তি।

এইরূপে এঞ্জিলোর জীবন রক্ষা হইলে, রাজা জনৈক অনুচরকে অনুমতি করিলেন,—"বন্দি-গৃহ হইতে ক্লডিওকে এখানে লইয়া আইস।"

ক্লডিও তখন পর্য্যন্তও জানিতেন না যে, তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন কিনা।

কেবল কারাধ্যক্ষই তাহা বুঝিয়াছিল। ক্লডিও সেখানে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "ইজাবেল্! এই তোমার ভ্রাতাকে লও। দেখ, তোমারই জন্য তোমার ভ্রাতাকে আমি রক্ষা করিয়াছি।"

চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

এইবার ভিয়েনা-রাজ ইজাবেল্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! চমৎকৃত হইতেছ? আমাকে কি দিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে, ভাবিতেছ?



তা দেখ, আমি তোমার নিকট হইতে অন্য কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করি না,—তোমার হৃদয়গুণে আমি আকৃষ্ট,—বল সুচরিতে, তুমি আমার হইবে ?"

ইজাবেল্ও ভিয়েনা-রাজের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনিও মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এতক্ষণে এঞ্জিলো বুঝিলেন, তিনি নিরাপদ। তখন রাজা বলিলেন, "এঞ্জিলো, মেরিয়ানা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। এই পুণ্যচরিত্রা সাধ্বীকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ কর। ইহাঁরই মুখ চাহিয়া আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এই অমূল্য রত্ন আর কখন পদদলিত করিও না।"

এঞ্জিলো দুইদিনের রাজ-ক্ষমতা পাইয়া হৃদয় হইতে দয়া ও করুণা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, আজি দয়া ও করুণার অপার মহিমা বুঝিলেন। অতঃপর রাজা ক্লডিওকে আজ্ঞা করিলেন,—"তুমি জুলিয়েটকে বিবাহ কর।"

ইজাবেলের হৃদয়গুণে ও মহৎচরিত্রে রাজা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ইজাবেলকে মহিষীরূপে লাভ করিবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইলেন। ইজা-বেল তখন পর্য্যন্তও কুমারীব্রত অবলম্বন করেন নাই,—সুতরাং বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। রাজা ছদ্মবেশে কত যে, শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কিরূপ অপূর্ব্ব সহৃদয়তায় যে, সকল দিক রক্ষা করিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিয়া, ইজাবেল্ ভিয়েনা-রাজকে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

ইজাবেল ভিয়েনারাজ-মহিষী হইয়া, আপন মহৎ চরিত্রগুণে ভিয়েনার যাব-তীয় নারীজীবনে পুণ্য ও পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই সময় হইতে জুলিয়েটের ন্যায় আর কোন রমণী পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইল না। আর এদিকে সেই উদারচরিত ভিয়েনা-রাজ, গুণবতী পতিব্রতা ভার্য্যা লইয়া পরমসুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

দয়ারই জয় হইল।



কুঁদুলে স্ত্রীর বশ্যতা।

(THE TAMING OF THE SHREW.)

(১)

পাড়ুয়া নগরে বাপ্‌টিস্‌টা নামে এক সম্ভ্রান্ত ধনবান্ ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুইটি কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম কেথারিন্, কনিষ্ঠার নাম বায়েন্‌কা। কেথারিন্ অতি কর্কশ-প্রকৃতি, কলহপ্রিয়া ও পরুষভাষিণী ছিলেন। আর বায়েন্‌কা অতি সুশীলা, নম্রপ্রকৃতি ও মধুরভাষিণী বলিয়া সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতেন। বলা বাহুল্য, স্বভাবদোষে জ্যেষ্ঠা কেথারিন্ সকলেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এমন কি, দেশ যুড়িয়া তাঁহার নাম রটিয়াছিল,—"কুঁদুলে কেথারিন্!"

কন্যার এরূপ দুর্নামের আধিক্য দেখিয়া, বাপ্‌টিস্‌টা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণও তজ্জন্য দুঃখিত হইলেন। কারণ, কালক্রমে কেথারিন্ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেও, তাঁহার বর যুটিল না। দেশ যুড়িয়া অখ্যাতি,—কেথারিন্ বড় কর্কশা ও কোপন-প্রকৃতি; কাজেই সহসা সুপাত্র মিলিবে কিরূপে? বায়েন্‌কার বিবাহ-সম্বন্ধ অনেক স্থানেই হইতে লাগিল,—অনেক সুরূপ, ধনবান্ ও গুণবান্ যুবা তাঁহার পাণিগ্রহণে উৎসুক হইলেন; কিন্তু বাপ্‌টিস্‌টা, অগ্রে জ্যেষ্ঠাকে পরিণীতা না করিয়া, কনিষ্ঠার বিবাহ দেন কিরূপে?

এমন কিছুদিন অতীত হইল, পেক্রসিও নামে জনৈক ভদ্রলোক, কুঁদুলে কেথারিন্‌কে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। পেক্রসিও পাড়ুয়া নগরে, তাঁহার কোন বন্ধুর মুখে কেথারিনের দুর্নামের কথা সবিশেষ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। তাঁহার মনের বিশ্বাস এই, আপন চরিত্রের বল থাকিলে, যেরূপ স্ত্রীই হউক না

কেন, তাহাকে বশীভূত করা কঠিন নহে। বিশেষ, কেথারিন্ দেখিতেও কিছু মন্দ নয়।—তাঁহার রূপ আছে, যৌবন আছে, এবং তাঁহার পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন,—কন্যার বিবাহের যৌতুকে তিনি অবশ্যই প্রচুর অর্থ দান করিবেন,—এইরূপ পাঁচ-সাত ভাবিয়া, পেক্রসিও, ঐ বন্ধুর বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও কেথারিন্‌কে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজে যে সঙ্গতিহীন বা গুণহীন, তাহাও নহে।—তাঁহার কেমন একটা ঝোঁক চাপিল যে, "যাহাকে সকলেই মন্দ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে, আমিই তাহাকে বিবাহ করিয়া ভাল করিব।"

বস্তুতঃ, পেক্রসিওর এইরূপ সাহস বা মনের বল শোভাও পাইত। একদিকে তিনি যেমনি তেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি ও ধৈর্য্যশীল, এবং বিনয়ী ও নির্ভীক, অন্যদিকে আবার তেমনি সুরসিক ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। বিশেষ, তাঁহার এই একটা অসাধারণ গুণ ছিল,—যখন তিনি বেশ স্বাভাবিক শান্ত ও সুস্থির চিত্তে অবস্থান করিতেন, সে সময় ইচ্ছা করিলেই, সহসা অতি ভীষণ ক্রোধ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। অন্তরে ক্রোধের আদৌ কোন কারণ হয় নাই,—বরং চিত্ত বেশ নির্ম্মল ও প্রফুল্ল,—সেই অবস্থাতে দুর্জ্জয় ক্রোধের ভাণ করা, একটা কম ক্ষমতার কথা নহে। আবশ্যক হইলে, যখন তিনি এরূপ কৃত্রিম অভিনয়ের নায়ক হইতেন, তখন তাঁহার আপনা আপনিই হাসি পাইত; অথচ অনায়াসেই, সেই মনের হাসি তিনি মুখে চাপিতে পারিতেন।

---

(২)

পেক্রসিও বন্ধুর নিষেধ সত্ত্বেও, কেথারিনের পাণিগ্রহণার্থ বাপ্‌টিসটার ভবনে উপনীত হইলেন। পরে আপনার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা কেথারিনের অশেষ গুণের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে, আমি ভেরোনা নগর হইতে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, আপনার কন্যা অতি সুশীলা ও সুভাষিণী, অধিকন্তু রূপবতী;—আহা, ঈদৃশী গুণবতী কামিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে, আমি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বোধ করিব।"

বাপ্‌টিসটা, যদিও কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিয়া, অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, তথাপি এই বিদেশী বিবাহার্থী যুবককে ভুলাইয়া,

সত্যের অপলাপ করিয়া,কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা করিলেন না ; অথবা বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সত্য কথা বলিতে হইল। কারণ, তখনই একটা ঘটনা উপলক্ষে, তাঁহার সেই 'গুণধরী' কন্যার গুণ,—সেই বিবাহার্থী যুবকের সম্মুখেই প্রকাশ পাইল।—অকস্মাৎ কেথারিনের সঙ্গীত-শিক্ষক রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া, বীভৎসবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং বাপ্‌টিস্‌টাকে বলিল, "মহাশয়,আপনার কন্যার গুণ দেখুন!—গ্রহবশে, আমি তাঁর বীণাবাদনে একটা দোষ ধরিয়াছিলাম ; সেই অপরাধে তিনি আমার এই নিগ্রহ করিয়াছেন ;—সেই বীণাঘাতে আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন!"

সঙ্গীত-শিক্ষকের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র,পেত্রুসিও, যেন অতিমাত্র পুলকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"বাঃ বাঃ! রমণীর কি সাহস,—কি তেজস্বিতা! (বাপ্‌টিস্‌টার প্রতি) মহাশয়, আপনার এই কন্যাকে বিবাহ করিতে আমার আরও ঔৎসুক্য জন্মিল। যদি অনুমতি করেন, এখনই আমি স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করি।"

---

(৩)

অতঃপর পেত্রুসিও আরও ঔৎসুক্য দেখাইয়া কহিলেন, "দেখুন, একটা বিশেষ কার্য্যে আমি বড় ব্যস্ত আছি। আপনার এখানে ঘন ঘন আসা আমার ঘটিবে না। যদি আমাকে কন্যা দান করায় আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনি আমাকে একটা পাকা কথা দিন। আর আমিও ত আপনার নিকট অজ্ঞাতকুলশীল নহি,—আমার পিতার সহিত আপনার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। সম্প্রতি তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার সমুদয় বিত্ত-সম্পত্তির আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছি। এখন, আমাকে কন্যাদান করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে বিবাহের সময় কন্যাকে আপনি কি যৌতুক দিবেন, বলুন।"

বাপটিস্‌টা মনে মনে ভাবিলেন,—"এ মন্দ নয়! এ দুর্ভাগ্য যুবক, দেখিতেছি, প্রেম কি পদার্থ, জানে না। যাহা হোক, আমারও ত দায় উদ্ধার হওয়া চাই? তা এ ব্যক্তি যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তখন এ সুযোগ ত্যাগ করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। বিশেষ রূপে গুণে, কুলে

শীলে এবং ধনে মানে,—কোন অংশে এ ব্যক্তি ন্যূন নয়। সুতরাং ইহাকে জামাতা করিলে আমার গৌরব বাড়িবে বৈ কমিবে না।"

প্রকাশ্যে কহিলেন,—"বৎস, আপাততঃ আমি কন্যাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা যৌতুক প্রদান করিব। অতঃপর আমার পরলোকান্তে,এই কন্যা আমার সমুদয় বিষয়-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী হইবেন,—এরূপ লিখিয়া-পড়িয়া দিতেও আমি প্রস্তুত আছি।"

পেত্রুসিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বাপ্‌টিস্‌টা অন্তঃপুরে গমন করিয়া কন্যাকে তাহার এই বিবাহের সম্বন্ধের কথা জ্ঞাপন করিলেন, এবং পেত্রুসিওর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণাদি করিতে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

---

(৪)

এদিকে বাপ্‌টিস্‌টা প্রস্থান করিলে পর, পেত্রুসিও ভাবিতে লাগিলেন,—

"এখন এই কুঁদুলে কেথারিনের সহিত কিরূপ আলাপ আরম্ভ করা যায়? প্রথমতঃ অবশ্যই আমি ভদ্রোচিত মধুর সম্ভাষণ করিয়া আলাপ করিব। তাহাতে যদি সুন্দরী, স্বভাবদোষে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং অপ্রিয়বাদিনী হন, তাহা-হইলে আমি ক্ষুব্ধ বা অপ্রসন্ন হইব না, বরং অধিকতর প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যে কহিব—"আহা, মধুরভাষিণি! তোমার কণ্ঠস্বর কি মধুর! বোধ হইতেছে, আমার সম্মুখে যেন কোন মধুরকণ্ঠ বন-বিহঙ্গিনী গান করিতেছে!" তাহাতে যদি সুন্দরীর ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমি আরও স্তুতিবাদ করিয়া বলিব,—"আহা প্রিয়তমে, সদ্যো-বিকশিত, শিশির সিক্ত, প্রফুল্ল গোলাপ সদৃশ তোমার মুখের কি আরক্তিম অভিনব শোভাই হইল!" পরন্তু মনোমোহিনী যদি দুর্জ্জয় অভিমানে,আমার সহিত আদৌ বাক্যালাপ না করেন,তথাপি আমি তাঁহার বাক্‌শক্তির প্রশংসা করিব। গুণবতী যদি আরও বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন,—আমাকে কাছে বসিতে দিতেও যদি ইচ্ছা না করেন,তাহা হইলে এমন ভাব দেখাইব, যেন অহর্নিশ কাছে থাকিতে বলিয়া তিনি আমায় অনুগৃহীত করিলেন! এইরূপ, কেথারিন্ যে বিসদৃশ ভাবটি দেখাইবে, কৌশল পূর্ব্বক আমাকে ঠিক তার উল্‌টা—ভাল ভাবটি দেখাইতে হইবে। তাহা হইলেই কোন-না-কোন উপায়ে সুন্দরীর মন হরণ করিতে পারিব।"

পেক্রসিও মনে মনে এইরূপ নানা ভাবের কল্পনা করিতেছেন, এমন সময় কেথারিন্ সুন্দরী নিঃশব্দে তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।—মুখে 'হাঁ' 'না' কোন কথাই নাই!

পেক্রসিও বুঝিলেন,—প্রথম সাক্ষাতেই, দেবী নিজ মূর্ত্তি ধরিয়াছেন! তিনিও হটিবার পাত্র নহেন,—সহাস্যে, পরিচিত প্রণয়িজনের ন্যায় কহিলেন, "কেত্! নমস্কার। কেমন, সব কুশল ত?"

কেথারিন্। (গর্ব্বভরে) যাহারা আমার সহিত আলাপ করে, তাহারা আমাকে কেথারিন্ বলে।

পেক্রসিও। না কেত্! আমি এই পাদুয়া নগরীতে এই নামেই তোমাকে অভিহিত হইতে শুনিয়াছি।

কেথারিন্ অধিকতর বিরক্তি ও গর্ব্ব প্রকাশ করিলেন। পেক্রসিও তাহাতে মনঃক্ষুণ্ণ না হইয়া অধিকতর স্নেহময় মধুরস্বরে কহিলেন, "না কেত্! এটি তোমার মিথ্যা কথা,—আমি সহস্র স্থানে তোমার এই নামই শুনিয়াছি। বাড়ার ভাগে কেহ বা তোমাকে 'আমুদে কেত্' বলে, আর কেউ বা তোমাকে 'কুঁদুলে-কেত্'ও খেতাব দেয়। তা যার যেমন রুচি-প্রবৃত্তি। এখন সে কথা থাক্। দেখ কেত্, সত্য বলিতেছি, এই বিপুল খৃষ্টান সমাজের সর্ব্বত্রই আমি তোমার গুণের কথা শুনিয়াছি। যখন যেখানে গিয়াছি, তোমার প্রশংসা শুনিয়াছি। তাই মুগ্ধ হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি, তোমাকে ভিন্ন, এ জীবনে আমি আর কাহাকেও প্রাণের ঈশ্বরী করিব না!—এখন প্রিয়তমে, অধীনের প্রতি প্রসন্ন হও।"

কিন্তু 'ভবী ভুলিবার নয়।' এত স্তব-স্তুতি, অনুনয়-বিনয়, সদালাপ-সৌজন্যেও কেথারিনের মন কোমল হইল না। সে, বরাবর সমানভাবে, তাহার স্বভাবসিদ্ধ পরুষকণ্ঠে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল। পেক্রসিও নাকি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন, তাই কোন কথাই গায়ে মাখিলেন না। কেথারিন্ তাঁহাকে যতই অপ্রিয় ও রূঢ় কথায় অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিলেন, তিনি ততই সরস ও মধুর বাক্যে তাঁহার মন হরণ করিতে যত্ন পাইলেন। কহিলেন, "প্রেমময়ি! তোমার এই বীণানিন্দিত মধুর রসালাপে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল!"

এইরূপ রসাভাষ চলিতেছে, এমন সময় পেক্রসিও সংবাদ পাইলেন, বাপটিস্টা তথায় আগমন করিতেছেন। সুতরাং পেক্রসিও ঔৎসুক্য সহকারে কেথারিন্‌কে কহিলেন, "সুন্দরি! আমোদ আহ্লাদ ত যথেষ্ট হইল, এখন নিজ গুণে 'শ্রীমুখের' বাণীটি প্রকাশ কর!—বল যে, আমি তোমার, আর তুমি আমার! দেখ, তোমার পিতার মত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, তোমার বিবাহে কত যৌতুক দিবেন, তাহাও তিনি আমায় বলিয়াছেন। এখন, সুভাষিণি! তোমার মত থাক্ আর না-ই থাক্, আমি তোমাকেই আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী করিব!"

এই সময় বাপ্‌টিস্‌টা তথায় উপনীত হইলেন। পেক্রসিও তাঁহাকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন,—"মহাশয়, আপনার সুশীলা ও গুণবতী কন্যা সাহ্লাদে আমাকে প্রণয়পাত্র মনোনীত করিয়াছেন!—আগামী রবিবার আমাদের বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে।"

কেথারিন্ রীতিমত মুখ ছুটাইয়া এই কথার প্রতিবাদ করিলেন,—"না বাবা! ইহার সব কথা মিথ্যা! আগামী রবিবার যেন আমি এই হতভাগাকে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে দেখি!"

তার পর অভিমানের সুরটা আর একটু উঁচাইয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি আমার জন্মদাতা হইয়া, কোন্ প্রাণে, এমন একটা অসভ্য, বর্ব্বর ও বদ্ধ পাগলকে আমার পতি মনোনীত করিলে?"

নির্ব্বিকার চিত্তে,অম্লান বদনে পেক্রসিও তাঁহার ভাবী গুণধরী পত্নীর এ ব্যবহার দেখিলেন। অধিকন্তু তৎক্ষণাৎ সহাস্য বদনে বাপ্‌টিস্‌টাকে কহিলেন, "মহাশয়, আপনি ও-কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কেথারিন্ আমাকে বলিয়াছেন, আপনার সমক্ষে মনের ভাব অপ্রকাশ রাখিবেন। আপনার আসিবার এই কিছু পূর্ব্বে,তিনি আমাকে কতই না প্রেমানুরাগ প্রকাশ করিতেছিলেন! আহা,তিনি নাকি বড়ই লজ্জাশীলা,—তাই মুখ ফুটিয়া একথা আপনাকে বলিতে পারিতেছেন না। তবে আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, উহা 'ব্যাজস্তুতি' মনে করিবেন।"

অতঃপর কেথারিনের প্রতি প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "অয়ি চারুশীলে! তবে উপস্থিত আমাকে বিদায় দাও! মানিনি! আমি নিজে ভেনিসে গিয়া, উত্তম উত্তম বসন-ভূষণ কিনিয়া আনিয়া, স্বহস্তে তোমাকে সাজাইব। তুমি স্বভাব-সুন্দরী;—সে সাজে তোমার শোভা কতই না বর্দ্ধিত হইবে!"

এবার কেথারিনের মন আর্দ্র হইল। পেক্রসিও অঙ্গভঙ্গপরিচালনে ও বচনকৌশলে এমনি ভাব দেখাইলেন, যেন কেথারিন্‌কে তিনি হৃদয়ের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং এতক্ষণে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। একে তিনি বিশেষ রূপবান্ ও তরুণবয়স্ক, তার উপর সুরসিক ও বাক্‌পটু,—যুবতী কেথারিনের কঠোরতা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? মুখে তিনি কোন কথা না বলুন,—মৌনে সম্মতির লক্ষণ দেখাইলেন, বা দেখাইতে বাধ্য হইলেন।

সুচতুর পেক্রসিও-ও তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই, এবার তিনি সাহসপূর্ব্বক বাপ্‌টিস্‌টাকে কহিলেন, "তবে মহাশয়, আপনি প্রস্তুত হউন। আগামী রবিবারে আমাদের বিবাহের দিন ধার্য্য রহিল; আপনি আজ হইতেই বিবাহের সব আয়োজন করিতে থাকুন।"

"বিধাতা সদয় হইয়া এতদিনে কেথারিনের বর মিলাইয়া দিলেন" ভাবিয়া, বাপ্‌টিস্‌টা যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন।

পেক্রসিও কেথারিনের মন হরণপূর্ব্বক, মুখচুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

---

(৫)

যথাদিনে বিবাহ-সভা সজ্জিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একেএকে আসিয়া সমবেত হইল। সকলই প্রস্তুত,—সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন, কিন্তু বিবাহ-সভায় বর নাই। কন্যাকর্ত্তা, কন্যাযাত্রী ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই উৎসুকচিত্তে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তথাপি বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। সকলেরই মহা দুর্ভাবনা হইল। কেথারিন্ বিবাহসভায় সুসজ্জিতা হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সেই সাধের বেশভূষাই এখন কাল হইল!—মহা উদ্বিগ্ন হইয়া, দুঃখিত মনে, সজলনয়নে তিনি বলিতে লাগিলেন, "এ আর কিছুই নয়,—পেক্রসিও দেখিতেছি, আমার সহিত তামাসা করিয়া গিয়াছেন!—এতদিনে বুঝি, আমার সকল দর্প চূর্ণ হইল!"

কেথারিনকে বহুক্ষণ এইরূপ মর্ম্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। অবশেষে পেক্রসিও আসিয়া পঁহুছিলেন। কিন্তু কেথারিনের জন্য পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত বসনভূষণাদি কিছুই আনেন নাই,—অধিকন্তু স্বয়ং অতি সামান্য বেশেই বিবাহ

করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্যগণের বেশভূষাও তদ্রূপ। ফল কথা, বিবাহার্থী বর যেমন ঘটা করিয়া আসিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই।

কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ পেক্রসিওকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু পেক্রসিও কিছুতেই সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। পরিহাসপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "কেথারিন্ আমাকে বিবাহ করিবেন বৈ আমার পরিচ্ছদকে বিবাহ করিবেন না!—তবে এই সামান্য বেশভূষায় আসিয়াছি বলিয়া, এত অনুযোগ কেন?"

কন্যাপক্ষীয়গণ তাঁহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করা বৃথা বুঝিয়া, নিরস্ত হইলেন। অতঃপর, শুভকর্ম্ম সম্পন্নোদ্দেশে বরকন্যাকে উপাসনা-মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে যাইয়া, পেক্রসিও ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন, কেথারিন্‌কে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছ?" অতি বিকট এক চীৎকার করিয়া পেক্রসিও তাহার জবাব দিলেন,—"হাঁ, গ্রহণ করিতেছি।"

সহসা এই গগনভেদী বিকট চীৎকারে সকলে চমকিয়া উঠিল। পুরোহিতের হাত হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ খসিয়া পড়িল। তিনি ঘাড় নীচু করিয়া ভূমি হইতে সেই গ্রন্থ যেমন তুলিয়া লইতে যাইবেন, পেক্রসিও অমনি পাগ্‌লামীর ভাণ করিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে এমন এক ধাক্কা মারিলেন যে, তিনি ভূমিতে পড়িয়া গিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এইখানেও তাঁহার উন্মত্ততার অবসান হইল না,—যতক্ষণ বিবাহের অনুষ্ঠানাদি মাঙ্গলিক কার্য্য চলিতে লাগিল, ততক্ষণ অবধি তিনি নানাবিধ অশিষ্টাচরণ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন এত জোরে ভূমিতে পদাঘাত ও বিকটস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, তৎদৃষ্টে, সেই কলহকুশলা, কোপনস্বভাবা কেথারিনের হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হইল;—ভয়ে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। বিবাহব্যাপার সমাধা হইবামাত্রই, পেক্রসিও সেই ধর্ম্মমন্দিরেই মদ লইয়া বসিলেন। এবং অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পানান্তে, সেই পানপাত্রস্থ অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট মদ, ধর্ম্মশালার এক পরিচারকের মুখ-ময় ঢালিয়া দিলেন। এবং হাসি-হাসিমুখে কহিলেন, "আহা, তোমার ঐ বিরল

শ্মশ্রু, যেন আমার এই পানপাত্রস্থ সুধার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছিল,—তাই উহার সাধ মিটাইলাম।—কিছু মনে করিও না, চাঁদ!”

ফলতঃ বিবাহব্যাপারে এমন গাগ্‌লামো বা ঢলানো,—কেহ কখন দেখে নাই। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, পেক্রসিও কেবলমাত্র, অশিষ্ট বনিতাকে বশে আনিবার জন্যই, ইচ্ছা করিয়াই, পূর্ব্ব হইতে এইরূপ বিবিধ অভব্য আচরণ করিয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক,বিবাহ ত কোন রকমে হইয়া গেল; এইবার ভোজনের পালা। বাপ্‌টিস্‌টা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত জামাতা ও কন্যাকে ভোজ-সভায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু পেক্রসিও তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “না, আমি এখনই সস্ত্রীক আপন আলয়ে যাইব।”

“সে কি?—তাও কি হয়!”—স্বয়ং বাপ্‌টিসটা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর ভৃত্যটি পর্য্যন্ত সকলেই এক সুরে বলিতে লাগিল,—“সে কি?—তাও কি কখন হয়? বিবাহদিনে না খাইয়া, এমন কি, একটু মিষ্ট-মুখ না করিয়া কি, শ্বশুর-বাড়ী হইতে যাইতে আছে? না,—তা হইবে না।”

“অবশ্যই হইবে!” দৃঢ়চিত্ত পেক্রসিও অতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “অবশ্যই হইবে!—আমি এখনই আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইব!”

এবার কেথারিনেরও মুখ ছুটিল,—“আমি ত কিছুতেই যাইব না। দেখি, কে আমায় লইয়া যায়!”

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আরও পাইয়া বসিল। তাহারা কেথারিনের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিতে লাগিল,—“এও বড় অন্যায় কথা! উনি যা বলিবেন,—তাই! না,—না খাইয়া, আজ কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না!”

“অবশ্যই হইতে পারে,এবং হইবেও! দেখুন,আমার কার্য্যে কেহ বাধা দিতে আসিবেন না। স্ত্রীর উপর আমার সম্পূর্ণ দাবী-দাওয়া আছে। সুতরাং আমার স্ত্রীকে আমি লইয়া যাইব,তাহাতে আর-লোকের কথা কহিবার অধিকার কি? আবার বলি, যদি ভাল চান, ত আমার কার্য্যে কেহ বাধা দিবেন না।”

তেজস্বী পেক্রসিও, এরূপ স্থির প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক গম্ভীরস্বরে এই কথা গুলি বলিলেন যে, স্বয়ং বাপ্‌টিস্‌টা বা আর কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। বলা বাহুল্য, পেক্রসিওর এই তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও চিত্তের

দৃঢ়তা দেখিয়া, কেথারিন্‌ও আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না;—অতি শান্ত-শিষ্ট-সুবোধটির মত স্বামীর অনুসরণ করিলেন।

---

(৬)

এইবার পেত্রুসিওর বাটী যাইবার পালা। বাছিয়া-বাছিয়া তিনি এমনি কয়টি অশ্ব আনিয়াছিলেন যে, তাহারা আপন আপন দেহভার বহনে আপনারাই অক্ষম। অথচ, সেইরূপ বলবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়াই, পতি-পত্নীকে যাত্রা করিতে হইবে!

তাহাই হইল। একটিতে উঠিলেন—কেথারিন্; একটিতে উঠিলেন—পেত্রুসিও: আর একটিতে উঠিলেন—তাঁহার ভৃত্য। একে পথ অতি দুর্গম, তার উপর বাহনের ঐরূপ শ্রী!—কেথারিনের কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। খানিক দূর গিয়া কেথারিন্ হাঁপাইতে থাকেন, তাঁর বাহনটিও ততোধিক কাতরতা প্রকাশ করিয়া, খানিক দাঁড়াইয়া, শীতল ভূমিতলে একবার গড়াইয়া লইবার চেষ্টা করে; আর ওদিকে পেত্রুসিও অমনি মহা তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দেন। তর্জ্জন-গর্জ্জনটা হয় অবশ্য অশ্ব-বেচারার উপর;—কিন্তু তাহার মূলে, যেন কেথারিন্‌কেই দোষী সাব্যস্থ করেন। পক্ষান্তরে, কেথারিন্ ভাবেন,—"উঃ! আমার স্বামীর কি রাগ্! একটা অবলা জন্তুই যখন এঁর এত ক্রোধের কারণ হইতে পারে, তখন না জানি, মানুষের একটুখানি ত্রুটিতে, ইনি কি অনর্থই ঘটাইয়া থাকেন!"

যাহা হউক, অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে, পেত্রুসিও, নব-পরিণীতা-বনিতাকে লইয়া গৃহে পঁহুছিলেন। পর্য্যটনক্লেশে কেথারিনের সর্ব্বশরীর বেদনা-যুক্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু ক্ষুৎপিপাসায়ও তিনি কাতর হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়েই তাঁহার অভ্যর্থনার এক-প্রস্ত ধুম পড়িয়া গেল! পেত্রুসিও ভৃত্যগণকে, সহধর্ম্মিণীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হুকুম দিলেন। ওরি মধ্যে একজনের কি একটু ছল ধরিয়া ভয়ঙ্কর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কেথারিন্ সবে-মাত্র পতিগৃহে পা দিয়াছেন; পা দিবামাত্র স্বামীর এক দফা ক্রোধ দেখিলেন। পেত্রুসিওর সেই ক্রোধান্ধ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার ভয় হইল। তিনি স্বয়ং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পেত্রুসিও মনে মনে

হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ, ঠিক হইয়াছে!—ইহারই মধ্যে ঔষধ ধরিয়াছে, দেখিতেছি! হুঁ, স্বামীর মত স্বামীর হাতে পড়িলে, স্ত্রী নাকি আবার বাগ্ না মানিয়া থাকিতে পারে!—গর্ব্বিতে, এইরূপে আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব! এইরূপে আমি তোমার অভিমান খাটো করিয়া, তোমাকে আবার নূতন মানুষ গড়িয়া তুলিব!— তোমার "কুঁদুলে কেত্" নাম ঘুচাইয়া, "সুশীলা কেথারিন্" নাম রাখিব;—তবে আমার নাম পেক্রসিও!"

---

(৭)

বাটী পঁহুছিয়া, পেক্রসিও মুখে কেথারিন্‌কে খুব আদর-আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য, সেই দিনই এক উপায় অবলম্বন করিলেন। রাত্রিকালে আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত হইলে, পরিচারকেরা যথারীতি তাহা প্রভু ও প্রভুপত্নীর জন্য সজ্জিত করিয়া দিয়া গেল। পেক্রসিও একে একে সকল দ্রব্য গুলি একটু একটু মুখে দিয়া, এক একটা খুঁৎ ধরিয়া, অতি বিরক্তিভাবে, তাহা ঘর-ময় ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং ক্রোধভরে পাচককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যে জিনিস আমি মুখে দিতে পারি না, আমার প্রিয়তমা পত্নীকে তাহা আমি কোন্ প্রাণে খাইতে দিই!"

কেথারিন্ একে পথ-পর্য্যটন-হেতু অতি অসুস্থ এবং ক্ষুৎপিপাসায় বড়ই ক্লিষ্ট ছিলেন, তাহার উপর দুর্ভাগ্যক্রমে এই ক্ষুধার অন্নেও বঞ্চিত হইলেন! তিনি একবার মনে করেন, স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই অন্নব্যঞ্জনই চাহিয়া খান, আর বার ভাবেন,—'তাই বা চাই কি প্রকারে?'

তা খাওয়া না হইল কি করেন,—এখন একটু সচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারিলেও কেথারিন্ বাঁচেন! কিন্তু, হা ভাগ্য! তাই বা ঘটিল কৈ! যথাসময়ে পতিপত্নী শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন; কিন্তু পেক্রসিও একবার মাত্র শয্যা স্পর্শ করিয়াই অতি মাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পরিচারককে কহিলেন, "এই কি শয্যা রচনার শ্রী? এরূপ শক্ত বিছানায় কোমলাঙ্গী প্রিয়া আমার শুইবেন কেমন করিয়া?"

এই বলিয়া তিনি সেই সজ্জিত শয্যাগুলি ঘৃণাভরে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন। কেথারিন্ আর কি করেন,—অনন্যোপায় হইয়া, সেই ঘরের মেজেয় শুইয়া, ক্লান্তি দূর করিতে মনস্থ করিলেন।

কিন্তু কপালগুণে, তাই বা ঘটিল কৈ? পথক্লান্তি ও অনাহারপ্রযুক্ত অবশ হইয়া কেথারিন্ এক একবার চক্ষু মুদিবার উপক্রম করেন, আর পেক্রসিও অমনি ক্রোধভরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া, সেই শয্যারচনাকারী ভৃত্যের উদ্দেশে ভৎর্সনা করিতে থাকেন,—"হতভাগা এমনি শক্ত বিছানা করিয়াছিল! ওরূপ বিছানায় শুইলে, প্রিয়ার আমার সর্ব্বশরীরে বেদনা হইত!"

পাঠক পাঠিকা বুঝিতেছেন,—এ সমস্তই চতুর পেক্রসিওর ছলনা মাত্র। কোনও মতে কেথারিনের তেজ ও দর্প দমন করিয়া, তাঁহাকে সুশীলা ও প্রিয়ংবদা করেন, এই অভিপ্রায়েই পেক্রসিও এই সকল কৌশল করিতেছেন মাত্র।

রজনী প্রভাত হইলে, পেক্রসিও মুখে আবার কেথারিন্‌কে কত ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন। মুখে তিনি কেথারিন্‌কে কিছু বলিবেন না,—বরং খুবই প্রীতি-সদ্ভাব দেখাইবেন,—পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যে ও ব্যবহারে তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবেন,—ইহা মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরূপ কর্কশভাষিণী গর্ব্বিতা রমণীকে কথায় আঁটিয়া উঠিতে যাওয়া, পুরুষের পক্ষে বিড়ম্বনা। উপদেশ-অনুযোগেও এ রোগ শোধরাইবার নয়,—বরং তাহাতে রোগ আরও বাড়িয়া যায়। অতএব "হাতে না মারিয়া ভাতে মারাই প্রশস্ত"—এই ভাবিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি পেক্রসিও, কর্কশা কেথারিন্‌কে বারংবার নূতন নূতন পরীক্ষা-জালে ফেলিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইলে, এদিনও পেক্রসিও, পূর্ব্বরাত্রির ন্যায়, "আহারীয় দ্রব্য অতি কদর্য্য হইয়াছে" বলিয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। এবং এদিনও তাহা, "প্রিয়তমার আহার করিবার অযোগ্য" বলিয়া, কেথারিন্‌কে খাইতে দিলেন না।

পূর্ব্ব রাত্রি হইতে সুখপালিতা কেথারিন্, অনাহারে ও অনিদ্রায় যার-পর-নাই কাতর হইয়া আছেন,—আজিও আবার সেইরূপ ঘটিতে চলিল দেখিয়া, তিনি একেবারে দমিয়া পড়িলেন! অন্তরেও বুঝি, একটু কাঁদিয়াও ফেলিলেন! কিন্তু কি করেন,—এ স্বামীর ঘর,—তিনি নূতন লোক,—সবে দুইদিন মাত্র আসিয়াছেন;—এখন ত তাঁর কোনরূপ প্রভুত্ব বা ক্ষমতা জন্মে নাই যে, নিজে একটা হুকুম জারি করিবেন!

অভিমানিনী কেথারিনের দর্প এইবার চূর্ণ হইল! ক্ষুধার জ্বালায় কাতর

হইয়া, পরিচারকদিগের নিকট গোপনে, তিনি সেই পরিত্যক্ত খাদ্য-সামগ্রীর কিঞ্চিন্মাত্রপ্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ভৃত্যগণ সকলেই সভয়ে জানাইল,—"প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে,এই পরিত্যজ্য খাদ্য-সামগ্রী আপনাকে এতটুকুও দিতে পারি না! তাঁহার অজ্ঞাতে এ কাজ করিলে, আমাদের আর নিস্তার থাকিবে না!"

তখন কেথারিনের চক্ষে সত্য সত্যই জল আসিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আপনা আপনি কহিলেন, "হায়, খাইতে না দিয়া, প্রাণে মারিবার জন্যই কি পেত্রুসিও আমাকে বিবাহ করিলেন? আমার পিতার আলয়ে প্রতিদিন যে কত ভিক্ষুক আসিয়া পেট পূরিয়া খাইয়া যায়,—আর আমি এখানে এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাতর! একে এই অনাহার, তদুপরি রাত্রেও একটু ঘুমাইতে পাই না! স্বামী শয্যারচনার ছল ধরিয়া ভৃত্যগণকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিবেন, আর সেই সঙ্গে,—হতভাগিনী আমি,—সারা রাত্রি আমাকে জাগিয়া কাটাইতে হইবে! এত কষ্টেও কি মানুষ বাঁচে? মুখে দেখি, তাঁর সোহাগ আর ধরে না,—"প্রিয়তমে, তোমায় আমি বড় ভালবাসি!"—আহা, ভালবাসা এমনি যে, অনাহার ও অনিদ্রায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত!"

কেথারিন্ আপন মনে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় পেত্রুসিও স্বহস্তে, একখানি পাত্রে, কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য লইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। মনের হাসি মুখে চাপিয়া বলিলেন, "কি কেত্! একাকিনী বিষণ্ণ মনে বসিয়া, ও কি ভাবিতেছ? এই দেখ, আমি কত কষ্ট করিয়া,স্বহস্তে তোমার জন্য রন্ধন করিয়া আনিয়াছি! দেখ, প্রাণেশ্বরি! তোমার প্রতি আমার কিরূপ ভালবাসা!"

কেথারিন্ কতকটা লজ্জায় এবং কতকটা রাগে,—ভালমন্দ কোন কথা উত্তর করিলেন না। তাহা দেখিয়া পেত্রুসিও বলিলেন,—"কি কেত্, কোন কথা কহিতেছ না যে? তবে বুঝি তোমার আহারে রুচি নাই? ওঃ বুঝিলাম, আমার পরিশ্রম বৃথা হইল!"

এই বলিয়া ভৃত্যকে সেই খাদ্যপূর্ণ পাত্র লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

কেথারিন্ দেখিলেন, মহা বিপদ! এদিকে ক্ষুধায় প্রাণ যায়, ওদিকে মানের দফা একেবারে রফা হয়! মনে মনে তিনি বিষম চটিলেন। কিন্তু চটিয়া আর করিবেন কি? ক্ষুধার দায়ে বাধ্য হইয়া, অপেক্ষাকৃত একটু মৃদুগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "থাক্, থাক্, ভৃত্যকে আর উহা লইয়া যাইতে হইবে না।"

পেক্রসিও দেখিলেন, মাছ টোপ গিলিয়াছে। সুযোগ পাইয়া, তিনি আরও একটু রঙ্গ করিবার জন্য বলিলেন, "দেখ কেত্! লোকে একটু সামান্য উপকার পাইলেই কত ধন্যবাদ করে, কত 'সাধু সাধু' বলে; আর আমি হাত-মুখ পোড়াইয়া, স্বহস্তে তোমার জন্য রন্ধন করিয়া আনিলাম,—তুমি এতটুকুও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে না?"

কি বিপদ! পেক্রসিও, ইহা অপেক্ষা তুমি কেথারিন্ সুন্দরীকে ধরিয়া দু'ঘা মার না, কেন গা? ঐ দেখ, আমার পাঠিকা সুন্দরীরা, কেথারিনের নিগ্রহ দেখিয়া পরস্পর গা-টেপাটিপি করিয়া হাসিতেছেন,—আর বলিতেছেন, "কেথারিন্, তোমার কি, গলায় দিবার একটু দড়িও যোটে না!—হা পেট!"

পেটের দায়ে, সত্য সত্যই সেই দারুণ অভিমানিনী, গর্ব্বিতা কেথারিন্‌কে, পেক্রসিওর কথানুযায়ী কার্য্যই করিতে হইল।—তাঁহাকে অতি বিনীত ভাবে, স্বামীকে ধন্যবাদ করিয়া, খাদ্য-সামগ্রী চাহিতে হইল! কিন্তু হায়, হায়! জাতও গেল, পেটও ভরিল না!—কেথারিন্ আধপেটা খাইতে-না-খাইতে পেক্রসিও বলিয়া উঠিলেন,—"তবে প্রিয়তমে! আর কি,—আহার ত হইল;—তা এখন চল,—তোমাকে তোমার মনোমত সাজে সাজাইয়া, তোমার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া তিনি ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন এবং কেথারিনের সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র সত্বর তথা হইতে অপসৃত করিতে আদেশ দিলেন।

সহৃদয়া পাঠিকাসুন্দরী হয়ত এইবার মনে মনে পেক্রসিওর প্রতি চটিতেছেন!

---

(৮)

পেক্রসিওর আদেশমত এক পরিচ্ছদ-বিক্রেতা পরিচ্ছদাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। প্রথমে সে একটি সুন্দর টুপি দেখাইল; পেক্রসিও ঘৃণার ভাণ করিয়া কহিলেন, "আরে ছি! ছি! ছি! এ টুপি কি আবার মাথায় দেয়!"

বস্তুতঃ টুপিটি অতি সুন্দর ও সুরুচিকর। কিন্তু পেক্রসিওর মনের ভাব কে বুঝিবে! পোষাক-বিক্রেতা ত একেবারে আকাশ হইতে পড়িল,—"সে কি মহাশয়, এমন টুপি আপনি পছন্দ করিলেন না?—"

কেথারিন্‌ও আগ্রহভরে কহিলেন, "হাঁ, আমার পছন্দ হইয়াছে। ভদ্র-ঘরের মেয়েরা আজকাল এই টুপিই ব্যবহার করিয়া থাকে।"

এবার পেক্রসিও একটু সুর ছাড়িয়া কহিলেন, "তা আগে তুমি তাহাদের মত হও, তার পর ঐ টুপি মাথায় দিও।"

পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া কেথারিন্ বলিলেন, "বটে, আমাকে এত অবজ্ঞা? আমি কি কচি খুকি?—তুলোয় ক'রে দুধ খাই? কি কথাটা আমাকে বলা হইল, আমি কি কিছু বুঝি না? দেখ, তুমি বড়ই বিজ্ঞতার বড়াই করিতেছ,—কিন্তু তোমার চেয়ে কত 'তা-বড়' 'তা-বড়' লোকে আমার পছন্দের প্রশংসা করিয়া থাকে! তুমি না শুন, কানে আঙ্গুল দিতে পার;—আমি আমার বিশ্বাস মতই বলিব,—এই টুপি আজকাল ভদ্র-পরিবারেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

কেথারিন্ নাকি স্বাভাবিক কোপন প্রকৃতি,—বিশেষ অর্দ্ধাহার হইলেও, উপস্থিত শরীরে একটু বল পাইয়াছে, তাই স্বামীকে মুখের উপর বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পেক্রসিও কথা-কাটাকাটি করিয়া,স্ত্রীকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা বোধ করিতেন। তাই তিনি, মুখরা স্ত্রীর এই পরুষ বাক্যে উত্তেজিত না হইয়া, অন্য উপায়ে প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন;—কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া, ধীরভাবে, কেবল এই মাত্র বলিলেন, "দেখ কেথারিন্! তুমি এই টুপির প্রশংসা করিলেই আমি সুখী হইব।"

গর্ব্বিতা কেথারিন্ আরও গর্ব্বভরে উত্তর করিল,—"তুমি সুখী হও আর নাই হও, যখন আমার পছন্দ হইয়াছে, তখন ঐ টুপি আমি গ্রহণ করিব।"

চতুর পেক্রসিও ধাঁ করিয়া কথাটা চাপা দিবার জন্য কহিলেন, "কি বলিতেছ, প্রিয়ে! ঐ ঘাঘ্‌রাটা দেখিবে? তা বেশ ত, দেখ না,—দেখিতে আর হানি কি?"

পরিচ্ছদ-বিক্রেতা ঘাঘরা দেখাইল। এ ঘাঘরাটিও অতি উত্তম, সুতরাং কেথারিন্ ঘাঘরাটিও পছন্দ করিলেন। এবার পেক্রসিও যেন সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "এঁ্যা, এই তোমার পছন্দ? হা কপাল!—এর নাম কি আবার একটা ঘাঘরা?"

পোষাক-বিক্রেতা মনে মনে কহিল, "লোকটা পাগল হইয়াছে নাকি?" প্রকাশ্যে কহিল, "সেকি মহাশয়! আপনি বলেন কি?—এই ঘাঘরাই ত এখনকার চলন!"

বাক্‌পটু পেক্রসিও কথার কৌশলে এবং অঙ্গভঙ্গি ও নেত্রবক্ত্রবিকারগুণে, সেই পরিচ্ছদবিক্রেতাকে একেবারে 'থ' করিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই ভৃত্যগণকে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, যে যে দ্রব্য তিনি 'পছন্দ হইল না' বলিয়া ফেরৎ দিবেন, সেগুলি যেন তাহারা উচিৎমূল্যে কিনিয়া রাখে। বলা বাহুল্য, প্রভুর আজ্ঞামত ভৃত্যগণও তাহাই করিল; তখন সেই পরিচ্ছদ-বিক্রেতারও মনের ধোঁকা কাটিয়া গেল।

(৯)

পোষাক-ওয়ালা চলিয়া গেলে, পেক্রসিও কেথারিন্‌কে বলিলেন, "তা প্রিয়তমে! নাই বা হইল ভাল নূতন পোষাক! আমাদের যে সামান্য পুরাতন পোষাক আছে,—চল, তাই পরিয়াই তোমার পিত্রালয়ে গমন করি।"

কেথারিন্ আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না।

তখন পেক্রসিও ভৃত্যগণকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "ওরে, উত্তম দ্রুতগামী ঘোড়া সজ্জিত করিতে বল্। মনে থাকে যেন, বেলা দুপুরের মধ্যে শ্বশুর-বাড়ী পঁহুছিয়া আমি আহারাদি করিব। আর তাই বা একটা কথা কি!—এখন এই প্রভাত বৈত নয়!"

এখন নাকি কেথারিনের মন অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে, তাই ভৃত্যগণের প্রতি নিতান্ত অন্যায় আজ্ঞা হইতেছে বুঝিয়াও, তিনি অতি বিনীতভাবে ঈষৎ হাসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "প্রিয়তম, ও কি বলিতেছ? 'সবে প্রভাত' কি?—বেলা যে দুপুর গড়িয়ে যায়! তা এখন যাত্রা করিলে, সেখানে পঁহুছিতে নিশ্চয়ই রাত্রি হইবে।"

এ কথায় পেক্রসিও যথেষ্ট ক্রোধের ভাণ করিলেন। এবং মুখ খানা অতি গম্ভীর করিয়া, এরূপ আত্মপ্রাধান্যের ভাব দেখাইলেন,যেন সূর্য্যের উপরও তাঁর আধিপত্য চলে!—তিনি যখন য'টা বেলা বলিবেন, তখন যেন ঠিক ত'টা বেলাই হইতে হইবে! এমন যার ক্ষমতা, তার মুখের উপর যে, তার স্ত্রী আসিয়া হঠাৎ এমন একটা বেয়াদব-কথা বলিবে, ইহা তাহার পক্ষে অতি অপমানজনক!

তাই সুচতুর পেক্রসিও কেথারিনের প্রতিবাদে যেন অতিশয় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ, অদ্য আর আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি না। অতঃপর, সেখানে এমন দিন যাইব, যে দিন তোমার মুখে শুনিতে পাইব,—আমি য'টা বেলা নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমিও ঠিক ত'টা বেলা বলিয়া আমার কথার পোষকতা করিতেছ!"

পেক্রসিও এমনি কঠিন কঠিন পরীক্ষায় পোড় খাওয়াইয়া, কর্কশা কেথারিন্‌কে স্ববশে আনিতে লাগিলেন।

---

(১০)

আরও কয়েক দিন অতীত হইল। পেক্রসিও যখন দেখিলেন, কেথারিনের তেজ সম্পূর্ণরূপে মরিয়া আসিয়াছে,—আর তিনি স্বামীর কথায় উচ্চবাচ্য করেন না,—স্বামী যা বলেন, নতশিরে তাহার অনুমোদন করেন,—তখন পেক্রসিও সদয় হইয়া, তাঁহাকে পিত্রালয় লইয়া চলিলেন।

দিবাকাল। প্রখর সূর্য্য-কিরণ চারিদিকে উদ্ভাসিত। পেক্রসিও সস্ত্রীক পথ অতিবাহিত করিতেছেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল,—"কেথারিন্‌কে নূতন রকমের এক পরীক্ষা করা যাক্। দেখি, গুণবতীর অবাধ্যতা এখন কোন্ দিকে, কি পরিমাণে গড়াইয়াছে!"

এই ভাবিয়া সহসা তিনি কেথারিন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়ে, দেখ দেখ! চন্দ্রোদয়ে আকাশের কি মনোহর শোভা হইয়াছে!"

কেথারিন্ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "স্বামিন্! তুমি, ও কি বলিতেছ? এখন চন্দ্র কোথায়?—ও যে সূর্য্যদেব! বেলা যে এখন দ্বিপ্রহর!—রৌদ্রে যে চারিদিক্ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে!"

পেক্রসিও মুখ ভার করিয়া, হঠাৎ অতি গম্ভীর হইয়া, ক্রোধভরে বাটী ফিরিবার ভাণ করিয়া কহিলেন, "বটে! আমি বলিলাম—চন্দ্র, আর তুমি বলিতেছ—সূর্য্য! আমার বাক্যে তোমার সন্দেহ? আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি, তোমার পিত্রালয় পঁহুছিবার পূর্ব্বে,—চন্দ্র অথবা নক্ষত্র,—আমি যাহা বলিব, আকাশে তাহাই উদিত হইবে!"

কেথারিন্ এখন আর সে কেথারিন্ নাই।—বিনীতভাবে, ভয়ে জড়সড়

হইয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! করে ধরিয়া তোমায় মিনতি করি, এত পথ আসিয়া আর বাটী ফিরিও না! আমার সহস্র অপরাধ হইয়াছে, তাই অমন কথা বলিয়াছি। এখন হইতে আর কদাচ আমার মুখে, তোমার মত-বিরুদ্ধ কথা শুনিতে পাইবে না। তুমি যখন বলিতেছ. তখন ঐ আকাশস্থ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটা সূর্য্য নয়—চন্দ্রই বটে। বেশী কথা কি, তুমি যদি উহাকে মশালের আলোও বল, আমার নিকট উহা মশালের আলোই হইবে!—এখন হইতে আমার এই শিক্ষাই হইল।"

কেথারিনের মন এখন এতটা বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে দেখিয়া, পেত্রুসিও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আরও পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "দেখ কেথারিন্, সত্য সত্যই আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে।"

কেথারিন্ স্বামিবাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন,—"স্বামিন্, যখন তুমি বলিতেছ, তখন উহা নিশ্চয়ই চন্দ্র!"

এবার পেত্রুসিও হাসিয়া কহিলেন,—"না, না, তুমি আমার মন-রাখা কথা বলিতেছ যে! উহা চন্দ্র হইবে কেন,—উহা যে সূর্য্য!"

কেথারিন্‌ও নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তর করিলেন, "নাথ! আপনি যখন বলিতেছেন, উহা চন্দ্র নয়—সূর্য্য, তখন অবশ্যই উহা সূর্য্য! তা শুধু চন্দ্র-সূর্য্য বলিয়া কেন, আপনি যে পদার্থকে যে নামে উল্লেখ করিবেন, আপনার এ অধীনী কিঙ্করী, সেই নামেই সেই পদার্থকে অভিহিত করিবে।"

এ কথায় পেত্রুসিও আরও সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে নব দম্পতি আহ্লাদ-আমোদ করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পেত্রুসিও এক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখিয়া, তাঁহাকে রমণী সম্বোধনে কহিলেন, "ভদ্রে, তোমাকে নমস্কার।" পরক্ষণেই কেথারিনের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, সত্য বল, এমন সুন্দরী রমণী তুমি আর কোথাও দেখিয়াছ কি?"

এই বলিয়া নানা ছন্দে, নানা অলঙ্কারে, সুন্দরীর রূপ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বর্ণনা সমাপ্ত হইলে পুনরায় কহিলেন, "সুন্দরি, পুনর্ব্বার তোমায় প্রণিপাত!"

অতঃপর কেথারিন্‌কে কহিলেন, "প্রিয়ে! আবার বলি,—এমন অনুপমা

রূপবতী রমণী, তুমি কোথাও দেখিয়াছ কি? যাও,—অগ্রসর হইয়া ইহাঁর সহিত আলাপ কর।"

কেথারিন্, স্বামীর বাক্যে আর কথাটি না কহিয়া, বৃদ্ধের সম্মুখীন হইয়া অম্লানবদনে কহিলেন, "হে সুন্দরি! তোমার কি মনোহর রূপ! রূপ দেখিয়া প্রাণ গলিয়া যায়! চন্দ্রাননি, তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার বাসস্থানই বা কোথায়? আহা, ধন্য তোমার পিতামাতা!—এমন অনুপমা অনিন্দ্য সুন্দরীকে কন্যারূপে লাভ করা অল্প সুকৃতির কথা নয়!"

কি ভাবিয়া পেত্রুসিও আবার এক মূর্ত্তি ধরিলেন,—"কেথারিন্! তুমি কি, পাগল হইয়াছ নাকি? কাহাকে, কি বলিয়া সম্বোধন করিতেছ? তোমার দৃষ্টি-ভ্রম হইয়াছে নাকি? ইনি কি কিশোরী কুমারী?—না, পলিতকেশ বৃদ্ধ? (হাসিয়া) ছি! ছি! তুমি এতক্ষণ কাহার সহিত কি ভাবে আলাপ করিতেছিলে, ভাব দেখি।"

অমনি যেন কেথারিনের চমক ভাঙ্গিল। ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া, তিনি সেই বৃদ্ধ পথিককে কহিলেন, "হে পূজ্যপাদ মহাত্মন্! নিজগুণে এ অধীনীকে ক্ষমা করুন। প্রভু, প্রখর সূর্য্যকিরণে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া-ছিলাম;—দৃষ্টিভ্রম হওয়ায় আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আপনি আমার পিতৃতুল্য পূজনীয়; অতএব কন্যার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

এই অবসরে পেত্রুসিও অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনি কোথায় গমন করিবেন? আমরা যেদিকে যাইতেছি, যদি আপনারও সেইদিকে যাওয়া হয়, ত বলুন, তিনজনে একত্রে আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে গমন করি।"

এ কথায় সেই বৃদ্ধ পথিক উত্তর করিলেন, "দেখ, তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এতক্ষণ আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। যাহা হোক, এতক্ষণের পর যে তোমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘুচিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট।"

অতঃপর কহিলেন, "আমার নাম ভিন্সেনসিও। আমার পুত্র, পাছুয়া নগরে আছেন,—তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি।"

কথাপ্রসঙ্গে পেত্রুসিও জানিতে পারিলেন, তাঁহারা এতক্ষণ যাঁহাকে লইয় রঙ্গ-তামাসা করিতেছিলেন, তিনি, বায়েন্কার প্রণয়াস্পদ লুসেন্সিওর পিতা। সুতরাং পেত্রুসিও বৃদ্ধকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন, এবং বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পুত্রের অতি উত্তম স্থানে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে।"

এই বলিয়া, নিজ শ্বশুর বাপ্‌টিস্‌টার সবিশেষ পরিচয় দিয়া, শ্যালিকা বায়েন্‌কার কথাও বলিলেন। অতঃপর নানারূপ কৌতুককর গালগল্প করিতে করিতে তাঁহারা তিনজনে বাপটিস্‌টার আলয়ে উপনীত হইলেন।

যেদিন, যে সময়ে, তাঁহারা বাপ্‌টিস্‌টার ভবনে উপনীত হইলেন, সেইদিন—সেই সময় বাপ্‌টিস্‌টা মহামহোৎসবে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বায়েন্‌কার শুভ উদ্বাহ-ক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। অতএব এই শুভ মুহূর্ত্তে, জামাতার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা, এবং তৎসঙ্গে নূতন বৈবাহিককে পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। এবং সাদরে তাঁহাদিগকে বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে বলিলেন। এই সময়ে আর একটি নিমন্ত্রিত নববিবাহিত দম্পতি সেই উৎসবে আসিয়া যোগদান করিলেন। আনন্দে চারিদিক হাস্যময় হইল।

---

(১১)

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া যাইবার পর, বায়েন্‌কার স্বামী লুসেন্‌সিও এবং উল্লিখিত নিমন্ত্রিত নববিবাহিত যুবক হোর্টেনসিও, স্ব স্ব অভিলষিত পত্নীলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহাস্ফূর্ত্তি করিতে লাগিলেন; এবং সেই সুযোগে, পেত্রুসিওকে লক্ষ্য করিয়া,—পেত্রুসিও শুনিতে পান,—এমনি করিয়া, তাঁহার পত্নীর কথা পাড়িলেন। পেত্রুসিও যে, বাছিয়া বাছিয়া, সেই সর্ব্বজনবিদিতা, সর্ব্বলোক-পরিত্যক্তা, অশিষ্টা কেথারিন্‌কে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিয়াছেন, সেই কথা তুলিয়া, তাঁহার পছন্দের সহিত তাঁহার পত্নীভাগ্যেরও যথেষ্ট তীব্র সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল কথা, নানাবিধ বিদ্রূপ ও শ্লেষ-বাক্যে পেত্রুসিওকে অপ্রতিভ করাই তাঁহাদের লক্ষ্য।

পেত্রুসিও প্রথমত, যেন ইহা শুনিয়াও শুনিলেন না। বিশেষ, তখন বহুতর নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ ভোজনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; সুতরাং এরূপ সময় একটা সামান্য কথা লইয়া গায়ে মাখা, তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে, যখন তাঁহার শ্বশুর—স্বয়ং বাপ্‌টিসটা আসিয়াও, উক্ত বিদ্রূপে যোগদান করিলেন, তখন আর পেত্রুসিও নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না।

পেত্রুসিও সেই নববিবাহিত যুবকদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই

হে! দেখিতেছি, তোমরা অন্যের পত্নীভাগ্যে ধিক্কার দিয়া, আপন আপন পত্নীর গুণগানেই মত্ত! তা গুণগান কর, ভাল কথা;—কিন্তু ইহাও স্থির জানিও, কেথারিন্ তোমাদের পত্নীগণ অপেক্ষা সুশীলা ও পতি-অনুগামিনী।”

এ কথায় উভয়েই উচ্চহাস্য করিলেন। বাপ্‌টিস্‌টাও সে হাস্যে যোগ দিয়া কহিলেন, “বৎস, তা যদি বলিলে, ত আমাকে সত্য কথাই কহিতে হয়! আমার কেথারিন্ বড় অপ্রিয়বাদিনী ও উগ্রপ্রকৃতি। বলিতে কি, তাহার সেই উদ্ধত একগুঁয়ে স্বভাবের কথা মনে করিয়া, আমিই সময়ে সময়ে ভীত হই!”

পেত্রুসিও যেন কিছু আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিলেন, “সেকি মহাশয়! আপনি, ও কিরূপ কথা বলিতেছেন? আমার স্ত্রী অতি সুশীলা ও বিনীতা;—অশিষ্টতা ও অবাধ্যতা তাঁহার আদৌ নাই!”

এ কথায় সকলে আরও উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তখন পেত্রুসিও আরও দৃঢ়তার সহিত বাপ্‌টিস্‌টাকে বলিলেন, “আপনি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে এ বিষয়ে আমি পণ রাখিতে প্রস্তুত আছি। আজ্ঞা করুন, আমরা তিনজনে পণ রাখি,—আহ্বান মাত্রেই, যাঁহার পত্নী, বিনীতভাবে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন, তাঁহার স্বামীই সেই পণ লাভ করিবেন।”

এ কথায় লুসেন্‌সিও ও হোর্টিন্‌সিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। কেন না, তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, তাঁহাদের পত্নীদ্বয়, কেথারিন্ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিনীতা ও সুশীলা হইবে। তাঁহারা পেত্রুসিওর প্রস্তাবমত বিংশতি মুদ্রা পণ রাখিলেন। পেত্রুসিও হাসিয়া কহিলেন, “আমি আমার পালিত পশু পক্ষীর উপর এরূপ পণ রাখিতে পারি,—কিন্তু স্ত্রীর বিষয়ে কোন পণ রাখিতে হইলে, অন্ততঃ ইহার বিশগুণ না রাখিলে শোভা পায় না!”

তারপর সকলের পরামর্শমতে একশত মুদ্রা ‘বাজী’ নির্দ্ধারিত হইল। ব্যাপ্‌টিস্‌টা মধ্যস্থ রহিলেন।

প্রথমেই লুসেন্‌সিও, নব অনুরাগ বশতঃ আপন স্ত্রী বিয়ান্‌কাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “মহাশয়, ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইলেন,—তিনি এখন কাজে ব্যস্ত,—আসিতে পারিবেন না।”

পেত্রুসিও যেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“কি, ‘কাজে ব্যস্ত’—‘আসিতে পারিবেন না?’—ইহা কি স্ত্রীর যোগ্য উত্তর?”

বন্ধুদ্বয় হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"মহাশয় গো, একটু অপেক্ষা করুন,—আপনার স্ত্রীই বা ইহাপেক্ষা কি মিঠা জবাব দেন, শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

এইবার হোর্টেনসিও, তাঁহার পত্নীকে তথায় আসিবার জন্য ভৃত্যকে বলিলেন, "আমার স্ত্রীকে আমার নিবেদন জানাইয়া বল গে যে, তিনি যেন এখনই একবার এখানে আসেন।"

এ কথায় পেত্রুসিও আরও হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ, বেশ,—এ কথা মন্দ নয়।—স্ত্রীকে ডাকিতে হইলে, আবার আবেদন-নিবেদনও করিতে হয়!"

হোর্টেনসিও। (হাসিয়া) মহাশয়, আপনার ভাগ্যে তাহাতেও কোন ফলোদয় হইবে না!

কিন্তু এই সময় হোর্টেনসিওর ভৃত্য আসিয়া কহিল, "মহাশয়, কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন,—'আপনি বোধ হয় কোন কৌতুক করিবেন।'—তাই তিনি আসিলেন না।—আপনাকে তথায় যাইবার আদেশ করিলেন।"

পেত্রুসিও উচ্চহাস্যে কহিলেন,—"বাঃ, বাঃ! কি অপূর্ব্ব পতিভক্তি!"

তারপর নিজ ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, তুই গিয়ে তোর কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বল্ যে, আমি এখনি তাঁকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করিতেছি।"

এ কথায় সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন,—কর্কশা কেথারিন্ স্বামীকে কি উত্তর দিয়া পাঠান! কিন্তু তাঁহাদিগকে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না,—কেথারিন্‌কে অদূরে দেখিতে পাইয়া বাপ্‌টিস্‌টা বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যই আশ্চর্য্য!—দেখ দেখ! আমার কেথারিন্, পতি-আজ্ঞা কানে পশিবামাত্র, কেমন ব্যগ্রভাবে এখানে আসিতেছেন!—এঁ্যা! এ কি আমার সেই কেথারিন্?"

কেথারিন্ আসিয়াই অতি বিনীত ভাবে পতির পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; এবং ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

পেত্রুসিও। তোমার ভগিনী ও হোর্টেন্‌সিও মহাশয়ের স্ত্রী এখন কোথায়?

কেথারিন্। তাঁহারা দুইজনে বিশ্রাম-কক্ষে আগুন পোয়াইতে-পোয়াইতে গল্প করিতেছেন।

পেত্রুসিও। আচ্ছা, তুমি এখনি গিয়া তাঁহাদিগকে একবার এখানে ডাকিয়া আন দেখি।

কেথারিন্ অমনি অতি বিনীতভাবে স্বামিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

লুসেন্সিও অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যদি কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য আমি জীবনে দেখি নাই!"

হোর্টেনসিও এ কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন, "সত্য বলিয়াছ ভাই! আমিও আশ্চর্য্য মানিয়াছি।—তবে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।—পতিপত্নীর এরূপ বাধ্য-বাধকথায় কিছু লাভ আছে কি?"

"হাঁ,—সম্পূর্ণ আছে। ইহাই সংসারের সুখ,—ইহাই গৃহীর প্রধান শান্তি। এবং এই পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়ই গার্হস্থ্যধর্ম্মের আদর্শ।"

আন্তরিক দৃঢ়তার সহিত পেত্রুসিও এই কথাগুলি বলিলেন।

এইবার বাপ্‌টিস্‌টা মহা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "বৎস, পেত্রুসিও! তোমার মঙ্গল হউক! তুমিই এই বাজী জয় করিলে! কেথারিনের বিবাহ উপলক্ষে, আমি তোমাকে আরও বিংশতি সহস্র মুদ্রা যৌতুক দিতেছি! বৎস, তোমার গুণ অতুলনীয়। বুঝিলাম, তোমার গুণেই আমার সেই দুঃশীলা কন্যা, এক্ষণে সুশীলা ও সাধ্বীগণের আদর্শস্থানীয়া হইয়াছে।"

পেত্রুসিও-ও উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, যে বাজী আমি জয় করিলাম, ইহার আরও কিছু বিশেষত্ব দেখাইতেছি।—আপনারা দেখুন, আমার স্ত্রীই সর্ব্বাপেক্ষা পতিপ্রাণা কিনা! (অদূরে কেথারিন্‌কে দেখিয়া) ঐ দেখুন, কেথারিন্ ইহাঁদের পত্নীদ্বয়কে লইয়া আসিতেছেন! দেখিয়া বেশ বোধ হইতেছে, রমণীদ্বয়ের এখানে আসিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু কেথারিন্ কেমন সুশীলা রমণীসুলভ স্নেহমাখা কথায় উহাঁদিগকে উপদেশ দিতে দিতে এখানে আনিতেছেন!"

পেত্রুসিও, পুনরায় পরীক্ষা দ্বারা, আপন স্ত্রীর গুণাগুণ সকলকে দেখাইলেন। কহিলেন,—"দেখ কেথারিন্! তোমার মাথার ঐ টুপিটা ভাল দেখাইতেছে না;—এখনি উহা পদতলে বিমর্দ্দিত কর।"

সকলে দেখিয়া অবাক্,—কেথারিন্, বিনাবাক্যব্যয়ে অম্লানবদনে, তখনি মাথার সেই সুন্দর টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া, পদতলে বিমর্দ্দিত করিলেন!

ইহাতে হোর্টেনসিওর অভিমানিনী স্ত্রী কহিলেন, "পরমেশ্বর যেন আমাকে তোমার মতন দুর্ব্বুদ্ধি না দেন!"

বায়েন্‌কাও ক্ষুণ্ণমনে কহিলেন, "দিদি, পাগলের মত ও কি করিলে?"

তখন বায়েন্‌কার স্বামী লুসেনসিও আক্ষেপভরে কহিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি যদি তোমার দিদির মত পাগলের বুদ্ধি ধরিতে, তাহা হইলে, এই আহারের পরই, আমাকে আর একশত টাকা বাজী হারিতে হইত না!"

বায়েন্‌কা উপেক্ষাভাবে কহিল, "তুমি নাকি অতি নির্ব্বোধ, তাই আমার কার্য্যের উপর বাজী রাখিয়াছিলে!"

বলা বাহুল্য,—হোর্টেনসিওর স্ত্রীও, তাঁহার স্বামীর বাজী হারের কথা শুনিয়া, স্বামীকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিলেন।

তখন পেত্রুসিও কেথারিন্‌কে কহিলেন, "প্রিয়তমে, এই অবোধ স্ত্রীলোক দুটিকে পতিভক্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ দাও। কারণ, ইহাঁদের স্বামীরা বড়ই বড়াই করিয়া থাকেন যে, ইহাঁদের স্ত্রীরা অতি গুণবতী ও পতিপরায়ণা!"

স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া, কেথারিন্ সেই দুই রমণীকে এমন মর্ম্মস্পর্শিণী মধুর ভাবে পতিভক্তিবিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন।

সেইদিন হইতে, সেই বহুজনাকীর্ণ পাডুয়া নগরীতে কেথারিনের নামে জয়জয়কার পড়িয়া গেল। এত দিনে "কুঁদুলে কেথারিন্" নাম ঘুচিয়া, সুশীলা ও শান্ত-প্রকৃতি বলিয়া, তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিতা হইলেন।



সব ভাল যার শেষ ভাল।

(ALL'S WELL THAT ENDS WELL.)

(১)

রোজিলিয়ন্ দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র, পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পুত্রের নাম—বারট্রাম। ফ্রান্সের সম্রাটের সহিত বারট্রামের পিতার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া, ফ্রান্সরাজ বন্ধুপুত্রকে, আপন রাজধানী পারিস্ নগরে আহ্বান করিলেন। উদ্দেশ্য,—নবীন ভূপতিকে রাজ্যপরিচালনবিষয়ক সৎপরামর্শাদি দিয়া, এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিবেন।

একদা বারট্রাম রাজকার্য্যপর্য্যালোচনার পর, মায়ের নিকট বসিয়া বিশ্রাম-লাভ করিতেছেন, এমন সময় ফ্রান্সের একজন বিশিষ্ট রাজ-সভাসদ্,—সম্ভ্রান্ত প্রবীণ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম—লর্ড লাফু। লাফু যথোচিত সম্মানের সহিত, বারট্রামকে সম্রাটের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিলেন।

সম্রাটের এইরূপ সাদর নিমন্ত্রণ, অধীনস্থ রাজগণের পক্ষে, একরূপ 'আজ্ঞা-পত্র' স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। সুতরাং অধীন রাজগণ তাহা অমান্য করিতে পারিতেন না। বিশেষ, বারট্রামের ত কথাই নাই।—একে তিনি নবীন ভূপতি, তায় ফ্রান্স সম্রাট তাঁর পিতার বন্ধু,—অনেক বিষয়েই তিনি সম্রাটের সাহায্য পাইবার আশা করেন ;—এমন অবস্থায় বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে হইল। বারট্রামের বিধবা জননীও, পুত্রকে অবিলম্বে সম্রাটের অভিপ্রায়মত কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। যদিও তিনি পুত্রের মুখ

চাহিয়া স্বামি-শোক বিস্মৃত হইতেছিলেন,—যদিও এমন সময় পুত্রকে এক দণ্ড চোখের আড় করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি, সম্রাটের আজ্ঞাহেলনে, পাছে কোনরূপ অনর্থ ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ লর্ড লাফুর সহিত পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

পুত্রকে এই দারুণ শোকের সময় বিদায় দেওয়ায় যে, বিধবা রাণীর অতিশয় কষ্ট হইল, সুবিজ্ঞ লাফু তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে রাণীকে বুঝাইতে লাগিলেন,—"আপনি দুঃখিত হইবেন না,—আপনার পুত্রের হিতসাধনোদ্দেশেই ফ্রান্সরাজ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি অতিশয় দয়ালু। আর আপনি ত সবিশেষ অবগত আছেন, আপনার পরলোকগত পতির সহিত ফ্রান্সরাজের কতদূর প্রণয় ছিল! তিনি সেই প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ আপনার পুত্রকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন। পুত্রের অদর্শনজন্য কিছুদিন আপনার কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবী মঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়া, আশা করি, আপনি সে কষ্ট বিস্মৃত হইতে পারিবেন। আপনি নিশ্চিত জানিবেন, এই সাক্ষাতের পর, ফ্রান্সরাজ আপনার পুত্রের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিবেন, এবং পিতার তুল্য সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন।"

লাফুর এই সান্ত্বনাবাক্যে বারট্রাম-জননী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। অতঃপর তিনি ফ্রান্স-রাজের কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলে লাফু বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়,কিছুদিন হইতে তিনি এক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন;—চিকিৎসকেরা কোন মতে তাহার প্রতিকার করিতে পারিতেছে না।"

এ সংবাদে বারট্রামের মাতা অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং যথোচিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আহা, আজ যদি হেলেনার পিতা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে, অনায়াসেই তিনি সম্রাটকে আরোগ্য করিয়া, আমাদের সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইতেন।"

এই বলিয়া তিনি নিকটস্থা এক তরুণী কুমারীকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"এই মেয়েটীর নাম হেলেনা; ইহাঁর পিতাই সেই সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার নাম জেরাড-ডি-নার্বন। মৃত্যুর সময়ে, তিনি কন্যাটিকে লালনপালনের জন্য আমার হস্তে সঁপিয়া দিয়া যান। মেয়েটি সেই পর্য্যন্ত আমার কাছেই আছে।"

অতঃপর হেলেনার সুশীলতা ও বিনয়-নম্রতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন,—"দেখুন, মেয়েটি বাপের সমস্ত সদ্‌গুণই পাইয়াছে।"

লাফুর সহিত বারট্রাম-জননী যতক্ষণ এই সকল কথা কহিতেছিলেন, হেলেনা তৎক্ষণ অবধি, নীরবে—শতধারে, আপন বুক ভাসাইতেছিলেন। বারট্রাম-জননী মনে করিলেন, পিতার কথা উত্থিত হওয়ায়, স্নেহময়ী কন্যা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তাই তিনি তখনি হেলেনাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে, বারট্রাম ফ্রান্সযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। মাতৃভক্ত পুত্র, মায়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। স্নেহময়ী জননী সজলনয়নে, মুক্তপ্রাণে সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে লাফুকে কহিলেন, "মহাশয়, আমি আমার এই প্রাণোপম পুত্ররত্নটিকে আপনার হস্তে সঁপিয়া দিলাম। অধিক আর বলিব কি, আপনি ইহাকে দেখিবেন এবং সবিশেষ উপদেশ দিবেন;—বাছা আমার সম্রাট-সভার নীতিনীতি কিছুই অবগত নহে।"

বারট্রাম, জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া হেলেনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার নিকটও বিদায় লইবার উদ্দেশে মধুর বচনে কহিলেন, "হেলেনা, তোমাকে আর অধিক কি বলিব,—আমার অনুপস্থিতিতে মাকে তুমি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিও। দেখিও, তাঁহার যত্ন ও সেবার যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়। প্রার্থনা করি, তুমিও সুখে থাক।"

বারট্রাম, লাফুর সহিত ফ্রান্সযাত্রা করিলেন।

---

(২)

প্রণয়ের গতি অতি বিচিত্র। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার বিচার করিয়া, প্রণয়ী প্রণয় স্থাপন করে না। রূপ ও গুণ—দু'য়ের আধিক্য দেখিলে, প্রেম-প্রবণ হৃদয় সহজেই তাহার অনুরাগী হয়। আবার, কখন বা, শুধু হৃদয়ের দিক্ দেখিয়াই, প্রণয়ী অন্যের চরণে আত্ম-সমর্পণ করে। হিসাব করিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া, সাংসারিক খুটী-নাটী ভাবিয়া চিন্তিয়া, প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় না। প্রেম, মনুষ্য-জীবনের, সর্ব্ববিধ আবিলতা-শূন্য এক পরম পুণ্যময় স্বর্গীয় বস্তু। প্রেম, মৃতপ্রাণের সঞ্জীবনী সুধা।

দুঃখিনী হেলেনা এই সুধার আস্বাদ পাইয়াছেন। যুবরাজ বার্‌ট্রামের রূপে ও গুণে তিনি মোহিত হইয়াছেন। নীরবে, মনে মনে তিনি বারট্রামকে আত্ম-দান করিয়াছেন। হৃদয়-মন্দিরে, অহর্নিশ তিনি বার্‌ট্রামের মূর্ত্তি জাগাইয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত, ইষ্টদেবতাকে যেরূপ ভক্তিভরে, আগ্রহসহকারে পূজা করে,—ইষ্টদেবতার চরণে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করে, হেলেনাও সেইরূপ ভক্তিভরে, আগ্রহসহকারে বার্‌ট্রাম-চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।

পিতৃশোকে বালিকা কাতর থাকিলেও, সময়ে সে শোক বিস্মৃত হইল।—সময়ে বার্‌ট্রামের প্রেম-চিন্তা বালিকার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, সেই প্রেম, ততই গভীরভাবে, বালিকার হৃদয়ের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিল।

তাই, বারট্রাম ফ্রান্সযাত্রা করিলে, হেলেনা শোকাকুলা হইলেন। বিধবা রাণী ভাবিলেন, পিতার প্রসঙ্গ উত্থিত হওয়ায়, স্নেহময়ী কন্যা কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু হেলেনা মনে মনে বলিলেন, "হায়! কাঁদি যে কেন, তাহা কে বুঝিবে?—আমার এ মর্ম্মব্যথা বুঝিবার লোক কে?"

বস্তুতঃ, হেলেনার মনোদুঃখের অবধি নাই। কারণ, মুখ ফুটিয়া তিনি কাহাকেও মনের কথা বলিতে পারিতেন না। বার্‌ট্রাম, কোথায় রাজপুত্র এবং উপস্থিত রাজা,—আর তিনি, কোথায় পিতৃমাতৃহীন অনাথা কুমারী! বিশেষ, বংশ-মর্য্যাদা ও মানসম্ভ্রমে, বার্‌ট্রামের তুলনায় তিনি নগণ্যা!—এমন অবস্থায়, কিরূপে তাঁহাদের মিলন হইতে পারে? বুদ্ধিমতী হেলেনা তাই, বুকের আগুন বুকে চাপিয়া, প্রকাশ্যে বারট্রামকে, আর সকলের ন্যায়, রাজাজ্ঞানেই অবলোকন করিতেন। সাধারণতঃ, রাজাকে যেরূপ সম্মান-ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়, তিনিও তাহাই করিতেন। কিন্তু অন্তরে?—অন্তরে তিনি তাঁহাকে আপন পতিজ্ঞানেই পূজা করিতেন! তিনি ভাবিতেন, "হায়, এ জীবনে যখন আমি তাঁহাকে পাইব না, তখন দিবানিশি এইরূপ চোকে দেখিয়াই মনের সাধ মিটাই!—মনের উপর ত কোন বিধি-বন্ধন নাই?"

ফলতঃ বার্‌ট্রামকে পতিরূপে লাভ করা, হেলেনা অতীব দুর্ঘট ও একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। তাঁহার বোধ হইত,—"অনন্ত নীলাকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিয়া, তাহার রূপে মোহিত হইয়া, তাহার সহিত

পরিণয় স্থাপনের আশা করা যেরূপ,—আর রোজিলিয়নের এই নবীন ভূপতি, মহামান্ত বার্‌ট্রামের সহিত প্রণয়-স্থাপনের আশাও আমার পক্ষে সেইরূপ!—হায়, অসম্ভবও কি কখনো সম্ভব হয়?"

যাহাই হউক, তবুও ত চোখে দেখিয়া, অন্তরের সাধ কতকটা পরিতৃপ্ত করা যায় বটে? এখন বিধাতা, হেলেনার সে সাধেও বাদ সাধিলেন! বারট্রাম ফ্রান্স-যাত্রা করিলে হেলেনা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং মহাদুঃখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "আমি হীনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নবীন নৃপতির গলে বরমাল্য দেওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না জানি; কিন্তু তবুও এতদিন তাঁহার সেই ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া,—সেই আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, সুন্দর ভ্রূভঙ্গি, মনোহর কেশদাম, অমল-ধবল-উজ্জ্বল মুখ-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতাম;—হৃদয়-দর্পণে তাঁহার সেই মোহনমূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিয়া আমার চিত্ত-চকোর চরিতার্থ হইত;—বিধির নির্ব্বন্ধে, এখন হায়! আমি সে সুখেও বঞ্চিত হইলাম।—আমার এ দুঃখ আর কাহাকে বলিব?"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হেলেনার পিতা একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত কয়েকটী অতি আশ্চর্য্য ঔষধ ছিল। মৃত্যুর সময়ে তিনি কন্যাকে ধনসম্পত্তি কিছু দিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে সেই আশ্চর্য্য ঔষধ ক'য়টির প্রস্তুতপ্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। লর্ড লাফু যখন ফ্রান্সরাজের পীড়ার কথা বারট্রাম-জননীকে জ্ঞাপন করেন, হেলেনা তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলেন। যে ঔষধ প্রয়োগে ফ্রান্সরাজের পীড়া আরোগ্য হইতে পারে, হেলেনা সেই ঔষধ প্রস্তুতের উপকরণাদি জানিতেন। এখন তিনি মনে করিলেন, "আমি নিজে গিয়া ফ্রান্সরাজকে সেই ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিব। কিন্তু ইহাতে আর এক অন্তরায় আছে। শুনিলাম, রাজ-বৈদ্যগণ মহারাজের পীড়া দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া একরূপ জবাব দিয়াছেন; এমন অবস্থায় আমার ন্যায় দীন হীন এক স্ত্রীলোকের কথায় কি কেহ বিশ্বাস করিবে? তবে এক ভরসার কথা এই, আমার পিতার যথেষ্ট নাম যশঃ আছে;—তাঁহার কন্যা বলিয়া যদি মহারাজ স্বয়ং আমাকে তাঁহার পীড়ার চিকিৎসা করিতে দেন! যাই হোক, কোন রকমে যদি ফ্রান্স-রাজকে আমি চিকিৎসা করিয়া নীরোগ করিতে পারি, তবেই আমার আজীবন-সঞ্চিত আশা

ফলবতী হয়।—তবেই আমি বারট্রামকে পতিরূপে পাইয়া, এ অধম নারী জন্ম সার্থক করিতে পারি!"

পিতার ঔষধে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, হেলেনার মনে এই ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, যদি তাঁহার দ্বারাই সম্রাটের জীবন রক্ষা হয়, তবে সম্রাট নিশ্চয়ই, গুণের পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

---

(৩)

প্রেমের কথা বড় বেশী দিন ছাপা থাকে না। বারট্রাম ফ্রান্সযাত্রা করিবার কিছুদিন পরেই, হেলেনার প্রণয়ানুরাগ ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই দীর্ঘশ্বাস ও বুকের ভিতর হা-হুতাশ,—সেই বিরলে চিন্তা ও সদাই অন্যমনস্কতা,—সেই আহারে অরুচি ও সকল কার্য্যেই ঔদাসীন্য,—ক্রমেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। হেলেনা ক্রমেই অধিকতর অধৈর্য্য হইতে লাগিলেন। এক একবার অজ্ঞাতে, তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রেম-কাহিনী পরিব্যক্ত হইতেও লাগিল।

ঘটনাক্রমে একদিন এক রাজ-কর্ম্মচারী তাহা শুনিতে পাইল। কর্ম্মচারী আসিয়া রাণীকে সসম্ভ্রমে তাহা জ্ঞাপন করিল। কহিল, "জননি, কুমারী হেলেনা আমাদের যুবরাজের প্রেমাভিলাষিণী;—আমি তাঁহার নিজ মুখে ইহা শুনিয়াছি! অবশ্য তিনি আমাকে কিছু বলেন নাই;—কিন্তু গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকায়, তাঁহার মুখ হইতে হঠাৎ এই কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কৌতূহল অন্তরে আমি একটু অন্তরালে অবস্থিত ছিলাম। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে, ক্রমেই তিনি অন্তরের সকল কথাই আপনা আপনি বলিয়া ফেলিলেন। এমন কি, শেষে ইহাও বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই যুবরাজের অনুগামিনী হইবার জন্য ফ্রান্সযাত্রার সুযোগ খুঁজিতেছেন!—জননি! যেমন ঘটিয়াছে, অবিকল বলিলাম;—দাসের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

কর্ম্মচারীর মুখে এই কথা শুনিয়া, রাণী বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না,—বরং বিশেষ সন্তোষভাবই প্রকাশ করিলেন, এবং সেই কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "তুমি হেলেনাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও,আমার বিশেষ কিছু কথা আছে!"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলে রাণী ভাবিতে লাগিলেন, "যৌবনের ধর্ম্মই এই!

আমাদেরও ত এমন এক দিন ছিল,—আজ যেন সে দিন গিয়াছে,—কিন্তু নিজের গায়ে হাত দিয়া দেখিলে আর একথা অস্বীকার করা যায় না। যৌবনেই প্রেমের পূর্ণ পরাক্রম। যৌবনকুসুমে, প্রেম কণ্টকতুল্য ;—পরন্তু ইহা অতি স্বাভাবিক।—স্বভাবের উপর ত কাহারও হাত নাই ?"

ইতিমধ্যে হেলেনা তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাণী স্নেহমাখা-স্বরে কহিলেন, "হেলেনা! মা আমার! আমি তোমার মা, তা জান ?"

হেলেনা সম্ভ্রমসূচক মধুরবাক্যে উত্তর দিল,—"আপনি আমার মাননীয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী!"

রাণী পুনরায় সেইরূপ স্নেহমাখাস্বরে কহিলেন, "না মা, তুমি আমার কন্যা,—আমি তোমার জননী!—কেন মা, তুমি অমন অবাক্ হইয়া, ম্লানদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতেছ ?"

এবার হেলেনা বড়ই ভীত হইল। ভাবিল, তবে বুঝি তাহার গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী, রাণী সবিশেষ অবগত হইয়াছেন! যাহাই হউক, এবারও হেলেনা মনের ভাব লুকাইয়া, সাহসে ভর করিয়া উত্তর দিল,—"ঠাকুরাণি, আমায় ক্ষমা করুন! এই দুঃখিনী যে,আপনার কন্যা ও রোজিলিয়নের নবীন ভূপতির ভগিনী বলিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিবে, এমন দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার নাই।"

রাণী দেখিলেন, ভয়ে ও লজ্জায়, হেলেনা কিছুতেই ধরা দিতে চাহিতেছে না। তখন তিনি তাহার সেই অমূলক ভয় ও লজ্জা দূর করিবার জন্য কহিলেন, "তা হেলেনা, ভাল ভাল,—যখন তুমি আমার মা বা মেয়ে কিছুই হইতে রাজী হইলে না,—তখন বোধ হয়, আমার পুত্রবধূ হইতে তোমার কোন আপত্তি নাই ? (মধুরস্বরে) বল মা,—সত্য করিয়া বল,—আমার বারট্রামকে কি তুমি ভাল বাসিয়াছ ?"

এবার হেলেনা আরও ভীত হইল। কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল,—"ঠাকু-রাণি! আমায় ক্ষমা করুন।"

রাণী। না, না,—ক্ষমা কি ?—কেন, তুমি কি অপরাধ করিয়াছ যে, ক্ষমা চাহিতেছ ? বল মা আমার,—আমার প্রিয়তম পুত্রকে কি তুমি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ ?—বারট্রামকে কি তুমি ভালবাস ?"

হেলেনা। আপনিও কি তাঁহাকে ভালবাসেন না ?

রাণী। হেলেনা, কেন আর মিছা কথা-কাটাকাটি কর? বল,—তোমার প্রণয়বৃত্তান্ত আমায় সব খুলিয়া বল। দেখ, তোমার আকার-ইঙ্গিতে সকল কথাই প্রকাশ পাইতেছে।

এবার হেলেনা নতজানু হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, একে একে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "জননি! নিজগুণে আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা সত্য।—সত্যই আমি আপনার প্রিয়তম পুত্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কি বলিব, মা আমার! আমার এই দুরাকাঙ্ক্ষার প্রতিফল, আমি নিজেই ভোগ করিতেছি! আমার মনের আশা যে মনেই লয় পাইবে, তাহা স্থির জানিয়াছি। তবু মা, কি জানি কেন,—উন্মত্ত মনকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছি না।"

হেলেনা এইরূপে আপনাকে অতি হীন ও অযোগ্য প্রতিপন্ন করিয়া আবার কহিলেন, "জননি! যেমন আদিম আমেরিকা-বাসীরা সূর্য্যকে আরাধনা করিয়া থাকে,—কিন্তু সূর্য্য তাহার কিছুই জানে না,—যুবরাজের প্রতি আমার ভালবাসাও সেইরূপ জানিবেন!"

রাণী মনে মনে কি ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, তুমি কি সম্প্রতি পারিস্ গমন করিবে ইচ্ছা করিয়াছ?"

হেলেনা সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। তবে কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেন, "সেই দূতবরের নিকট সম্রাটের পীড়ার কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে, আমি গিয়া চিকিৎসা করিলে, সম্রাটকে রোগমুক্ত করিতে পারিব।"

এ কথায় রাণী কহিলেন, "কেবলই কি এই জন্যই তুমি তথায় গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছ? বল মা,—সত্য বল!"

এবার হেলেনা অকপটে উত্তর করিলেন,—"মা আমার! আর কেন দাসীকে লজ্জা দাও?—সকলি ত বুঝিয়াছ!—আমি নবীন মহারাজের প্রণয়ানুরোধেই পারিস্‌গমনের সঙ্কল্প করিয়াছি। নচেৎ কোথায় পারিস,—কোথায় ঔষধ,—আর কোথায় সম্রাট,—এই ভাবনায় আমি মরিতে যাইব কেন?"

রাণী, হেলেনার সেই সরল স্বাভাবিক প্রেমের আদ্যন্ত পরিচয় পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। তবে তিনি বিশেষরূপে জানিতে চাহিলেন যে, হেলেনা যে ঔষধ প্রয়োগ করিবে, তাহাতে সম্রাট রোগমুক্ত হইবেন কিনা? তাহাতে

হেলেনা দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল, "মা, আপনার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই আমি সফলকাম হইতে পারিব!" অতঃপর, রাণীরও ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল,—"এই কুমারীকে উপলক্ষ্য করিয়াই বুঝি, বিধাতা সম্রাটের পুনর্জীবন প্রদান করিবেন!"

হেলেনার পিতা অন্তিমকালে যখন কন্যাটিকে রাণীর হস্তে সঁপিয়া দিয়া যান, তখন তাহাকে এই অমূল্য ঔষধ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন,—রাজ্ঞীর আজ সে কথা মনে পড়িল। তাই তিনি অধিকতর চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিলেন, "বিধাতা বুঝি, এই এক ঔষধের মধ্যেই, ফ্রান্স-সম্রাটের জীবন ও এই দুঃখিনী বালিকার সৌভাগ্য-সূত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন! নচেৎ, এই বালিকারই বা আজ হঠাৎ সেই ঔষধের কথা স্মরণ হইবে কেন?"

অতঃপর তিনি পরম পুলকিত চিত্তে, হেলেনার পারিস-গমনের সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হেলেনাও কৃতজ্ঞচিত্তে রাজ্ঞীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিল। রাজ্ঞী কহিলেন, "মা আমার! সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়!"

---

(৪)

যথাসময়ে হেলেনা পারিসে উপস্থিত হইল, এবং সেই সম্ভ্রান্ত রাজ-সভাসদ লর্ড লাফুর সাহায্যে, সম্রাট-দর্শনের অনুমতি পাইল। সম্রাটের সহিত হেলেনার সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। প্রথমতঃ, সম্রাট এক অনূঢ়া স্ত্রীলোকের ঔষধ সেবন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ঔষধের সবিশেষ গুণাগুণ না জানিয়া, এবং পাছে তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া, প্রথমতঃ তিনি হেলেনার প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন। কিন্তু হেলেনা যখন সবিশেষ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন,—তিনি যে, সুবিখ্যাত চিকিৎসক মৃত জিরাড-ডি-নারবনের দুহিতা—একথা বলিলেন, তখন তাঁহার প্রতি সম্রাটের আস্থা জন্মিল। কারণ, ঐ সুযোগ্য চিকিৎসক সর্ব্বত্রই সুপরিচিত; —এমন কি, স্বয়ং ফ্রান্স-সম্রাটের নিকটও তিনি পরিচিত ছিলেন। হেলেনা, সম্রাটের অধিকতর বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আরও কহিলেন, "মহারাজ, মৃত্যু সময়ে পিতা আমাকে এই মহৌষধটি দিয়া গিয়াছেন। ইহার ফল অব্যর্থ।

এমন কি, যদি দুই দিনের মধ্যে আমি মহারাজকে আরোগ্য করিতে না পারি, তাহা হইলে মহারাজ আমার প্রাণদণ্ড করিবেন!"

সম্রাট আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, ঔষধসেবনে সম্মত হইলেন।

এই অবসরে হেলেনা পুনরায় কহিলেন, "আর মহারাজ, আপনিও প্রতিজ্ঞা করুন,—যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে পুরস্কার স্বরূপ, আপনি আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?"

সম্রাট। তোমার প্রার্থনা কি, অগ্রে খুলিয়া বল।

হেলেনা। (সলজ্জভাবে) আমি আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বামি-লাভের প্রার্থনা করিব।

সম্রাট। অতি উত্তম কথা। আমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছি। প্রতিশ্রুত হইলাম, তুমি অবিলম্বে আমার এই দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরোগ্য করিতে পারিলে, আমার তনয় ব্যতীত, এই ফ্রান্স রাজ্যের মধ্যে, যে কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিবে!

শুভক্ষণে, ঔষধের আশ্চর্য্য গুণে, দুইদিন অতিবাহিত হইতে-না-হইতেই সম্রাট সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। তখন তিনি অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া, অবিলম্বে আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশক্রমে দেশের যত গণ্য, মান্য, বিদ্বান্ ও রূপবান্ যুবক রাজসভায় আহূত হইলেন। বলা বাহুল্য, রোজিলিয়নের নবীন ভূপতি বারট্রামও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট সেই সভায় আসীন হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে হেলেনাকে কহিলেন, "সুন্দরি! এই সমাগত সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দের মধ্যে, কাহাকে তুমি পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হও?"

হেলেনা, আর কাহারও পানে দৃক্‌পাতও না করিয়া, সেই রোজিলিয়নের নবীন ভূপতি বারট্রামকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সম্রাটকে কহিলেন, "মহারাজ! ইনিই আমার মনোনীত নায়ক।—ইহাঁর গলে বরমাল্য দিতে পারিলেই, আমি আপনাকে সার্থকজন্মা মনে করি!"

অতঃপর বারট্রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম, সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আমি তোমার প্রণয়িনী হইলাম! তবে নিজগুণে, এ অধীনীকে চির অনুগতা দাসীজ্ঞানে গ্রহণ কর,—ইহাই প্রার্থনা!"

সম্রাটও অমনি হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "বার্‌ট্রাম, আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এই কুমারীকে বিবাহ করিয়া সুখী হও। রূপে গুণে—ইনি সকলেরই বরণীয়া!"

সম্রাট স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সম্রাটের আজ্ঞা যে, অবশ্যই পালনীয়, বারট্রাম তাহা বুঝিতেন। কিন্তু তথাপি যুবতীর প্রার্থনায়, আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি ঘৃণাভরে হেলেনাকে কহিলেন, "হেলেনা, তুমি কি বলিয়া, কোন্ সাহসে আমাকে পতিরূপে লাভ করিতে চাহিলে? তুমি কে, তা কি তোমার মনে নাই? তুমি দীন হীন এক চিকিৎসকের কন্যা;—চিরদিন আমাদেরই আশ্রিত,—আজিও আমার জননীর উপর তোমার জীবন নির্ভর;—কুলে শীলে, ধনে মানে, সম্ভ্রমে আভিজাত্যে,—কোন অংশেই তুমি আমার পত্নী হইবার যোগ্য নও;—সকলই জানিয়া-শুনিয়া, কেন তুমি এ দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিলে?"

চির-বাঞ্ছিত নায়কের এ কটূক্তিতে, হেলেনা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু দরিদ্রের রত্নলাভের ন্যায়, আজীবনসঞ্চিত আশা তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাই তখনি তিনি সম্রাটের নিকট গিয়া এ কথা জ্ঞাপন করিলেন, এবং কৌশলপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, "মহারাজ, দেবতার অনুগ্রহে আপনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট;—আমার আর অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই;—আমি চলিলাম।"

সম্রাট বুঝিলেন,বারট্রাম হেলেনাকে মর্ম্মাহত করিয়া বিদায় দিয়াছে। কিন্তু যখন তিনি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত, "আমার আদেশ" বলিয়া বারট্রামকে জানাইলেন, বারট্রাম তখন আর কিছুতেই অস্বীকার করিতে সাহসী হইলেন না। বলা বাহুল্য,আপন অধিকার মধ্যে সকল বিষয়েই ফ্রান্স-সম্রাটের ক্ষমতা চলিত। বিশেষ, বৈবাহিককার্য্যে, তাঁহার অমতে,কেহ এক চুলও অগ্রসর হইতে পারিত না। সুতরাং সম্রাটের আদেশক্রমে বাধ্য হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও, বার্‌ট্রাম সেই দিনই হেলেনাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

সম্রাটের আদেশমতে বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল বটে, কিন্তু নবদম্পতী কেহই সুখী হইতে পারিল না। সম্রাট আত্মসম্মান ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে দুঃখিনী হেলে-

নার ভাগ্য অধিকতর দুঃখময় হইল। কারণ প্রেম ত ধরিয়া-বাঁধিয়া, জোর-জবরদস্তি করিয়া, লাভ করিবার জিনিস নয়!

---

(৫)

যাহা হোক, বিবাহ হইয়া গেলে, বারট্রাম হেলেনাকে কহিলেন, "এক্ষণে তুমি সম্রাটের নিকট অনুমতি লইয়া আইস, যে, আমরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব।"

হেলেনা তাহাই করিলেন, সম্রাটও অনুমতি দিলেন। অতঃপর বারট্রাম পত্নীকে কহিলেন, "দেখ, আমাকে যে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। সহসা আমার এই বিবাহ হওয়ায়, আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন ও অসুখী হইয়াছি। যাই হোক, এখন আমি যাহা করিব, তাহাতে তুমি দুঃখিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইও না।"

হেলেনা দেখিলেন, ইতিমধ্যেই তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িতে বসিল! বারট্রাম তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—"তুমি একাকিনী রোজিলিয়নে প্রত্যাগমন কর; গিয়া আমার মায়ের নিকট থাকো;—আমি আর বাটী ফিরিব না।"

হেলেনা বুঝিলেন, স্বামী প্রকারান্তরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। তখন ক্ষোভে ও মনস্তাপে নিতান্ত কাতর হইয়া, হেলেনা বাষ্পগদগদকণ্ঠে কহিলেন,—"প্রভু, তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য! যাহা বলিলে, তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য আমার নাই। তবে মনে রাখিও, আমি তোমার চির কিঙ্করী। বুঝিলাম, দেবতা আমার প্রতি বাম; নচেৎ বহু পুণ্যফলে তোমায় লাভ করিয়াই বা হারাইব কেন?

পত্নীর এরূপ কাতরতায়ও বারট্রামের মন গলিল না। তিনি ইহার কোন উত্তর না দিয়া, আপন সঙ্কল্পসাধনে ব্রতী হইলেন, এবং অবিলম্বে হেলেনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বড় আশায় বুক বাঁধিয়া, হেলেনা পারিসে আসিয়াছিলেন;—আশা পূর্ণও হইয়াছিল বটে;—কিন্তু বড় মর্ম্মযন্ত্রণা বুকে লইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। করুণাময়ী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে একে একে সকল কথা বলিলেন। বলা বাহুল্য, বারট্রাম-জননী সন্তানের এ দুর্ব্ব্যবহারে বড় মনঃকষ্ট পাইলেন। অতঃপর,

অভাগিনী হেলেনা, স্বামীর এক অতি নিষ্ঠুরতাপূর্ণ পত্র পাইলেন। তাহা পাঠ করিয়া অভাগিনীর বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

দয়াবতী রাণী, পুত্রবধূকে অতি যত্নে গৃহে রাখিলেন এবং কহিলেন, "মা আমার! তুমি ত চিরদিন আমার কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছ? এখনও তুমি আমার সেই স্নেহ পাইবে!—কাঁদ কেন মা?"

এ কথায় হেলেনা আরও কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, আমি অতি মন্দভাগিনী! বড় আশা করিয়া যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলাম, ঘৃণাভরে সেই আমাকে পরিত্যাগ করিল! এই দেখুন মা, আপনার প্রিয়পুত্র,—আমার জীবনসর্ব্বস্ব,—কি বলিয়া আমায় পত্র লিখিয়াছেন!"
এই বলিয়া চিত্তের অধীরতাবশতঃ নিজেই সে পত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন:—

"হেলেনা, যেদিন তুমি আমার হস্তের অঙ্গুরীয় লাভ করিবে, সেই দিন আমাকে স্বামী সম্বোধন করিও। কিন্তু ইহজীবনে সে সম্ভাবনা নাই। কারণ, আমিও কখনও তোমায় অঙ্গুরীয় দিব না,—আর তোমারও কখনও সেদিন আসিবে না!"

হেলেনা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। রাণী নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। শেষে কহিলেন, "মা আমার, বারট্রাম এখন প্রবাসী; তুমিই আমার একমাত্র আনন্দদায়িনী হইয়া আমার গৃহ আলোকিত করিয়া থাকো! মূঢ় বারট্রাম তোমায় চিনিল না; কিন্তু তোমার মত গুণবতী সাধ্বীরমণী লাভ করা, বড় জোর-কপালের কাজ! যা হোক মা, তুমি দুঃখিত হইও না,—সময়ে তোমার এ মনঃকষ্ট দূর হইবে!"

কিন্তু হেলেনা কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতে পারিলেন না। নির্নিমেষ নয়নে, কেবলই স্বামীর সেই নিষ্ঠুর পত্র খানি দেখিতে লাগিলেন। বারংবার তাহা পাঠ করায়, শতধারে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সহসা তিনি আরও মুহ্যমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"ওহো, কি নিষ্ঠুর কাহিনী!—"যখন আমার স্ত্রী নাই, তখন সমগ্র ফ্রান্স-সাম্রাজ্যেও আমার কিছুই নাই!"

এবার রাণী একটু চমকিত হইয়া হেলেনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রমধ্যে কি ঐ কথা লেখা আছে?"

শোকাবেগ একটু সংবরণ করিয়া, পত্রপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, গভীর দুঃখে হেলেনা উত্তর করিলেন, "হাঁ মা! এ মন্দভাগিনীর অদৃষ্টক্রমে, প্রিয়তম, পত্রের এক প্রান্তভাগে এই মর্ম্মভেদী কথাই লিখিয়াছেন!"

তখন রাণীও পুত্রের জন্য কিছু শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু মুখে সে ভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

---

(৩)

হেলেনা দেখিল, এই সুখের রাজ-সংসারে সেই-ই যত অশান্তির মূল! তাহারই জন্য রোজিলিয়নের রাজ-সিংহাসন আজি শূন্য;—যুবরাজ প্রবাসী; স্নেহময়ী রাজমাতা অতি কাতরা!—হেলেনা ভাবিল, "এই পোড়া কপালীকে আশ্রয় দিয়াই ত রাজ-পরিবারের মধ্যে এই বিষম অনর্থ ঘটিল! অতএব এখনই আমার এ স্থান ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।"

সমস্ত রাত্রি এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, উষাকালে হেলেনা সেই পুর পরিত্যাগ করিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন। সে পত্র খানির মর্ম্ম এইরূপ:——

"মা আমার! ভাবিয়া দেখিলাম, আমিই সকল অনর্থের মূল। আমার জন্য যুবরাজ—আপনার নয়নপুত্তলি প্রিয়তম পুত্র, মনের বিরাগে আজি দেশ-ত্যাগী! রোজিলিয়নের রাজসিংহাসন আজি শূন্য;—ইহাতে আমি যার-পর-নাই অপরাধী!—মা আমার! তাই আজ আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তজন্য আপনার আবাস ত্যাগ করিয়া চলিলাম! যতদিন এ দুঃসহ দেহভার বহন করিব, সেণ্ট জেক্‌স-লি-গ্রাণ্ডে—সেই পবিত্র পুণ্যতীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। আপনি আপনার প্রিয়তম পুত্রকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া গৃহে আনাইবেন।—বলিবেন, "যাহাকে তুমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই পাপ—তোমার চক্ষুঃশূল,—আর তোমার সুখের পথে কাঁটা দিতে আসিবে না!" মা আমার, তোমার ঋণ আমি ইহজীবনে ভুলিব না!—দুঃখিনীকে মনে রাখিও!"

এদিকে, বারট্রাম পারিস পরিত্যাগ করিয়া ফ্লোরেন্স দেশে গমন করিলেন, এবং ফ্লোরেন্স-সম্রাটের সেনানিপদে নিযুক্ত হইয়া,—শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম গুণে, শীঘ্রই তথায় সুবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার মায়ের

এক পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—"তুমি যার জন্য রাজ্য-পাট, রাজসিংহাসন এবং জননী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মনের দুঃখে প্রবাসে অবস্থান করিতেছ, সেই হেলেনা চিরদিনের জন্য বিবাগিনী হইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছে! সুতরাং আর তোমার মনঃকষ্টের কোন কারণ নাই। তুমি অবিলম্বে আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

বারট্রামের পক্ষে অবশ্য এ সংবাদ খুবই শুভ। এই শুভ সংবাদে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং অবিলম্বে স্বদেশ প্রত্যাগমনের সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বিধির বিধান!—এই সময়ে সেই চির-দুর্ভাগ্যবতী, পতিবিচ্ছেদে উদাসিনী, দুঃখিনী হেলেনা সেই ফ্লোরেন্স দেশে উপনীত হইলেন।

---

(৭)

সেণ্ট জেকস-লি-গ্রাণ্ড্ তীর্থে গমন করিতে হইলে, ফ্লোরেন্স দেশ দিয়া যাইতে হয়। সুতরাং হেলেনা, সন্ন্যাসিনী বেশে এই ফ্লোরেন্সে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, অত্রস্থ এক পুণ্যশীলা দয়াবতী বিধবা, অবলা তীর্থযাত্রীদিগকে আপন আবাসে স্থান দিয়া, অতি যত্নের সহিত আতিথ্য-সৎকার করিয়া থাকেন। হেলেনা অনুসন্ধান করিয়া, সেই বিধবার বাটীতে উপনীত হইলেন। বিধবা তাঁহার আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করিলেন। পরে সংক্ষেপে হেলেনার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "বৎসে, দেখিতেছি তোমার বয়স অতি অল্প। এত অল্পবয়সে কেন তুমি এ কঠিন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ? সত্যই কি সংসারের প্রতি তোমার অনাস্থা জন্মিয়াছে? অথবা কোন মর্ম্মান্তিক কষ্টে তুমি এই যোগিনীবেশে, তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছ? যাহাই হউক, যখন তুমি এদেশে আসিয়াছ,—তখন এখানকার দর্শনীয় বিষয় গুলি দেখিয়া যাও।"

এই বলিয়া বিধবা পুনরায় কহিলেন, "বৎসে, অগ্রে আমাদের রাজার সেনা-নিবাস দেখিবে? এই সেনানিবাস অতি অদ্ভুত। সেখানে বহু সহস্র সমরকুশল বীরপুরুষ আছেন। বিশেষ, তোমার স্বদেশীয় এক মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও সেখানে দেখিতে পাইবে। ঐ ব্যক্তি অন্য কেহ নহে,—স্বয়ং রোজিলিয়নের অধীশ্বর। তিনি শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে ফ্লোরেন্স-রাজের প্রধান সেনাপতি-

পদে উন্নীত হইয়াছেন। অসামান্য বীরত্ব ও রণকৌশলগুণে, তিনি বহুযুদ্ধ জয় করিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছেন। বৎসে, তোমার স্বদেশীয় সেই মহা-বীরকে যদি দেখিতে চাও—ত চল, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

বহুদিন পরে প্রিয়তম পতির সন্দর্শন ঘটিবে, সতী নারীর ইহা অপেক্ষা আর অভিলষণীয় বিষয় কি আছে! হেলেনা অতি ব্যগ্রতাসহকারে সর্ব্বাগ্রে ফ্লোরেন্স-রাজের সেনানিবাস এবং তৎসঙ্গে সেই স্বদেশীয় মহাবীরকে দেখিতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য, বিধবা রমণীও হেলেনার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

হেলেনা নয়ন ভরিয়া প্রাণপতির রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। সে চোকের পলক বুঝি পড়ে না! বিধবা কহিলেন, "কেমন, এ যুবক রূপবান্ নয়?"

হেলেনা এ কথার উত্তরে আর কি বলিবেন? তাঁহার চক্ষে বারট্রামের রূপ অতুলনীয়। একটি ছোট্ট রকমের 'হুঁ' বলিয়া, হেলেনা তাঁহার কথায় সায় দিলেন। অতঃপর মনে মনে কহিলেন, "হা বিধাতঃ! তোমার মনেও এই ছিল!"

---

(৮)

পথিমধ্যে যাইতে যাইতে বিধবা, বারট্রামের সমস্ত কাহিনী হেলেনাকে বলিয়াছিলেন। বারট্রামের স্বদেশ পরিত্যাগের কারণ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার বিবাহ, পরে সেই স্ত্রী-ত্যাগ,—একে একে সকল কথা তিনি হেলেনাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এমন একটি কথা বলিলেন যে,—দুর্ভাগ্য-বতী হেলেনার বক্ষে, তাহা বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিষম বাজিল!

বিধবা বলিলেন, "বারট্রাম এখানে আসিয়া রাজ-সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া, পূর্ব্বস্ত্রীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন বটে, কিন্তু যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের হাত এড়াইতে পারিলেন না। দায়েনা নাম্নী আমার এক পরম রূপবতী ও গুণবতী কন্যা আছে। বারট্রাম আমার সেই কুমারী কন্যার প্রতি আসক্ত হইলেন। প্রতিদিন নিশীথ সময়ে তিনি আমার কন্যার শয়ন-কক্ষের গবাক্ষতলে আসিয়া, নানারূপ কাকুতি-মিনতি করিয়া, আমার কন্যার প্রেম-ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। শতপ্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া, দায়েনার রূপ-গুণের বহু প্রশংসা করিয়া বলিতেন, "সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও! দেখ, এখন অতি উত্তম সুযোগ। চারিদিক সুষুপ্ত,—কোথাও জনপ্রাণীর

সাড়াশব্দ নাই,—এ সময় অধীনের প্রতি মুখ তুলিয়া চাও!” কিন্তু কন্যা আমার নাকি অতি সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা,—তাই বারট্রামের এই সবিনয় প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিতেন না। বিশেষ, বারট্রাম কৃতদার,—এ কথা জানিয়া-শুনিয়া কোন্ শিক্ষিতা ভদ্র-কুল-কুমারী তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে?”

বিধবা, বারট্রামের কাহিনী শেষ করিয়া বলিলেন, “যাহাই হউক, আগামী কল্য তিনি ফ্লোরেন্স পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাইতেছেন। কেন না, কল্য রাত্রিতে, আমার কন্যার শয়নগৃহের সন্নিকটে আসিয়া, এই কথা বলিয়া, শেষ অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন।”

বিধবার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, হেলেনা, যার-পর-নাই কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। যার জন্য এত কষ্ট, এত মনস্তাপ,—হায়, সেই স্বামী আজ অন্য রমণীর জন্য লালায়িত! যাহা হউক, হেলেনা তখনও একেবারে আশা ছাড়িলেন না। অতি দীনভাবে, মুক্ত অন্তরে সেই বিধবার চরণে শরণ লইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “মা, আমিই সেই দুর্ভাগ্যবতী,—আমিই বারট্রামের সেই পরিত্যক্তা বনিতা! মা, তাঁর জন্যই আজ আমার এই দশা,—তাঁর জন্যই আজ আমি যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছি!”

এ কথা শুনিয়া সেই দয়াবতী বিধবা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর দায়েনার নিকটও হেলেনা সকল মনঃকষ্ট জানাইলেন। সবিষাদে কহিলেন, “ভগিনি, যদি তোমরা নিজগুণে এ দুঃখিনীকে দয়া কর, তবে বোধ হয়, আমার সকল দুঃখের অবসান হয়।”

বিধবা ও তাঁহার কন্যা উভয়েই হেলেনার দুঃখে কাতর হইলেন। বলিলেন, “তোমার দুঃখমোচনের যদি কোন উপায় থাকে, ত বল,—আমরা প্রাণপণে তাহার সহায়তা করিব।”

বুদ্ধিমতী হেলেনা তখন এক উপায় স্থির করিয়া কহিলেন, “তোমরা অদ্য নিশীথে রোজিলিয়ন্-রাজকে বাটীতে আসিতে দাও। সেই অবসরে আমি দায়েনার বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি এক বিষয়ে আমার কাছে সত্যবদ্ধ আছেন। ভরসা করি, সে সত্য তিনি লঙ্ঘন করিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করিবার সময় তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যদি কখন, কোন উপায়ে আমি তাঁর হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় লাভ করিতে পারি, তবে তিনি আমাকে

স্ত্রী বলিয়া পুনরায় গ্রহণ করিবেন। তাই বলিতেছি,—হে জননি!—হে ভগিনি! তোমরা যদি আজ এই উপকারটি কর, তবে এ দুঃখিনীর প্রাণ রক্ষা হয়, অধিকন্তু চিরকালের জন্য এ দুঃখিনী তোমাদের কেনা হইয়া থাকে! দায়েনার বেশে অনায়াসেই আমি স্বামীর হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় লাভ করিতে পারিব।"

এ প্রস্তাবে, সেই সুশীলা ও পরোপকাররতা মাতা এবং কন্যা,—উভয়েই সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, "এরূপ কাজে পরকালে অশেষ পুণ্য এবং ইহ-কালেও প্রচুর লাভ আছে।"

তখন হেলেনা আর একটি কাজ করিলেন। সেই দিনই দিবাভাগে কৌশল পূর্ব্বক স্বামীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, কয়েকদিন হইল, তাঁহার সেই পরিত্যক্তা স্ত্রী,—সেই চির-দুর্ভাগ্যবতী হেলেনা, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।

এরূপ কল্পিত সংবাদ পাঠাইবার কারণ এই যে, পূর্ব্বস্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনিলেই, বারট্রাম অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া,—"যাক্—আপদ-বালাই গেল,—এতদিনে আমি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হইলাম" ভাবিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে, পূর্ণ অনুরাগে, দায়েনার গৃহে আসিবেন, এবং সেই হেতুবাদ দেখাইয়া তখনই দায়েনাকে বিবাহ করিতে অতিমাত্র ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। যদিও বা পূর্ব্বে, দায়েনাবেশধারিণী হেলেনাকে কোনও রকমে চিনিবার এতটুকুও সম্ভা-বনা থাকিত,—কিন্তু এক্ষণে এরূপ অবস্থায় তিনি যে সহজেই প্রতারিত হই-বেন, তাহার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর সেই অবসরে, দুর্ভাগ্যবতী হেলেনাও যে স্বামীর হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়টি লাভ করিয়া সফলমনোরথ হইতে পারিবে,—তাহারও আর কথাটি নাই।

---

(৯)

আজ বারট্রামের আনন্দ দেখে কে? যাহাকে এতদিন সাধিয়া, কত কাকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয়, স্তব-স্তুতি করিয়াও লওয়াইতে পারেন নাই,—দৈবানুগ্রহে, আজ সেই চিরবাঞ্ছিত ধন,—পরম প্রেমময়ী দায়েনা, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সম্মত হইয়াছেন!—বারট্রাম আজ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন!—আহ্লাদে তিনি আটখানা হইলেন!

অতঃপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার কিছুক্ষণ পরেই, তিনি বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, মহা আনন্দে, প্রণয়িনী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চতুরা হেলেনাও দায়েনার বেশভূষায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, পতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও বারট্রাম দায়েনার শয়ন-কক্ষের নিকট আসিয়া, নানাবিধ প্রণয়-বাক্যে তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া, ক্ষুণ্ণমনে ফিরিতে হইল না,—প্রণয়িনী এবার হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, প্রেম-সম্ভাষণে তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

হেলেনা বহুকালের পর প্রাণপতিকে এই ভাবে প্রণয়সম্ভাষণাদি করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। বারট্রামও আজ—'প্রেমময়ী দায়েনার মুখে এরূপ অপূর্ব্ব প্রেম-সম্ভাষণ শুনিতে পাইলাম' ভাবিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনি প্রেমিকার সন্নিকটে আসিয়া, মধুর মুখচুম্বনে ও গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে, ভাবগদ্গদকণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয়তমে! নিশ্চয় জানিও, তোমার প্রতি আমার এ ভালবাসা চিরদিন সমভাবে থাকিবে!"

দায়েনারূপিনী হেলেনা তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "যদিও প্রাণেশ্বর দায়েনা-বোধে আমাকে এত ভালবাসা দেখাইতেছেন, তথাপি আমার আশা হয়, পরিত্যক্তা সহধর্ম্মিণী হইলেও, কালে আবার আমি সত্য সত্যই স্বামীর সহিত এরূপ পবিত্র প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারিব!"

প্রেমের কি বিচিত্র গতি দেখ! যাহাকে বারট্রাম, সর্ব্বাংশেই তাঁহার প্রণয়িনী হইবার অযোগ্য বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে পড়িয়া, অজ্ঞাতে, আজ তাহাকেই আবার মাথায় তুলিয়া, আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ বোধ করিতেছেন! তাই বলিতে হয়, রূপ চক্ষে নহে,—রূপ অন্তরে। সৌন্দর্য্য বাহিরের বস্তু নহে,—সৌন্দর্য্য হৃদয়ের অনুভাব্য।

আরও দেখ, এই দায়েনারূপিনী হেলেনাকে, বারট্রাম আজীবন দেখিয়া আসিতেছেন,—কিন্তু তাহার এত রূপ তিনি কখনো দেখেন নাই! তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিয়া, এ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা বুঝি, তাঁহার সম্মুখে আর কখনো দাঁড়ায় নাই! দেখিতে দেখিতে দেখিতে, বারট্রাম সেই অনন্ত রূপ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন! সুতরাং তাঁহার বিচারবুদ্ধিও লোপ পাইল। তাই বলিতে হয়, রূপের নির্দ্দিষ্ট কোন আকার নাই,—রূপ ব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত। এই চরাচর

অনন্ত বিশ্বই রূপের প্রতিকৃতি। রূপের উপাসক, আপনার মনের মত প্রতিমা গড়িয়া, তাহার চরণে প্রেমাঞ্জলি দিয়া থাকে।

আরও এক কথা আছে। যাহাকে তুমি প্রতিনিয়ত চোখের উপর দেখ, সে বাস্তবিক সুন্দর হইলেও, চিরদিন তোমার কাছে সুন্দর থাকে না। নূতনত্বই নাকি সৌন্দর্য্যের প্রাণ,—সুতরাং নূতনত্ব-বোধের অভাব হইলেই সৌন্দর্য্যও যেন সেই সঙ্গে হ্রাস পায়। এ কারণেও হেলেনা, বারট্রামের চক্ষে, পূর্ব্বে তেমন সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হন নাই।

আর এক কথা এই,—মানুষের জীবনটাই নাকি ভাবময়, তাই ভাবের চক্ষে, প্রকৃতিবিশেষে, কেহ সুন্দরকেও কুৎসিত এবং কুৎসিৎকেও সুন্দর দেখিয়া থাকে! আবার, যাহাকে যে ভাবে দেখিবার আশা কখনো করা যায় নাই, তাহাকে সে ভাবে দেখিতে কেহ ভালবাসে না। এ হিসাবেও বারট্রাম, তাঁহার মাতার আশ্রয়ে পালিতা, সেই দরিদ্রের কন্যাকে সহসা পত্নীরূপে পাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই,—অধিকন্তু যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আর গুণ?—হেলেনার গুণের পরিচয়ও বারট্রাম ইতিপূর্ব্বে তেমন বিশেষ কিছু পান নাই। বাটীর সকলে হেলেনাকে ভাল বলিত, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাহাকে ভাল বলিতেন,—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু, যে প্রকৃত গুণের বিকাশে মানুষ আকৃষ্ট হয়,—যুবরাজের নিকট, হেলেনার সে গুণ দেখাইবার আদৌ সুযোগই ঘটিয়া উঠে নাই। এমন কি, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, হেলেনা বারট্রামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কথাই কহিতেন না—গুণের পরিচয় দেওয়া ত দূরের কথা!

সুতরাং এই সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক ভাবিয়া দেখিলে, পাঠকপাঠিকা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই উপেক্ষিতা ও পরিত্যক্তা পত্নী হেলেনা, দায়েনাবেশে, বারট্রামের চক্ষে, কেন আজ এত রূপবতী ও গুণবতী প্রতীয়মান হইতেছেন!

রূপ নাকি একটা নেশা,—তাই সেই নেশায় বিভোর হইয়া, প্রণয়োন্মত্ত যুবক, যুবতীকে এত সুন্দর দেখিতেছেন! কিন্তু যদি এ সময় একবার তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও জানাইয়া দেওয়া হয় যে, "ওহে বারট্রাম! তুমি দায়েনাবোধে যাহাকে লইয়া মাতিয়াছ,—একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ দেখি, সে দায়েনা নহে,—

সে তোমার সেই জীবনের অভিসম্পাৎ-স্বরূপ,—তোমার সেই উপেক্ষিতা ও পরিত্যক্ত বনিতা!”—তাহা হইলে তখনি কি বারট্রামের নেশা একেবারে ছুটিয়া যায় না?—তখনি কি তিনি দারুণ ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত অনুতাপ করিয়া হেলেনাকে ছাড়িয়া যান না? তাই বলিতে হয় যে, মানুষ চোক দিয়া মানুষকে দেখে না,—মন দিয়াই দেখে!

যাহাই হউক, সে রাত্রিটা, নায়ক-নায়িকার বড় মনের সুখেই কাটিয়া গেল! কথা আর ফুরায় না, ভালবাসা আর বিরাম পায় না। চতুরা হেলেনাও, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য,—যতদূর তাহার ক্ষমতা ছিল,—হাব-ভাবে, রঙ্গ-রসালাপে, বিনয়ে ও মাধুর্য্যপ্রকাশে, বারট্রামকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেলিল। বারট্রাম তখন স্বর্গসুখে মাতোয়ারা;—তিনি অবিলম্বে যুবতীকে বিবাহ করিয়া, চিরদিনের জন্য তাঁহাকে অঙ্ক-লক্ষ্মী করিতে মানস করিলেন! হেলেনাও দেখিলেন, এই তাঁহার জীবনের মাহেন্দ্রযোগ! তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, বারট্রামের হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়কটি, প্রণয়ের নিদর্শনস্বরূপ চাহিয়া লইলেন। বারট্রামের তখন ‘দীল্‌দরিয়া’ প্রাণ,—তুচ্ছ একটা অঙ্গুরীয়ক কি,—প্রেমময়ীর জন্য তখন তিনি সকলি দিতে পারেন! সুতরাং হেলেনা চাহিবামাত্র, বারট্রাম বিনা-বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়কটি দান করিলেন। হেলেনা, সেই আত্ম-শোণিত তুল্য অঙ্গুরীয়ক পাইয়া,—“এতদিনে বুঝি বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন” ভাবিয়া, অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। যুবতীও, আত্মপ্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ, প্রিয়তমকে, আপন অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয়টি উপহার দিলেন।

এইরূপে পরম সুখে, উভয়ে উভয়কে বাধিত করিয়া, সেই সুখ-নিশি যাপন করিলেন। প্রত্যূষে বারট্রাম, প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং সেই দিনই স্বদেশ যাত্রা করিয়া, যথাদিনে মাতৃসন্নিধানে উপনীত হইলেন।

---

(১০)

সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য ও সফল-মনোরথ হইয়া, হেলেনা সেই দয়াবতী বিধবা ও তাঁহার কন্যা দায়েনাকে একে একে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। শেষে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “কি বলিয়া তোমাদের নিকট হৃদয় পরিব্যক্ত করিব,—তাহা ভাবিয়া পাই না! কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা

করি, ঈশ্বর তোমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করুন! তোমাদের কৃপাতেই আমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে!—আমি এক রাত্রির জন্যও স্বামিসেবার অধিকারিণী হইয়াছি, আর আমার জীবনতুল্য—স্বামীর হস্তস্থিত সেই অঙ্গুরীয়টিও লাভ করিতে পারিয়াছি! তোমাদের এই করুণা ও দয়া আজীবন আমার স্মৃতি-মন্দিরে জাগরূক থাকিবে! এখন তোমাদের নিকট আমার আর একটি প্রার্থনা আছে।—যদি দয়া করিয়া আমার সহিত একবার পারিসযাত্রা কর,—তবে আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

এই বলিয়া হেলেনা, সেই আশ্রয়-দায়িনী বিধবা ও তাঁহার কন্যার সহিত আপন অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে, অনেক পরামর্শ করিলেন। মাতা ও কন্যা, হেলেনার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর যথাদিনে তাঁহারা পারিসযাত্রা করিলেন। ফ্রান্সরাজের সহিত সাক্ষাৎ করাই হেলেনার উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিস পঁহুছিয়া হেলেনা শুনিলেন,—কয়েক দিন হইল, সম্রাট, তাঁহার বন্ধুপত্নী, রোজিলিয়নের বিধবা রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রোজিলিয়নে গিয়াছেন। এ সংবাদে হেলেনা আর কালবিলম্ব না করিয়া, দায়েনা ও তাঁহার মাতাকে লইয়া, রোজিলিয়ন যাত্রা করিলেন।

ফ্রান্সসম্রাট রোজিলিয়নে পঁহুছিয়া, বিধবা রাণীকে সকল প্রকার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বিশেষ করিয়া, সেই জীবনদায়িনী হেলেনার কথা পাড়িলেন। কারণ, হেলেনার কথা, সম্রাটের অন্তরে অনুক্ষণ জাগিত। কিন্তু বন্ধুপত্নীর মুখে যখন তিনি হেলেনার বিষয় আদ্যোপান্ত শুনিলেন, তখন আর তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সম্রাট সদুঃখে রাণীকে কহিলেন, "তোমার পুত্র নিতান্ত দুর্ভাগ্য,—তাই অমন অমূল্য নিধিকে হাতে পাইয়াও চিনিল না! তেমন সুশীলা ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা পত্নী, যার-তার ভাগ্যে মিলে না। হীনবুদ্ধি বারট্রাম তেমন রত্ন হেলায় হারাইয়াছে।"

সেই পরম গুণবতী, দুহিতাতুল্য পুত্রবধুর কথা আলোচনা করায়, বারট্রাম-জননীর শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সম্রাট তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "আর ও-কথা তুলিয়া ফল কি? ও-কথা যতই তুলিবে, ততই কষ্টবোধ হইতে থাকিবে। অতএব, এখন অন্য বিষয়ের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য।"

এমন সময় সম্রাটের সেই প্রধান সভাসদ লর্ড লাফু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের সঙ্গে তিনিও রোজিলিয়নে আসিয়াছিলেন। লাফু আসিয়াই উপস্থিতপ্রসঙ্গে যোগ দিলেন। তিনিও সবিষাদে সম্রাটকে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, বস্তুতই বারট্রাম বড় মন্দভাগ্য! মন্দভাগ্য না হইলে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেন? গুণবতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়া, তিনি যেমন তাঁহার মাতার ও মহারাজের নিকট অপরাধী হইয়াছেন, নিজের নিকটও ততোধিক অপরাধী হইয়াছেন। দাঁত থাকিতে তিনি দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন নাই;—এখন সেই মর্য্যাদা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। আহা, তেমন স্ত্রীরত্ন কি সহজে মিলিয়া থাকে? যাঁহার অতুল্য রূপমাধুরী দেখিয়া, স্ত্রীপুরুষ সকলেই মুগ্ধ হইত; যাঁহার অমিয়ময় মধুর বচনে আপামরসাধারণ তৃপ্তিলাভ করিত; প্রেম-প্রবণ হৃদয়গুণে যিনি সকলকেই আপনার করিয়া লইতে পারিতেন;—সেই অশেষগুণে-গুণবতী নারীরত্ন ইহসংসারে অতি দুর্লভ!"

লর্ড লাফুর এই মর্ম্মান্তিক উক্তিতে, যদিও সম্রাটের হৃদয় অতি সন্তাপিত হইল, তথাপি তিনি বাহিরে সে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না। উপরন্তু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "নষ্টনিধির অনুশোচনায় কেবলমাত্র দুঃখোদয়ই হইয়া থাকে। অতএব সে অতীতকাহিনী উত্থাপন না করাই ভাল।"

তারপর সম্রাট লাফুকে বলিলেন, "এখন একবার বারট্রামকে আমার নাম করিয়া এখানে আহ্বান করুন।"

অপরাধী বারট্রাম সম্রাটসমীপে আসিয়া অতি দীনভাবে লজ্জিত অন্তরে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর হেলেনার প্রতি আপনার অহিতাচরণের জন্ত অনুতপ্তচিত্তে সম্রাটের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

ফ্রান্সরাজ, পরলোকগত বন্ধুকে স্মরণ করিয়া এবং বিধবা রাণীর মুখ চাহিয়া, বারট্রামকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু এই সময় হঠাৎ বারট্রামের হস্তস্থিত একটি অঙ্গুরীয় দেখিয়া,তিনি পুনরায় অতি গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কারণ, ইতিপূর্ব্বে ঐ অঙ্গুরীয়, তিনি সেই জীবনদায়িনী হেলেনাকে পুরস্কার স্বরূপ উপহার দিয়াছিলেন। হেলেনা সম্রাট-প্রদত্ত সেই মহা সম্মানজনক উপহার পাইয়া, সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কহিয়াছিল,—যতদিন সে জীবিত থাকিবে, কিছুতেই এই অঙ্গুরীয় হস্তান্তরিত করিবে না,—কেবল বড় বিপদগ্রস্ত হইলে,

যখন সম্রাটের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হইবে, তখন সে এই অঙ্গুরীয় সম্রাটের নিকটেই পাঠাইয়া দিবে।—কিন্তু একি! হেলেনার সেই অতি-বড় প্রিয়-বস্তু বারট্রাম পাইল কিরূপে? যেহেতু সকলেই জানে, বিবাহ করিয়াই বারট্রাম সেই অবলাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। দারুণ সংশয়িত-চিত্ত হইয়া সম্রাট গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "বারট্রাম! সত্য করিয়া বল, তুমি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?"

বারট্রাম তাঁহার জ্ঞানমত সত্য কথাই বলিলেন। বলিলেন যে, এক রমণী প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ, ইহা তাঁহাকে উপহার দিয়াছে।

সম্রাট এই অসঙ্গত উত্তর শ্রবণে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আরও গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "না,—ও কথা শুনিতে চাহি না!—সত্য বল, এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইয়াছ?"

বারট্রাম পুনরায় পূর্ব্বমত উত্তর প্রদান করিলেন। এবার সম্রাটের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার মনে হইল, "এ আর কিছু নয়,—দেখিতেছি, এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক দারুণ ঘৃণা ও অভিমানভরে সেই অনুপমা রমণীর প্রাণনষ্ট করিয়া সকল জঞ্জাল দূর করিয়াছে! নচেৎ পরিত্যক্তা পত্নী, নিষ্ঠুর পতিকে কেন এ মূল্যবান্ উপহার দিতে যাইবে?"

সম্রাট তখন ঘোর সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া, পত্নীহত্যাকারীবোধে, বারট্রামকে ধৃত করিতে রক্ষকগণকে আদেশ দিলেন। এবং বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "সহসা আমার মস্তিষ্ক কেমন ঘুরিয়া গেল!—মনে হইতেছে, এই নিষ্ঠুর বারট্রাম স্বহস্তে হেলেনার প্রাণসংহার করিয়াছে!"

সম্রাটের এই প্রাণঘাতিনী উক্তিতে সহসা সকলে শিহরিয়া উঠিল।

---

(১১)

এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটিল। দায়েনা ও তাঁহার জননী, সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন। দায়েনা-জননী সম্রাটকে কহিলেন, "মহা-রাজ! রোজিলিয়ন-অধিপতি মহামান্য বারট্রাম, ফ্লোরেন্স অবস্থানকালে আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে সত্যবদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। এখন মহারাজ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে আদেশ দিয়া, এ অধীনার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

ভয়ে তখন বারট্রামের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি দায়েনা-জননীর সকল কথা অস্বীকার করিলেন।

তখন দায়েনা, আপন হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়,—যে অঙ্গুরীয় বারট্রাম দায়েনা-ভ্রমে হেলেনাকে সেই রাত্রে প্রণয়োপহার দিয়াছিলেন,—সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া সম্রাটকে কহিলেন, "মহারাজ, সত্য মিথ্যা আপনি বিচার করুন। ইনিও যেমন আমাকে প্রণয়োপহার স্বরূপ এই অঙ্গুরী দিয়াছেন, আমিও তেমনি আমার হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় উহাঁকে উপহার দিয়াছি।—ঐ দেখুন, সেই অঙ্গুরীয় এখনও উহাঁর হাতে আছে।"

সম্রাট আরও ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেলেন,—"এ যুবতীই বা বলে কি? কাহারও কথায় ত ঐক্য দেখিতেছি না?—আসল কথা যে কিছুতেই প্রকাশ হইতেছে না? যাহা হোক, উপস্থিত এ রমণীকেও অবরুদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য।"

বারট্রামের ন্যায় দায়েনাকেও অবরোধ করিতে, সম্রাট রক্ষিগণকে আদেশ দিলেন। অবশেষে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস,—হেলেনারই এ অঙ্গুরীয়! আমিই তাঁহাকে ইহা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, বারট্রাম ও এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবতী—উভয়েই তাহা অস্বীকার করিতেছে। যাই হোক, এ অঙ্গুরীয়ের স্বরূপবৃত্তান্ত যদি না আমি জানিতে পারি, তাহা হইলে এই দুইজনেরই প্রাণদণ্ড করিব!"

দায়েনা বলিল, "মহারাজ! আর অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন,—সকল রহস্যই প্রকাশ পাইতেছে। এক জহরির নিকট আমরা এ অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়াছি; আদেশ করেন ত, সেই জহরিকে মহারাজের নিকট আনয়ন করি।"

তাহাই স্থির হইল। দায়েনা-জননী তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সেই জহরিকে আনিতে গেলেন। এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু, হরি হরি! একি! দূর হইতে বারট্রাম-জননী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে পাইলেন,—যাহার জন্য এত হাহাকার ও হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, সেই ভাগ্যবতী হেলেনা, স্বয়ং—স্বশরীরে, সেই বর্ষীয়সী বিধবার সহিত ধীরপদে সেখানে আসিতেছেন!—স্নেহময়ী বারট্রাম-জননীর সে সময়ের সে মনোভাব বর্ণনাতীত।

কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তিনি ভাবিতেছিলেন, "হয়ত সম্রাটের অনুমানই ঠিক।—আমার হতভাগা পুত্র হয়ত, সত্য সত্যই সেই সর্ব্বলোক-আনন্দ-

দায়িনী হেলেনাকে হত্যা করিয়াছে!" সুতরাং, উপস্থিত তাঁহার মনে যে, কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইল, তাহা তিনিই বুঝিলেন।

আর সেই প্রবল প্রতাপান্বিত, সহৃদয় সম্রাট?—সম্রাট হঠাৎ তাঁহার সেই জীবনদায়িনী হেলেনাকে সম্মুখে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পরন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হওয়ায়,সম্যকরূপে তিনি তাহা উপভোগ করিতে পারিলেন না;—কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সত্যই কি ইনি বারট্রাম-পত্নী—আমার সেই জীবন-দায়িনী গুণবতী হেলেনা?"

হেলেনা তখনও নাকি স্বামীর পরিত্যক্তা,—তাই একটু কৌশল করিয়া, সম্রাটকে কহিলেন, "না প্রভু, আমি বারট্রামের পত্নী নহি,—আপনি বোধ হয় আমাতে তাঁহার ছায়া দেখিতেছেন!"

কিন্তু এ কথায় হেলেনা আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। অনুতপ্ত বারট্রাম এইবার হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে, তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কহিলেন,"প্রাণেশ্বরি! আর কেন?—যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছ!—নিজগুণে স্বামীকে ক্ষমা কর!"

এইবার হেলেনাও কাঁদ-কাঁদ-মুখে সর্ব্বজন-সমক্ষে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! আমি একটিদিন মাত্র দায়েনার বেশে তোমার মুখে এই সম্বোধন শুনিয়াছিলাম;—আর আজ এই মহারাজাধিরাজ ফ্রান্স-অধিপতির নিকটে, সর্ব্বজনসমক্ষে, সেই অমৃতময় সম্বোধন শুনিয়া, আমার নারী-জন্ম সার্থক হইল!"

এই বলিয়া সেই দারুণ দুর্দ্দিনের স্মৃতি,—স্বামীর সেই নিষ্ঠুর লিপিখানি সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লাগিলেন;—"আমার স্ত্রী নাই; সুতরাং রোজিলিয়নে আমার কিছুই নাই! * * * তবে যদি তুমি কখনো আমার হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় লাভ করিতে পার, তবেই আমাকে পাইবে,—নচেৎ এ জীবনে তোমায় আমায় আর কোন সম্বন্ধ নাই!"

—"প্রাণেশ্বর! এই দেখ, তোমার স্বহস্তলিখিত সেই নির্ম্মম লিপি! এ পত্রখানি এত দিন আমি সঙ্গের সাথী করিয়া রাখিয়াছিলাম! যাহা হউক, আজ আমার সকল মন-সাধ মিটিয়াছে। আরও দেখ,—নাথ! আমি আত্মবলেই তোমাকে জয় করিয়াছি;—এই অঙ্গুরীয়ই তাহার সাক্ষী।"

বারট্রাম সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তবে, আর একটা

বিষয়ে সন্দেহ রাখ কেন?—সে দিন রাত্রে, তুমিই যে আমার কাছে ছিলে, তাহার কোন প্রমাণ দিতে পার?"

"হাঁ, অবশ্য পারি!" বলিয়া হেলেনা, দায়েনা ও তাঁহার জননীকে সাক্ষ্য দেওয়াইলেন। বলা বাহুল্য, এই কথা বলাইবার জন্যই, তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তখন সকলেরই সকল সন্দেহ বিদূরিত হইল।

হেলেনার সহিত বারট্রামের এই অপূর্ব্ব পুনর্ম্মিলনে, সম্রাট যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি দায়েনার চরিত্রেও বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে সুন্দরি! তোমার গুণের যোগ্য পুরস্কার আমি দিব।—আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, কোন সম্ভ্রান্ত, রূপবান্ এবং বিদ্বান্ যুবকের সহিত তোমার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিব।"

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে ফ্রান্স-সম্রাট কথামতই কাজ করিলেন। দায়েনা মনোমত পতিলাভ করিয়া, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বহু দুঃখের পর বহু সুখ—বড় মধুর! হেলেনার জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি সভক্তিকৃতজ্ঞচিত্তে স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করিয়া ফ্রান্স-সম্রাটকে বলিলেন, "মহারাজ! স্বর্গীয় পিতৃদেবের অমোঘ আশীর্ব্বাদই আমার জীবনের চিরসম্বল! ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার সেই অকৃত্রিম মহৌষধই আমার এ মহা-সৌভাগ্যের নিদান! দৈবানুগ্রহে এবং আপনার যত্নে, আজ আমি রোজিলিয়নের নবীন ভূপতি মহামান্য বারট্রামের সহধর্ম্মিণী;—এবং যিনি চিরদিন আমায় কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে আপন স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সম্যক পরিচয় দিয়া আসিতেছেন,—সেই পরম পুণ্যবতী, সতী লক্ষ্মী রাজ-জননী—আজ আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী!—মহারাজ, গ্রহবশে মধ্যে কিছুদিন আমি নানা কষ্ট পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই অভাবনীয় আনন্দমিলনে এখন আর আমার সে কষ্ট মনে নাই। বরং বড় দুঃখের পর এই সুখ,—বড় মধুরবোধ হইতেছে! তাই জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন,—"সব ভাল যার শেষ ভাল!"

ভেরোনার দুই ভদ্রলোক।

(TWO GENTLEMEN OF VERONA.)

(১)

ভেরোনা সহরে দুই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বাস করিতেন। একজনের নাম—ভ্যালেন্‌টাইন, আর একজনের নাম—প্রোতিয়াস্। বহুকাল হইতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্টরূপ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে একত্র পাঠাভ্যাস করিতেন, এক সঙ্গে থাকিতেন এবং নানারূপ গালগল্প করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। যৌবনে প্রোতিয়াস্ এক যুবতীর প্রেমে আসক্ত হন। যুবতীর নাম—জুলিয়া। জুলিয়াকে দর্শন করিতে প্রোতিয়াস্ মধ্যে মধ্যে জুলিয়ার নিকট গমন করিতেন। ভ্যালেন্‌টাইন্ ইহা ভাল বাসিতেন না। কাজেই বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ক্রমেই মন-ভঙ্গের সূত্রপাত হইতে লাগিল। প্রোতিয়াস্, নব-অনুরাগবশে, নায়িকার রূপগুণ বর্ণনা করিতেন,—তাঁহার ভালবাসার ব্যাখ্যা করিতেন;—ভ্যালেন্‌টাইন্ তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাক্,—তাহা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেন,—হাস্যপরিহাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতেন। কহিতেন, "ভায়া হে! অত 'ভালবাসাটা' কিছু নয়। এতে পদে পদে বিপদ! কেন ভাই সাধ করিয়া এমন সুখের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিই? আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা এই,—আমি কখন, ও পথের পথিক হইব না! সত্য কথা বলিতে কি ভাই, তোমার ঐ প্রেম-চিন্তা, হা-হুতাশ, আর দীর্ঘশ্বাস,—আমার বড় হাস্যকর বোধ হয়! কারণ, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

(২)

একদিন প্রাতে ভ্যালেন্‌টাইন্‌ আসিয়া প্রোতিয়াসকে কহিলেন, "ভাই, কিছুদিনের জন্য তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। আমি মিলান নগরে যাইব স্থির করিয়াছি।"

প্রোতিয়াস্‌ বন্ধুর প্রস্তাবে দুঃখিত হইলেন। নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়া ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে মিলানযাত্রায় প্রতিনিবৃত্ত করিতে যত্ন পাইলেন। কিন্তু ভ্যালেন্‌টাইন্‌ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "ভাই, আমার গন্তব্য-পথে বাধা দিও না। আমি ইচ্ছা করি না যে, অলসের ন্যায় ঘরে বসিয়া থাকিয়া, যৌবনের উদ্যমশীলতা নষ্ট করি। যদি না তুমি জুলিয়ার প্রেমে আবদ্ধ হইতে, তাহা হইলে অনায়াসে আমার সমভিব্যাহারী হইতে পারিতে এবং দেশ-পর্য্যটনে জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য অবলোকন করিতেও সমর্থ হইতে। কিন্তু এখন তুমি রমণী-প্রেমে বিহ্বল; অতএব এই প্রেম লইয়া থাকাই বিহিত। ভরসা করি, এই প্রেম তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশলদায়ক হইবে।"

অতঃপর নানা কথায় বন্ধুদ্বয়ের প্রীতি-সম্ভাষণ হইল। বিদায়-কালে প্রোতিয়াস্‌ কহিলেন, "প্রিয় ভ্যালেন্‌টাইন্‌, যাবে—যাও। কিন্তু এই একটা অনুরোধ ভাই, দেশপর্য্যটনকালে যখনই তুমি কোন অপূর্ব্ব বস্তু দেখিবে, তখনই এই অকৃতী বন্ধুকে একবার স্মরণ করিয়া, সেই সুখের অংশী করিও!"

---

(৩)

বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ভ্যালেন্‌টাইন্‌ যথাসময়ে মিলান যাত্রা করিলেন। প্রোতিয়াস্‌ও বন্ধুবিয়োগকাতরতার উপশমনার্থ তখনই প্রিয়তমা জুলিয়াকে এক প্রেম-লিপি লিখিতে বসিলেন। লেখা শেষ হইলে, লুসেটা নাম্নী জনৈক পরিচারিকা দ্বারা তাহা জুলিয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লুসেটা, জুলিয়ারই খাস্‌ চাক্‌রাণী।

প্রোতিয়াস্‌ জুলিয়াকে যেরূপ ভালবাসিতেন, প্রেমময়ী জুলিয়াও প্রোতিয়াস্‌কে সেই চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু এই বুদ্ধিমতী রমণী মনে মনে ইহা বেশ বুঝিতেন যে, যতই কেন মূল্যবান্‌ বস্তু হউক না,—সহজে, হেলা-ফেলায় লাভ করিলে, তাহার বেশী গৌরব থাকে না। কাজেই এই চতুরা, চিত্তবিমোহিনী

ভামিনী, বাহিরে মনের ঠিক ভিন্ন-ভাব দেখাইতেন ;—পরন্ত প্রেমময়ী প্রিয়-তমার সে ভাব দেখিয়া, প্রেমবিলাসী প্রোতিয়াসের প্রাণ আন্‌চান্ করিত।

পরিচারিকা লুসেটা, যথাসময়ে কর্ত্রীঠাকুরাণীকে, কর্ত্তাটির সেই প্রেম-লিপি প্রদান করিল। জুলিয়া তাহা আদৌ গ্রহণই করিলেন না,—অধিকন্তু বিরক্তি-সহকারে পরিচারিকাকে ভৎর্সনা করিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে আদেশ করিলেন ঃ—"এ তোর কি দৃষ্টতা! তুই কোন্ সাহসে, কা'র কথায়, প্রোতি-য়াসের পত্র বহন করিয়া আনিলি?"

মুখের কথা এই, কিন্তু মনের কথা অন্যরূপ। ধমক খাইয়া পরিচারিকাটি দুই-চারি-পা যাইতে-না-যাইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী কি ভাবিয়া তাহাকে তলব করিলেন ;—দাসীও হুজুরে হাজির হইল।

"এখন কটা বেজেছে রে?"

চাকরাণীটি নিতান্ত বোকা-হাবা নয় যে, ঠাকরুণের আসল মতলবটা কি, বুঝিতে না পারে! সে বুঝিল, চিঠী-খানায় কি লেখা আছে, তাই জানিবার জন্য ঠাকরুণ অধীর হ'য়েছেন,—"কটা বেজেছে" জিজ্ঞাসা করা একটা অছিলা মাত্র।

চাকরাণীটি অবশ্য মনে মনে একটু হাসিল—"কটা বেজেছে" সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, ঠাকরুণের অাঁতের-ব্যথা-মোচনার্থ প্রোতিয়াসের সেই পত্রখানা পুনরায় তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

আর যায় কোথায়? এ্যাঁ! চাকরাণীটে কিনা মনের ফাঁক ধরিল?—আর ধরিয়া কি না সেই ফাঁকের-ঘর পূরণ করিতে সাহসী হইল? অর্থাৎ কি না, এই মাত্র না তিনি প্রোতিয়াসের সেই পত্রখানা স্পর্শও না করিয়া, "দূর-ছ্যা" করিয়া চাকরাণীকে তাড়াইয়া দিয়াছেন ;—পরমুহূর্ত্তেই কি না সেই চাকরাণীটে আবার আসিয়া, তাঁহার মতলব বুঝিয়া, আপনা হইতে সেই পত্র দেয়!—এ ত বড় বেয়াদবি!

জুলিয়া-সুন্দরী রাগে গর-গর হইয়া, তখনই সেই পত্রখানি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘরের মেজেয় ফেলিয়া দিলেন এবং পরিচারিকা লুসেটাকে তখনই তথা হইতে দূর হইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

প্রস্থানকালে লুসেটা, ভয়ে ভয়ে সেই ছিন্ন লিপিখণ্ড গুলি কুড়াইতে প্রবৃত্ত

হইল। কিন্তু জুলিয়ার আন্তরিক অভিপ্রায় অন্যরূপ।—কৃত্রিম কোপসহকারে তিনি পরিচারিকাকে কহিলেন, "থাক্, ও-গুলো তোকে আর কুড়াইতে হইবে না; তুই এখনই এখান হইতে দূর হ! তুই, ও চিঠীর টুক্‌রো গুলো স্পর্শ করিলেও আমার রাগ হয়!"

---

(৪)

লুসেটা প্রস্থান করিলে পর, জুলিয়া সেই ছিন্ন-লিপিখণ্ড গুলি কুড়াইয়া লইলেন। অতঃপর টুকুরাগুলি যেটির পর যেটি, একত্র করিয়া পাঠ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তারপর কোনও রকমে একটুকু জুড়িয়া-তাড়িয়া জুলিয়া প্রথমেই পড়িলেন,—"প্রণয়াহত প্রোতিয়াস্!" এইরূপে সেই ছিন্ন-লিপি, যত জোড়া দেন,ততই একটু-আধ্‌টু কথা বুঝিতে পারেন;—সে সকল গুলিরই মর্ম্ম পরম প্রীতিকর,—প্রণয়িজনোচিত!

প্রেমময়ী জুলিয়ার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাঁহার বুঝিবার দোষেই ত পরম-প্রণয়িজনের প্রেম-লিপির এই পরিণাম! প্রেমিকা বিলাপস্বরে আপনা-আপনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—"হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! বৃথা অভিমানে, হৃদয়বল্লভের লিপি-সুধাপানে বঞ্চিত হইলাম! লিপিখণ্ড, তোমাদিগকে আমি যেরূপ আঘাত করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, তোমাদিগকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিব, এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাদিগকে চুম্বন করিব!"

অবোধ বালিকার ন্যায় নানারূপ বিলাপ করিয়া,প্রেমময়ী জুলিয়া বারংবার আত্মধিকার করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি যতবার, সেই ছিন্ন পত্রখানি এক করিয়া পড়িতে চেষ্টা পান, ততবারই বিফল হন। বুঝিলেন, তাঁহারই বুদ্ধির দোষে, প্রাণেশ্বরের প্রণয়-কাহিনী গুলি নির্দ্দয়রূপে আঘাতিত হইয়াছে! এই দারুণ ক্ষোভের প্রতিকারার্থ তিনি তখনই প্রোতিয়াস্‌কে গভীর স্নেহপূর্ণ এক প্রেমপত্র লিখিলেন। সে পত্র, আন্তরিক ভালবাসার নিদর্শন। প্রোতিয়াস্‌কে এমন মর্ম্মস্পর্শী পত্র তিনি আর কখন লিখেন নাই।

---

(৫)

প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর নিকট হইতে প্রীতিপ্রদ প্রেম-লিপি পাইয়া, প্রোতিয়াস্ যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। চিঠিখানি তিনি যতবার পাঠ করেন, ততই পড়িতে ইচ্ছা হয়। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কি মধুর প্রেম! কি মিষ্ট কথা! কেমন সুন্দর জীবন!"

প্রোতিয়াস মনের আবেগে বারংবার এইরূপ বলিতেছেন, পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে তাঁহার বর্ষীয়ান্ পিতা জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রোতিয়াস্! ও কি ও? কার পত্র তুমি পড়িতেছ?"

প্রোতিয়াসের চমক ভাঙ্গিল। বুদ্ধি খাটাইয়া ধাঁ করিয়া তিনি পিতার কথায় উত্তর দিলেন,—"পিতঃ, এ পত্র আমার প্রিয়বন্ধু ভ্যালেণ্টাইনের। তিনি মিলান হইতে এই পত্র আমাকে লিখিয়াছেন।"

"বটে! পত্রখানা দাও দেখি আমাকে একবার।—প'ড়ে দেখি, ব্যাপার-খানা কি?"

প্রোতিয়াস্ থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন, "না, এমন কিছু জরুরি খবর নাই,—তবে ভ্যালেণ্টাইন্ আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি মিলান্‌রাজের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। মিলান-রাজ তাঁহাকে যার-পর-নাই স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন। ভ্যালেণ্টাইনের একান্ত ইচ্ছা, আমি তাঁহার সেই সুখের অংশী হই।"

"ভাল, তোমার ইচ্ছা কি? তুমি কি তোমার বন্ধুর সাধ পূর্ণ করিতে চাও?"

"আমি একান্তই আপনার অধীন, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করিতে পারি না।"

পিতা পুত্রে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

ইহার ফলে এখন ঘটিল এই যে, প্রোতিয়াসের পিতা তাঁহার জনৈক বন্ধুকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন,—তাঁহার পরামর্শ জানিতে চাহিলেন। উত্তরে বন্ধু বলিলেন, "আপনি অযথা আপনার পুত্রকে ঘরে রাখিয়া, তার ভাবী উন্নতি-পথ রোধ করিতেছেন। কারণ, যৌবনকালেই মানুষের যা-কিছু উদ্যমশীলতা ও উচ্চাভিলাষ থাকে। এ সময়ে সকলেই আপন আপন পুত্রকে তাহাদের উন্নতির পথ খুঁজিয়া লইতে বিদেশে পাঠাইয়া দেন। ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য কেহ সৈনিকের কার্য্যে, কেহ সুদূরবর্ত্তী দ্বীপ আবিষ্কার করিতে, কেহ বা বিদেশী ভাষা শিক্ষার

অভিপ্রায়ে দেশদেশান্তরে গমন করে। এই দেখুন, ভ্যালেণ্টাইন্ মিলানযাত্রা করিয়া, মিলান-রাজের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন! আপনার পুত্রও এই সকল বিষয়ে কোন অংশেও অনুপযুক্ত নহে। এ সময়ে যদি তাকে বিদেশ-গমনে বাধা দিয়া ঘরে রাখিয়া দেন, তবে পরিণতবয়সে তাহার সম্যক্ ক্ষতির সম্ভাবনা।"

প্রোতিয়াসের পিতা, বন্ধুর প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভ্যালেণ্টাইন্ও প্রোতিয়াস্‌কে তাহার সুখের ভাগী করিতে অভিলাষী।" অতএব বৃদ্ধ, প্রোতিয়াস্‌কে মিলান পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি পুত্রকে কখন কোনও বিষয়ে স্বাধীনতা দেন নাই। যখনি যাহা আদেশ করিতেন,—বিনীত পুত্র তখনি অবনত মস্তকে তাহা পালন করিত। এক্ষণে বৃদ্ধ বলিলেন, "প্রোতিয়াস্, তোমার বন্ধু ভ্যালেণ্টাইনের যেরূপ ইচ্ছা, আমারও সেই মত অভিপ্রায়।"

হঠাৎ পিতার এরূপ আদেশে প্রোতিয়াস্ যেন কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "প্রোতিয়াস, বিস্মিত হইতেছ? সত্যই তোমাকে কিছুদিনের জন্য মিলান যাত্রা করিতে হইবে। তুমি জান, আমার যে কথা, সেই কাজ! অতএব কোন ওজর-আপত্তি না করিয়া, আগামী কল্যই তথায় যাইতে প্রস্তুত হও।"

প্রোতিয়াস্ পিতার স্বভাব জানিতেন। জানিতেন যে, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য তাঁহার নাই। বুঝিলেন যে, আপনারই বুদ্ধির দোষে,প্রাণাধিকা জুলিয়ার প্রেমলিপি গোপন করিতে গিয়া, এই অনর্থ উপস্থিত হইল! প্রকারান্তরে তিনিই প্রণয়িনীর সহিত বিচ্ছেদের মূলী কারণ হইলেন।—প্রোতিয়াসের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

---

(৬)

যথাকালে জুলিয়া এ সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, প্রিয়তমের সহিত দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। প্রোতিয়াস্ ক্ষুণ্নমনে প্রেয়সী সন্নিধানে বিদায় লইতে উপস্থিত হইলেন। উভয়েরই ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। পরস্পর নানারূপ বিলাপ ও হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। জুলিয়া এক্ষণে আর আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইলেন না;—মুক্ত অন্তরে, প্রাণের কথা ও মনের

ব্যথা প্রণয়াস্পদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রোতিয়াসের প্রতি তাঁহার ভালবাসার গাঢ়তা আর বিন্দুমাত্র অপ্রকাশিত রহিল না। প্রণয়িযুগল প্রণয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ পরস্পরের অঙ্গুরীয় বিনিময় করিলেন। পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিলেন, চিরদিন এই প্রেম-অঙ্গুরী সযত্নে হস্তে ধারণ করিবেন। অতঃপর প্রোতিয়াস্ ক্ষুণ্নমনে—সজলনয়নে প্রিয়তমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মিলান-যাত্রা করিলেন।



(৭)

প্রোতিয়াস্, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, পিতৃ-সন্নিধানে যাহা বলিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা ঠিক। সত্য সত্যই তাঁহার প্রিয়বন্ধু ভ্যালেণ্টাইন্ মিলান-

রাজের একান্ত স্নেহভাজন ও প্রীতির-পাত্র হইয়াছেন। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রোতিয়াস যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ভ্যালেণ্টাইন্ সেই পথের পথিক হইয়াছেন! ভ্যালেণ্টাইন্ আর সে আগেকার সে ভ্যালেণ্টাইন্ নাই,—তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে রমণী-প্রেমের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, বিধির বিধানে, এখন সেই প্রেম-তুফানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন!—এ বিষয়ে প্রোতিয়াসে ও তাঁহাতে এখন আর কোন প্রভেদ নাই।

যে অনিবার্য্য শক্তিবলে ভ্যালেণ্টাইনের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই শক্তি আর কেহ নহে,—স্বয়ং মিলান-রাজ-দুহিতা সিল্‌ভিয়া! রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া-সুন্দরী ভ্যালেণ্টাইন্‌কে ভাল বাসেন। কিন্তু প্রণয়িযুগলের এই ভালবাসা,—মিলান-রাজের অবিদিত। কারণ মিলান-রাজ, যদিও আশ্রিত ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন এবং প্রতিদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজপ্রাসাদে আনিতেন, তথাপি তিনি একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, থারিও নামক এক যুবকের সহিত আপন তনয়ার বিবাহ দিবেন। কিন্তু সিল্‌ভিয়া সুন্দরী, থারিওকে পছন্দ করিতেন না। কারণ, সেই তরুণ যুবকের এমন কোন গুণ ছিল না, যাহা ভ্যালেণ্টাইনের সহিত তুলনীয় হইতে পারে।—অন্ততঃ রাজকুমারীর এইরূপ বিশ্বাস।

---

(৮)

সিল্‌ভিয়া সুন্দরীর প্রণয়-প্রার্থী দুইজন,—ভ্যালেণ্টাইন্ ও থারিও। সুতরাং উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিন এই দুই প্রণয়ী একযোগে রাজকুমারী সিল্‌ভিয়ার সন্নিধানে গমন করিলেন। ভ্যালেণ্টাইনেরই জয়,—থারিও-বেচারী আর আমল পাইল না! প্রণয়িনীকে উদ্দেশ করিয়া থারিও যে কথাটি কন, ভ্যালেণ্টাইন্ অমনি তাহা বিদ্রূপ-উপহাসে উড়াইয়া দিয়া, আপন আধিপত্য স্থাপন করেন। রাজকুমারীর সম্পূর্ণ কৃপা-দৃষ্টি তাঁহারই উপর কিনা?

একদিন এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে, এমন সময় স্বয়ং মিলান-রাজ সেই প্রমোদ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ভ্যালেণ্টাইন্‌কে, তদীয় বন্ধু প্রোতিয়াসের শুভ আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ভ্যালেণ্টাইন্ এ সুসংবাদে মহা আহ্লা-

দিত হইয়া আপন মনে কহিলেন,"যদি প্রিয় বন্ধুকে আমি এখানে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বস্তুতই যার-পর-নাই সুখী হই।"

অতঃপর তিনি রাজসমক্ষে প্রোতিয়াসের গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! বন্ধুর গুণের কথা আমি আর এক মুখে কিবলিব,—বরং আমি অনেক সময় বৃথায় নষ্ট করিয়াছি,—কিন্তু বন্ধু আমার যথার্থ মনুষ্যোচিত এবং ভদ্রজনোচিত উপায়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া, বিশিষ্টরূপ গুণ-গরিমায় অলঙ্কৃত হইয়াছেন!"

এ কথায় মিলানরাজ সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি আপন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা সিল্‌ভিয়া! শুনিলে, ভ্যালেণ্টাইনের বন্ধু প্রোতিয়াস্ কিরূপ গুণবান্ ও সজ্জন। তিনি এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিও। আর প্রিয় থাকিও, তুমিও সে সময় তোমার শিষ্টাচার দেখাইও। ভ্যালেণ্টাইন্‌কে এ সম্বন্ধে আর আমার কোন কথা নাই।"

মিলানরাজ প্রস্থান করিলেন। প্রোতিয়াস্ মহা-সমাদরে তথায় আনীত হইলেন। কিছুক্ষণের জন্য প্রণয়িগণের প্রেমালাপে বাধা পড়িল। ভ্যালেণ্টাইন্ হাসিমুখে প্রোতিয়াসের হাত ধরিয়া সিল্‌ভিয়াকে কহিলেন, "সুন্দরি! আমি যখন আপনার একান্ত আশ্রিত, তখন আমার এই বন্ধুও আপনার আশ্রিত। এ অধীনকে যেরূপ কৃপাচক্ষে দেখেন,—অধীনের এই বন্ধুকেও সেইরূপ কৃপাচক্ষে দেখিবেন,—ইহাই প্রার্থনা।"

নানারূপ সদালাপে ও আমোদ-আহ্লাদে সকলেই প্রোতিয়াস্‌কে আদর-অভ্যর্থনা করিলেন।

(৯)

দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ-সন্দর্শনের পর, আর আর সকলে প্রস্থান করিলেন। তখন ভ্যালেন্‌টাইন, প্রোতিয়াস্‌কে নির্জ্জনে পাইয়া প্রীতিভরে কহিলেন, বন্ধু হে! এখন সংবাদ কি বল? তোমার প্রণয়িনী আছেন কেমন? আর তামাদের ভালবাসাই বা এক্ষণে কিরূপ?"

প্রোতিয়াস্ ঈষৎ হাস্যে উত্তর করিলেন, "কেন ভাই, ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে ত তোমার আনন্দের উদয় হয় না বরং বিরক্তিই উদ্রিক্ত হয়! তবে—কেন সে কথা তুলিয়া তোমার মন খারাপ করি!"

ভ্যালেণ্টাইন্ কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "আর ভাই, আমাকে লজ্জা দিও না! আমার জীবনের গতি এখন অন্য দিকে ফিরিয়াছে। আমি প্রেমের প্রতি দোষারোপ করিয়া এক্ষণে সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতেছি। পূর্ব্বে যাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম, সময় পাইয়া, এখন সে আমার প্রতি বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইতেছে।—বন্ধু হে! বলিতে কি, প্রেমের প্রভাবে আমার আহার-নিদ্রা উঠিয়াছে। ভাই, আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি, প্রেমের নিকট একদিন সকলকেই হারি মানিতে হয়। পরন্তু একথাও ঠিক যে,প্রেমের তুল্য পরম প্রীতিকর পবিত্র বস্তুও পৃথিবীতে আর নাই। ভাই, বলিব কি, প্রেমের কথাতেও এখন আমি সুখানুভব করি এবং ইহার আলোচনায়ও এখন শান্তি পাই।"

বন্ধুর এরূপ চিত্ত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রোতিয়াস্ যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু এইবার অমৃতে গরল প্রবেশ করিল। বন্ধুদ্বয়ের সে অকৃত্রিম প্রণয় আর অধিক দিন স্থায়ী রহিল না। কারণ প্রোতিয়াস্ যখন শুনিলেন যে, ভ্যালেন্টাইন্, মিলান-রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তখন তাঁহার মনে ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। সিল্‌ভিয়াকে প্রণয়িনীরূপে লাভ করিতে তাঁহার লালসা জন্মিল। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু ছিল, স্বার্থ-সাধনার্থ, সে শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পরম লাবণ্যময়ী, সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সিল্‌ভিয়াকে দেখিয়া প্রোতিয়াস্ একেবারে অধীর হইলেন।—অপিচ, জুলিয়ার প্রেম-চিন্তা তাঁহার অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এক্ষণে সিল্‌ভিয়ার সহিত ভ্যালেণ্টাইনের কিরূপে মনোমালিন্য ঘটে, কিসে সিল্‌ভিয়া ভ্যালেণ্টাইন্‌কে ঘৃণার চক্ষে দেখেন;—প্রোতিয়াস্ বিধিমতে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সৎলোকে কোন একটা দোষাবহ কার্য্যে লিপ্ত হইলে মনে নানারূপ দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে; প্রোতিয়াসেরও প্রথম প্রথম তাহাই হইল। কিন্তু স্বার্থ-চিন্তা নাকি বড় বিষম চিন্তা, তাই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের সামর্থ্য প্রোতিয়াসের হইল না। তিনি অনায়াসে জুলিয়ার প্রেম বিস্মৃত হইলেন। হিতাহিতজ্ঞান তাঁহার অন্তর হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইল। অধিকন্তু এক্ষণে কি উপায়ে ভ্যালেণ্টাইনের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, তাহার উপায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

(১০)

ভ্যালেণ্টাইন্, বন্ধুবেশী সয়তানকে কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। প্রকৃত হিতৈষীজ্ঞানে, অকপটে, প্রণয়ের আত্মোপান্ত বৃত্তান্ত প্রোতিয়াস্‌কে বলিলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "ভাই, আমাদের এই প্রণয়-ব্যাপার মিলান-রাজ আদৌ অবগত নহেন। সিল্‌ভিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা; তাঁহাকে যে তিনি আমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাই মিলানরাজের সম্পূর্ণ অগোচরে,এতদিন আমরা প্রেমসম্ভোগ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে সরলা সিল্‌ভিয়ার আন্তরিক ইচ্ছা,এরূপ গুপ্তভাবে না থাকিয়া,আমার সহিত পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। স্থিরও হইয়াছে তাই।—আজ রাত্রিকালে সংগোপনে আমরা মাণ্টুয়া নগরে প্রস্থান করিব। তাহার উপায়ও করিয়া রাখিয়াছি। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু; তাই তোমাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাসও করি। তোমাকে কোন কথা গোপন করিব না।"

এই বলিয়া রজ্জুনির্ম্মিত একটি সোপান তাঁহাকে দেখাইলেন। অতঃপর কহিলেন, "এই সোপানের সাহায্যে, নিশীথে, রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার দিয়া অবতরণ করিবেন। অতঃপর তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া যাইব।"

পাপিষ্ঠ বন্ধু প্রোতিয়াস্ আদ্যোপান্ত শুনিল; মুখে কৃত্রিম সহানুভূতি দেখাইয়া, অন্তরে বিষম বৈরিতা-সাধনের সঙ্কল্প করিল। ভ্যালেণ্টাইন্ ঘুণাক্ষরেও প্রোতিয়াসের পাপ-অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। পাপিষ্ঠ প্রোতিয়াস্ এ বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা মিলান-রাজকে জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিল।

পাপিষ্ঠের যে চিন্তা, সেই কাজ। যথাসময়ে সে, মিলানরাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং নানারূপ 'ভূমিকা' ফাঁদিয়া কৌশলপূর্ব্বক এরূপ বাক্‌ভঙ্গী দেখাইতে লাগিল যে, তাহা কেবল সয়তানেরই আয়ত্ত। প্রোতিয়াস্ কহিল,—

"মহারাজ! আজ আপনাকে যে বিষয় জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি, বন্ধুতার অনুরোধে তাহা প্রকাশ করা অধর্ম্ম। কিন্তু এদিকে আপনি এ অধীনকে যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন,তাহাতে যদি আমি আদ্যোপান্ত জানিয়া-শুনিয়াও পূর্ব্ব হইতে আপনাকে সতর্ক করিয়া না দিই, তাহা হইলে আমাতে ঘোর মহাপাতক স্পর্শিবে; আমি যার-পর-নাই অকৃতজ্ঞ ও মনুষ্য-সমাজের হেয় হইব।

অতএব কেবল কৃতঘ্নতা-পাপ হইতে পরিত্রাণলাভেরজন্য এবং আপনার উপকারার্থ আমাকে সকল কথা প্রকাশ করিতে হইতেছে। নচেৎ আমার ইহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ বা লাভ নাই।"

ইত্যাকার দীর্ঘ বক্তৃতা আওড়াইয়া, সয়তান, ভ্যালেণ্টাইনের সর্ব্বনাশ করিল। রাজকুমারীর সহিত ভ্যালেণ্টাইনের অবৈধ প্রণয়ের আদ্যোপান্ত কাহিনী—যাহা সে বিশ্বস্ত সুহৃৎভাবে বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিল,—তাহা মিলান-রাজের নিকট প্রকাশ করিল। অধিকন্তু ইহাও প্রকাশ করিল যে,ভ্যালেন্টাইন্ সেই রজ্জুনির্ম্মিত সোপান, আপন পরিচ্ছদ মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছে।

---

(১১)

ব্যাপার শুনিয়া মিলান-রাজ একেবারে অবাক্ হইলেন। তিনি ভ্যালেন্টাইন্‌কে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও প্রোতিয়াস্‌কে অতি সজ্জন বিবেচনা করিলেন। বিবেচনা করিলেন,"প্রোতিয়াস্ অতি সচ্চরিত্র;—অন্যায় কর্ম্মে বন্ধুর উপরোধও রক্ষা করে না।" এজন্য তিনি প্রোতিয়াস্‌কে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করিলেন। অধিকন্তু প্রতিশ্রুত হইলেন,ভ্যালেন্টাইনের এই গুপ্ত দুরভিসন্ধির বিষয় কৌশলে উদ্ঘাটিত করিবেন,—প্রোতিয়াসের নামে বিন্দু-বিসর্গ কলঙ্কেরও আরোপ হইবে না, কিংবা তাহার নামও প্রকাশ পাইবে না। বলা বাহুল্য, পাপিষ্ঠ প্রোতিয়াস্ এইক্ষণ হইতে মিলান-রাজের অধিকতর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইল।

এদিকে মিলান-রাজ সন্ধ্যাকালে ভ্যালেন্টাইনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাকালে ভ্যালেন্টাইন্‌ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ মধ্যে কি একটা বস্তু লুক্কায়িত আছে, বুঝা গেল। মিলান-রাজের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ঐ লুক্কায়িত বস্তু আর কিছু নহে,—প্রোতিয়াস্-কথিত সেই রজ্জু-নির্ম্মিত সোপান।

ভ্যালেন্টাইন্‌কে তদবস্থায় দেখিয়া মিলান-রাজ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হে ভ্যালেণ্টাইন! অত তাড়াতাড়ি যাইতেছ কোথায়?"

ভ্যালেন্টাইন্ কিছু থতমত খাইয়া, উপস্থিত বুদ্ধিমত উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, এমন কিছু নয়,—ওখানে আমার একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে; তাহার নিকট আমার আত্মীয় স্বজনগণকে কয়েকখানা চিঠী দিব, তাই যাইতেছি।"

এ মিথ্যা কথা অধিকক্ষণ চাপা রহিল না,—ইহার ফলও বড় ভাল হইল না। প্রোতিয়াস্‌ও একদিন আপন পিতার নিকট এইরূপ মিথ্যা কহিয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছিল।

মিলান-রাজ উত্তর করিলেন, "চিঠীগুলি কি বড় দরকারী ?"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ভ্যালেণ্টাইন উত্তর করিল, "না, এমন কিছু নয়,—তবে মহারাজের আশ্রয়ে আমি পরম সুখে আছি, আমার পিতার গোচরার্থ এই শুভসংবাদ পাঠাইতেছি।"

মিলান-রাজ সুযোগ পাইলেন। কহিলেন,"তবে থাক্,—এখন তুমি আমার নিকট কিছুক্ষণ বসিতে পার ;—তোমাকে আমার কিছু প্রয়োজন আছে।"

এইবার সিয়ানে-সিয়ানে কোলাকুলী হইল,—চতুরে চতুরে চাল চলিতে লাগিল। মিলান-রাজ মনের মতলব সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া কৌশলপূর্ব্বক এক "আষাঢ়ে গল্প" ফাঁদিলেন। সে গল্পে ভ্যালেণ্টাইনের সকল গলদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভালেন্‌টাইন মরমে মরিয়া রহিলেন।

---

(১২)

মিলান-রাজ কহিলেন, "দেখ, আমি বড় বিরক্ত ও জ্বালাতন হইয়াছি। তোমার অবিদিত নাই যে, আমার একমাত্র কন্যা সিল্‌ভিয়ার সহিত শ্রীমান্ থারিওর শুভ-পরিণয়-কার্য্য সমাধা করিব, এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু গুণধরী কন্যাটি আমার দিন দিন এমনি অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে যে, কিছুতেই আমার বশে থাকিতে চাহে না এবং আমাকে সম্মান বা ভয়ও করে না। তার যা মনে আসে, সে তাই করে। এই জন্য আমারও দিন দিন তার প্রতি স্নেহমমতার হ্রাস হইতেছে। মনে বড় আশা ছিল, আমার এই শেষ-দশায় সিল্‌ভিয়া, সন্তানের কাজ করিবে ;—সকল রকমে আমার বাধ্য হইয়া চলিবে। কিন্তু আমার সে বড়-আশায় ছাই পড়িয়াছে। তাই সঙ্কল্প করিয়াছি যে, পুনরায় দার পরিগ্রহ করিব। কন্যার প্রতি আমি আর লক্ষ্য রাখিব না। যে তাহার প্রণয়প্রার্থী হইবে, সেই তাহাকে গ্রহণ করিবে। আমার এই অতুল সম্পত্তি ও বিষয়-বিভব এবং স্বয়ং আমিই যখন তার গ্রাহ্যের মধ্যে হইলাম না, তখন আমিও তাহাকে কিছু দিব না,—তাহার রূপই তাহার একমাত্র সম্বল হউক !"

ভ্যালেন্‌টাইন্ নীরবে সকল কথা শুনিলেন। মিলান-রাজের কোন কথারই প্রকৃত তাৎপর্য্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাই বিস্মিতের ন্যায় উত্তর করিলেন, "তা আমাকে কি করিতে আদেশ করেন?"

মিলান-রাজ কহিলেন, "বলিতেছি। দেখ, আমি যে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, সেই কুমারী পরমা সুন্দরী ও অতিশয় লজ্জাশীলা। তাই বোধ হয়, আমার এ বুড়া-বয়সের নীরস কথাবার্ত্তা তাঁহার ভাল লাগে না। আর এ কথাও ঠিক যে, যুবা-বয়সে যেরূপ রঙ্গরসে ও প্রেমালাপে পটু ছিলাম, এখন আর তাহার কিছুই নাই। এখন তোমাকে আমার এই প্রেম-সাগরের কাণ্ডারী হইতে হইবে! তুমি আমাকে শিখাইয়া দাও, কিরূপে আমি সেই অনুপমা স্ত্রীরত্ন লাভে সমর্থ হই।"

ভ্যালেন্‌টাইন্ রাজার এ চাতুরী ভেদ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি সরল মনে নায়িকাবশীকরণ মন্ত্র রাজাকে দিলেন। কহিলেন, "সর্ব্বদা সেই সুন্দরী সন্নিধানে গতিবিধি করুন;—সেই প্রণয়িনী প্রমদাকে ভাল ভাল সৌখীন দ্রব্য উপহার দিন;—এমন করিতে করিতেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

মিলানরাজ একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ওহে, বলিতেছ বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি একটি প্রণয়-উপহার পাঠাইয়াছিলাম,—সুন্দরী তাহা গ্রহণ করেন নাই। আর এদিকে সেই মনোমোহিনীর পিতা এরূপ কড়াক্কড় নিয়মে কন্যাকে চোকে চোকে রাখেন যে, দিবাভাগে সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সামর্থ্যও কাহার নাই।"

"তা, নিশাযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন না কেন?"

মিলান-রাজ দেখিলেন, মাছ টোপ গিলিয়াছে,—আর যায় কোথায়? তিনি অমনি ধাঁ করিয়া উত্তর করিলেন, "সে দুঃখের কথা আর বলিব কি,—রাত্রি-কালে সে প্রমদার দ্বার রুদ্ধ থাকে!"

দুর্ভাগ্যবশতঃ এইবার ভ্যালেন্‌টাইন্ আপনা হইতে ধরা পড়িলেন। কহি-লেন, "তা আপনি এক কাজ করিতে পারেন;—আমি আপনাকে একটি রজ্জু-নির্ম্মিত সোপান সংগ্রহ করিয়া দিব, আপনি তৎসাহায্যে, অনায়াসে নিশাযোগে সেই সুন্দরীর শয়নকক্ষে উপনীত হইতে পারিবেন!"

অতঃপর আবার কহিলেন, "আর যদি সেই রজ্জুনির্ম্মিত সোপান গোপনে

রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমি উপস্থিত যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছি, এরূপ পোষাক পরিয়া তন্মধ্যে অনায়াসে সেই সিঁড়ী লুকাইয়া রাখিতে পারেন। কেহই কোনরূপে তাহাতে সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

"হাঁ, বটে! তবে দেখি, তোমার ঐ পোষাকটা একবার আমাকে দাও দেখি! গায়ে দিয়ে দেখি, মানাইয়া লইতে পারিব কি না।"

এতক্ষণে রাজার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। চতুরালীর জয় হইল।

বহুক্ষণ ধরিয়া, বহু ফিকির-ফন্দি খাটাইয়া, মিলান-রাজ যে আষাঢ়ে গল্প জমাইয়া আসিতেছিলেন, এতক্ষণে সে গল্পের উপসংহার হইল। ভ্যালেন্টাইনের বস্ত্রমধ্যে প্রোতিয়াস্-কথিত সেই রজ্জুনির্ম্মিত সিঁড়ীটি দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য;—এতক্ষণে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

রাজা, ভ্যালেন্টাইনের অঙ্গ হইতে সেই পরিচ্ছদটি সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিতে-না-করিতে, সেই রজ্জুনির্ম্মিত সিঁড়ী,—অধিকন্তু সিল্‌ভিয়ার নামাঙ্কিত একখানি পত্রও দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। সিল্‌ভিয়া যে উপায়ে ভ্যালেন্টাইনের সহিত পলাইয়া যাইবে, সেই পত্রে তৎবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিত ছিল। এইবার মিলান-রাজ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন, "ওরে কৃতঘ্ন পিশাচ! তোকে আমি আপন আশ্রয়ে রাখিয়া যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছি, এতদিনে তুই তার উপযুক্ত কাজ করিলি! আমার কুলে কালি দিয়া, দশের নিকট আমার মাথা হেঁট করাইয়া, তুই কিনা আমার একমাত্র কন্যাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিস্? ভাগ্যে তোর দুষ্টবুদ্ধি ধরা পড়িল!—নচেৎ, তুই ত আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলি! যাই হোক,—তুই এখনই, এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে দূর হ'!—তোর পাপমুখ আমি আর দেখিব না!"

মিলানরাজ তৎক্ষণাৎ অনুচরগণকে ডাকাইয়া হতভাগ্য ভ্যালেন্টাইন্‌কে স্বরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন।

দুর্ভাগ্য ভ্যালেন্টাইন্, কপট বন্ধু প্রোতিয়াসের ষড়যন্ত্রে, সেই নিশীথে, অসহায়ে, অতি ক্ষুণ্ণমনে মিলান হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। যাইবার কালে, প্রাণাধিকা প্রমদা সিল্‌ভিয়া-সুন্দরীকে জন্মের মত একবার দেখিতেও পাইলেন না!



(১৩)

বিশ্বাসঘাতক, মিত্রদ্রোহী প্রোতিয়াস যৎকালে মিলান-নগরে ভ্যালেণ্টাইনের সর্ব্বনাশ সাধন করিল, সে সময় তাহার পূর্ব্বপ্রণয়িনী জুলিয়া ভেরোনা নগরে বিরহ-ব্যাকুলা হন। সুন্দরী অনুক্ষণ নায়কের প্রেম-চিন্তায় বিভোর হইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শেষে আর কোনও মতে ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া, ভেরোনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক,প্রাণবল্লভের অনুসন্ধানের জন্য,মিলান্‌নগরে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পথে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য পরিচারিকা লুসেটাকে সঙ্গে লইলেন এবং উভয়ে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ছদ্মবেশে

গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলেন। তাঁহাদের পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে, হতভাগ্য ভ্যালেন্‌টাইন্‌, প্রোতিয়াসের বিশ্বাসঘাতকতায়, মিলান হইতে নির্ব্বাসিত হন।

মিলান নগরে উত্তীর্ণ হইয়া জুলিয়া ও তৎকিঙ্করী, এক গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হন। গৃহস্থ পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। প্রণয়ি-চিন্তায় জুলিয়া অস্থির ;—একটু মাত্র বিশ্রাম করিয়া, তিনি সেই গৃহস্বামীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। একে একে নানা কথা পাড়িলেন।—কথায় কথায় যদি কোনরকমে প্রোতিয়াসের কোন খবর পান!

গৃহস্বামী, জুলিয়াকে নব্য ভব্য সুপুরুষ দেখিয়া, তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব মনে করিলেন। তিনি নিজেও বড় সদাশয় লোক ;—জুলিয়ার সহিত খুব মিলিয়া-মিশিয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশী যুবককে একান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার চিত্তরঞ্জনার্থ কহিলেন, "দেখ, আজ রাত্রে এখানে এক জায়গায় গান-বাজনা হইবে,—কোন প্রণয়ী তাঁহার প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনার্থ গমন করিবেন। আমরাও তথায় যাইব ;—কেমন?"

জুলিয়ার এরূপ বিষাদিত হইবার কারণ এই,—তিনি ভাবিতে ছিলেন, "হয়ত এমন অবস্থায় বাটি হইতে আসিয়া, প্রাণবল্লভের নিকট অপরাধিনী হইলাম। তাঁহার মন যদিও খুব উদার এবং প্রকৃতিও অতি মহৎ, তথাপি কি জানি, যদি তিনি আমার এরূপ ব্যবহারে রুষ্ট হন ও আমাকে হেয়জ্ঞান করেন!"

গৃহস্বামীর এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন,—আহ্লাদিতও হইলেন। ভাবিলেন, "চাই কি, পথিমধ্যে প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎকারও ঘটিতে পারে।"

---

(১৪)

যথাসময়ে তাঁহারা সেই সঙ্গীত-সভায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া কিন্তু, জুলিয়ার বিষণ্ণতা আরও বৃদ্ধি পাইল। জুলিয়া দেখিলেন, প্রণয়িনীর মান-সাধনায় যে ব্যক্তি বিবিধ উপায়ে প্রেমসঙ্গীত-রসালাপে নিমগ্ন, তিনি আর কেহ নন, স্বয়ং প্রোতিয়াস্‌—জুলিয়ারই হৃদয়-সর্ব্বস্ব।

ফল বিপরীত হইল। কোথায় চিত্তবিনোদনজন্য জুলিয়া এখানে আসিলেন, না, মন আরও খারাপ হইয়া গেল! অধিকন্তু জুলিয়া আরও শুনিলেন, রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া গবাক্ষদ্বারে বসিয়া অতি কটুবাক্যে প্রোতিয়াসকে ভর্ৎসনা

করিতেছেন। সে সব কথা শুনিয়া কোমলপ্রাণা জুলিয়ার বুকে বড় আঘাত লাগিল। রাজকুমারী, প্রোতিয়াস্‌কে বলিতেছেন,—"তোর মত অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই! তুই না ইতিপূর্ব্বে একজন অবলাকে মজাইয়াছিস্! আহা,সে অভাগিনীকে আশা দিয়া,এখন তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিস্! আবার তোর অন্য রমণীর সাধ! তোর্ লজ্জা নাই?—ভাবিয়া দেখ দেখি,তুই তোর্ প্রিয়বন্ধু ভ্যালেণ্টাইনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিস্!"

ক্রোধে ও ঘৃণায় রাজকুমারী তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি কি বলিয়া এই পাপিষ্ঠের সহিত প্রেমালাপ করিবেন? প্রোতিয়াসের কৃতঘ্নতাতেই ত ভ্যালেন্টাইন্ আজ নির্ব্বাসিত! সিল্‌ভিয়া কি এমন নরাধমকে ভালবাসিতে পারেন?

জুলিয়া সব দেখিলেন, সব শুনিলেন। প্রণয়ে নিরাশ হইয়াও একেবারে প্রোতিয়াসের আশা ত্যাগ করিলেন না। তখনও তাঁহার অন্তরে প্রেমের ছবি জাগিতে লাগিল।

এই সময়ে প্রোতিয়াস্ একজন পরিচারককে বিদায় দিয়াছিল। জুলিয়া এ সংবাদ পাইলেন। মনে মনে কি ভাবিয়া সেই গৃহস্বামীর সাহায্যে, প্রোতিয়াসের পরিচারকের পদ পাইবার বাসনা জানাইলেন। প্রোতিয়াস্ ছদ্মবেশী জুলিয়াকে চিনিতে পারিল না;—গৃহস্বামীর অনুরোধে, জুলিয়াকে 'ছোক্‌রা চাকর' নিযুক্ত করিলেন। জুলিয়াও বিধিমতে মনিবের মন যোগাইতে লাগিল। প্রোতিয়াস্ এই-ছোক্‌রা চাকরের হস্তে প্রেমময়ী সিল্‌ভিয়াকে একখানি প্রেমপত্র দিল। অধিকন্তু, ভেরোনা হইতে বিদায়কালে, জুলিয়া তাহাকে যে স্মৃতি-অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন,সেই সাধের অঙ্গুরীয়টিও পত্রের সহিত পাঠাইয়া দিল।

---

(১৫)

ছদ্মবেশী জুলিয়া সিবাষ্টিয়ান্ নাম ধারণ করিল। সিবাষ্টিয়ান্ প্রভুর প্রণয়-উপহার লইয়া, রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সিল্‌ভিয়া তাহা আদৌ গ্রহণ করিলেন না,—ঘৃণাভরে ফিরাইয়া দিলেন। এ ব্যবহারে জুলিয়া অবশ্য সন্তুষ্টই হইল। অধিকন্তু সিল্‌ভিয়ার সহিত একযোগে প্রোতিয়াসের নানারূপ নিন্দাবাদও করিতে লাগিল। তারপর কথায় কথায় প্রকারান্তরে আপনার কথা পাড়িল। বলিল, প্রোতিয়াসের প্রথম প্রণয়িনী জুলিয়াকে সে চিনে।

সে সরলা কুলবালাকে প্রোতিয়াস্ যেরূপ প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে,—প্রেমময়ী তাহাকে যেরূপ প্রাণের সমান ভালবাসেন,—একে একে সমস্ত কথা বলিল। এখন সে অভাগিনী, প্রোতিয়াসের ব্যবহারে কি দশায় দিনযাপন করিতেছে, সে কথাও বলিল। তারপর জুলিয়ার রূপগুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিল, "যদিও তিনি এখন ছদ্মবেশে বেড়াইতেছেন, তথাপি তাঁহার রূপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। সেই রমণীকে ঠিক আমারই মত দেখিতে। আমার ন্যায় তাঁহার বর্ণ, আমার ন্যায় তাঁহার মুখ, চোক, কেশ ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; বয়সও তাঁহার আমার সমান।" সিল্‌ভিয়া বুঝিলেন, জুলিয়া অনুপমা সুন্দরী! কারণ, প্রোতিয়াসের যে 'ছোক্‌রা চাকর' তাঁহার পরিচয় দিতেছে, তাহাকে দেখিতে অতি সুন্দর। স্নেহময়ী রাজবালা, জুলিয়ার দুঃখে গলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, এমন অনুপমা প্রেমিকাকেও প্রোতিয়াস্ কষ্ট দিতেছে! অতঃপর স্নেহমাখাস্বরে ছদ্মবেশিনীকে কহিলেন, "দেখ, কি লজ্জা! প্রোতিয়াস্ কতবার আমাকে বলিয়াছে যে, তার পূর্ব্ব-প্রণয়িনী জুলিয়া তাহাকে একটি প্রেম-অঙ্গুরী দিয়াছে। এখন কোন্ মুখে, কি বলিয়া সে, কুমারীর সেই পবিত্র স্মৃতি আমাকে উপহার পাঠাইল! যাই হোক, আমি ঐ অঙ্গুরীয় স্পর্শও করিব না। বালক! তুমিও আমার স্নেহের পাত্র। কারণ তোমার হৃদয়ে দয়া আছে।—তুমিও সেই দুঃখিনী রমণীর দুঃখে সহানুভূতি করিতেছ! জুলিয়াকে যে তুমি এত ভালবাস, তাহার পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতেছি, গ্রহণ কর।"

আপন প্রণয়াস্পদ, যে রমণীর প্রেমের ভিখারী, সেই রমণীর এমন সাধু ব্যবহার দেখিয়া, জুলিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল।

---

(১৬)

এদিকে ভ্যালেন্‌টাইন্ মিলান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত ও হীন বিবেচনা করিলেন। পিতৃগৃহে ফিরিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। কোন্ মুখে দেশে ফিরিয়া সকলের সহিত বাক্যালাপ করিবেন? তাই তিনি বিষাদিত মনে ঘুরিতে ঘুরিতে মিলানের সন্নিকটস্থ এক নির্জ্জন অরণ্যে

প্রবেশ করিলেন। তথায় অকস্মাৎ একদল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার নিকট ধন-রত্ন কি আছে,—চাহিল।

ভ্যালেণ্টাইন্ আপনার উপস্থিত দুরবস্থার কথা তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। কহিলেন, "এক পরিধান-বস্ত্র ছাড়া আমার নিকট আর কিছুই নাই।"

দস্যুদল দেখিল, লোকটি সত্য সত্যই দুর্দ্দশাপন্ন। ভ্যালেণ্টাইন্‌কে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদের অন্তরে দয়ার উদয় হইল। বুঝিল, লোকটি নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্তবংশীয় কোন ভদ্রলোক। তাহারা ভ্যালেণ্টাইন্‌কে প্রস্তাব করিল, যদি তিনি তাহাদের দলভুক্ত হইয়া অধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপস্থিত বিপদ দূর হয়। দস্যুদল অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করে। অন্যথায়, তাহারা তাঁহাকে প্রাণে মারিবে।

নির্ভীক ভ্যালেণ্টাইন্ এ কথায় উত্তর করিলেন, "আমি আমার নিজের জন্য কিছু ভাবি না;—তবে আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি, যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর,—অবলা ও নিঃসহায় পথিকের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না।"

দস্যুদল তাহাতে সম্মত হইল। সদাশয় ভ্যালেণ্টাইন্ দস্যুদলে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের অধিনায়ক হইলেন এবং আপন উচ্চ লক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রাখিলেন।

এখানে আর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। প্রেমময়ী সিল্‌ভিয়াকে, একদিন তিনি এই অরণ্যে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া নিয়তির খেলা ভাবিতে লাগিলেন।

---

(১৭)

রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া, জনককর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত থারিওকে পরিণয় করিতে অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি পিতার এ সঙ্কল্প হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। শেষে অনন্যোপায় হইয়া, ভ্যালেণ্টাইন্-সন্নিধানে মাণ্টুয়া নগরে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু সুন্দরীর ভুল ধারণা ছিল। ভ্যালেণ্টাইন্ ত এখন মাণ্টুয়ায় নাই?—তিনি যে এখন দস্যুদলের অধিপতি হইয়া অরণ্যবাসী! যাই হউক, রাজকুমারী প্রিয়তমের উদ্দেশে একদিন গোপনে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায়

এগ্‌লামোর নামক জনৈক নিরীহ বৃদ্ধকে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে রাজপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে অরণ্য-পথে উপনীত হইলেন। সেই অরণ্যেই ভ্যালেণ্টাইন্ সদলবলে বাস করিতেন। উভয়ে সেই বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, একজন দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। বেগতিক দেখিয়া, রক্ষক এগ্‌লামোর সিল্‌ভিয়াকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

দস্যুহস্তে পতিত দেখিয়া ও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃসহায় বুঝিয়া, সিল্‌ভিয়া যার-পর-নাই ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। দস্যু তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া কহিল, "সুন্দরি! তোমার কোন ভয় নাই; তুমি আমার সঙ্গে আইস। আমাদের দলপতি বড় সজ্জন ও দয়াশীল। বিশেষ অসহায়া অবলার প্রতি তাঁহার বড় দয়া।"

কিন্তু এ কথায় সিল্‌ভিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। সকাতরে, ভয়-ব্যাকুলস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রাণাধিক ভ্যালেণ্টাইন্! এ বিপদে তুমি কোথায়? এ সময় একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার জন্য অভাগিনী সিল্‌ভিয়ার আজ কি দশা!"

---

(১৮)

এই সময় আর এক আকস্মিক ঘটনা ঘটিল। দস্যু, সিল্‌ভিয়াকে প্রভু-সন্নিধানে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় প্রোতিয়াস্ কোথা হইতে সহসা তথায় উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রভূত বীরত্ব দেখাইয়া দস্যুহস্ত হইতে সিল্‌ভিয়াকে উদ্ধার করিল।

প্রোতিয়াস্ যেদিন শুনিল, রাজকুমারী গৃহত্যাগিনী হইয়াছেন, সেইদিন হইতেই সে, ছদ্মবেশিনী জুলিয়াকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনপথে সিল্‌ভিয়ার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, সে চলিতে লাগিল। হঠাৎ স্ত্রীলোকের কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। প্রোতিয়াসের প্রতি সিল্‌ভিয়ার আন্তরিক ঘৃণা থাকিলেও, এ সময় সিল্‌ভিয়া তাহা ভুলিয়া গেলেন।—উপকারককে অন্তরের সহিত তিনি ধন্যবাদ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় প্রেমোন্মত্ত প্রোতিয়াস্ আবেগভরে কহিলেন, "সুন্দরি! তবে—এইবার অধীনের মনস্কাম পূর্ণ কর!"

এইবার জুলিয়ার অন্তরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অভাগিনী ভাবিল,—"দয়াবতী রাজকুমারী হয়ত উপস্থিত উপকারে, বাধ্য হইয়া, কৃতজ্ঞ-চিত্তে প্রোতিয়াসের বাসনা পূর্ণ করিবেন!"

কিন্তু জুলিয়ার এ ধারণা অমূলক। রাজকুমারী প্রোতিয়াসের উপকারে বাধ্য বটেন, কিন্তু তাহার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন যে, সহসা ভ্যালেণ্টাইন্ তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে দস্যু সিল্‌ভিয়াকে প্রথম দেখিতে পায়, সেই গিয়া ভ্যালেণ্টাইন্‌কে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল।

---

(১৯)

যৎকালে প্রোতিয়াস্ সিল্‌ভিয়ার প্রণয়-যাচ্ঞা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় ভ্যালেণ্টাইন্ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবার প্রোতিয়াসের আর লজ্জার অবধি রহিল না। ভ্যালেণ্টাইনের প্রতি আপনার সেই ইতরোচিত ব্যবহারের কথা মনে পড়িল। লজ্জায়, ঘৃণায় ও অপমানে, প্রোতিয়াস্ মরিয়া যাইতে লাগিল। অনুতপ্ত যুবক অতি দীনতার সহিত ভ্যালেণ্টাইনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভ্যালেণ্টাইন্ অতি উদারপ্রকৃতি ও মহৎহৃদয়। তিনি যে শুধু প্রোতিয়াসকে ক্ষমা করিলেন, এমত নহে,—মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "প্রোতিয়াস্, তোমাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি এবং অকপটে বলিতেছি, প্রেমময়ী সিল্‌ভিয়াকে তোমার হস্তে দিলাম!"

জুলিয়ার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এত রকমে শত্রুতাসাধনসত্ত্বেও, প্রোতিয়াসের প্রতি ভ্যালেণ্টাইনের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ দেখিয়া, তিনি চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ প্রোতিয়াস্, বন্ধুর এ অপার্থিব আত্মত্যাগে হয়ত সত্য সত্যই সিল্‌ভিয়াকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়া জুলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এই ঘটনায় সিল্‌ভিয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, "প্রোতিয়াসের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সে সব করিতে পারে!—যদি সে প্রিয়তম ভ্যালেণ্টাইনের প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে ত আমি মরিলাম!"

জুলিয়া চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। সিল্‌ভিয়াকে কহিলেন, "দেখুন, আমি

ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; আমার প্রভু আপনাকে একটি অঙ্গুরীয় উপহার দিয়াছিলেন।" এই বলিয়া সেই অঙ্গুরীয় সিল্‌ভিয়াকে দিতে গেলেন।

প্রোতিয়াস অতিশয় বিস্মিত হইল। মনে মনে কহিল, "আমি বহু পূর্ব্বে জুলিয়াকে যে অঙ্গুরীয় উপহার দিয়াছিলাম, এ যে সেই অঙ্গুরী দেখিতেছি!— সিল্‌ভিয়াকে ত আমি এ অঙ্গুরীয় দিই নাই!"

প্রকাশ্যে সেই বালক ভৃত্যকে কহিলেন, "তুমি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?—ইহা যে জুলিয়ার অঙ্গুরীয়!"

ছদ্মবেশিনীও মনের হাসি মুখে চাপিয়া উত্তর করিলেন, "জুলিয়া নিজে এখানে আসিয়া আমাকে এই অঙ্গুরীয় দিয়া গিয়াছেন!"

এইবার কি ভাবিয়া প্রোতিয়াস্ নির্নিমেষ নয়নে, অবাক্ হইয়া সিবাষ্টিয়ানকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নিশ্চয় বুঝিলেন, এই পরিচারকই প্রেমময়ী জুলিয়া। প্রোতিয়াস লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জুলিয়াকে কহিলেন, "প্রেমময়ী! নিজগুণে এ অধীনকে ক্ষমা কর! আমি চিরদিনই তোমারই!"

"প্রাণেশ্বর! হৃদয়বল্লভ!" বলিতে বলিতে জুলিয়ার বাক্‌রোধ হইল। তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে, স্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন।

এবার প্রোতিয়াস্ কহিলেন,"বন্ধু ভ্যালেণ্টাইন্,এইবার আমার অনুরোধে, তুমিই সিল্‌ভিয়া সুন্দরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর! এই অনুপম রত্ন তোমারই যোগ্য! আমি অতি মূঢ়,—তাই তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতাকরিয়াছিলাম!"

ভ্যালেণ্টাইন্, প্রোতিয়াসের কথা রক্ষা করিলেন। তখন আবার দুই বন্ধুর মধ্যে পূর্ব্বের সেই ভাব ফিরিয়া আসিল। দুইজনে মনোমত পত্নী লাভ করিয়া সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

(২০)

এমন সময় আর এক বিভ্রাট!—স্বয়ং মিলানরাজ ও থারিও নামক সেই যুবক, লোকজন-সমভিব্যাহারে সিল্‌ভিয়াকে খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্যালেন্টাইনের পার্শ্বে সিল্‌ভিয়াকে দেখিয়া থারিও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; মুক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "সিল্‌ভিয়া আমার সহধর্ম্মিণী!"

এই পরুষবাক্যে ভ্যালেণ্টাইন্‌ও বিলক্ষণরূপে উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, "থারিও, যদি প্রাণের মমতা থাকে, পুনরায় ও পাপ-কথা মুখে আনিও না! যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে প্রস্থান কর!—সিল্‌ভিয়া আমার সহধর্ম্মিণী,—এই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন;—আমি জীবিত থাকিতে, কার সাধ্য ইঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে!"

ভ্যালেণ্টাইনের তেজোময় বাক্যে ভীরু থারিও থতমত খাইল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "হাঁ, যে আমায় চায় না, সে চপলা রমণীর জন্য বিবাদ করা, মূর্খেরই কার্য্য বটে!"

তেজস্বী মিলান-রাজ থারিওর এই অপৌরুষেয় ব্যবহার দেখিয়া, ঘৃণাভরে কহিলেন, "আ ভীরু!—আ অধম! এই তোর সাহস? তুই প্রাণভয়ে, বাঞ্ছিত স্ত্রীরত্নলাভে পশ্চাৎপদ হইলি?—হা, ধিক্ তোকে!"

অতঃপর ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রিয় ভ্যালেন্‌টাইন্‌! তোমার নির্ভীকতায় আমি চমৎকৃত হইয়াছি। এইরূপ বীরপুরুষই রাজকন্যার প্রণয়ের যোগ্য। এক্ষণে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমতি করিতেছি, তুমিই সিল্‌ভিয়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। কারণ এখন বুঝিলাম, তুমিই সর্ব্বাংশে আমার কন্যার স্বামী হইবার যোগ্য!"

ভ্যালেণ্টাইন্ নতজানু হইয়া মিলান-রাজের হস্তচুম্বন করিলেন এবং গভীর কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর তিনি অরণ্যস্থ সেই সমস্ত দস্যুদলের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে, মিলান-রাজকে অনুরোধ করিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, ইহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে আজ্ঞা হয়। কেবল সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ইহারা আমারই ন্যায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ইহাদিগকে মার্জ্জনা করিলে, পুনরায় লোকসমাজে মিশিয়া, ইহারা রীতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে।"

মিলান-রাজ, ভ্যালেণ্টাইন্‌কে কৃপাচক্ষে দেখিয়াছেন; অধিকন্তু তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহসেরও ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছেন এবং উপস্থিত কতকটা দেখিলেনও বটে;—সেই ভ্যালেণ্টাইন্ যখন দস্যুগণকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন মিলান-রাজও সাহ্লাদে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। দস্যুদলও রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আনন্দে

যেন চারিদিক মধুময় হইয়া উঠিল। কেবল প্রোতিয়াস্,—লজ্জায় এবং আত্ম-গ্লানি ও অনুতাপে মরমে মরিয়া রহিলেন। কারণ মিলান-রাজ সেই দশের মাঝে,—বন্ধুর সহিত তাঁহার সেই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলেন।

অনুতপ্ত প্রোতিয়াস্ নৃপতির নিকটও মার্জ্জনা চাহিল। মিলান-রাজ ভাবিলেন, এই আত্মগ্লানিতেই তাঁহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। অনন্তর নব-দম্পতিগণকে সঙ্গে লইয়া, মহানুভব মিলান্-রাজ স্বরাজ্যে উপনীত হইলেন, এবং অবিলম্বে মহা সমারোহে ও অতুল আনন্দোৎসবে তাঁহাদের শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ঝড়।

(THE TEMPEST.)

(১)

সমুদ্র মধ্যে একটি দ্বীপ। প্রস্পেরো নামক এক বৃদ্ধ ও মিরন্দা নাম্নী তদীয় এক অলোকসামান্যা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী কন্যা ভিন্ন, এই দ্বীপে আর কাহারও বসতি ছিল না। মিরন্দা এত শৈশব এ দ্বীপে আনীতা হইয়াছিল যে, একমাত্র আপন জনক ভিন্ন, এ অবধি দ্বিতীয় মনুষ্যমূর্ত্তি অবলোকন করে নাই।

পিতাপুত্রীর বাসস্থান ছিল,—এক গিরি-গুহা। এই গুহাটি অনেক বড়। ইহাতে অনেকগুলি কক্ষ ছিল। ইহার মধ্যে একটি কক্ষ, প্রস্পেরোর পাঠাগার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রস্পেরো তথায় আপন পুস্তকাদি রাখিতেন। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ,—ইন্দ্রজাল বিষয়ক। তদনীন্তন পণ্ডিতসমাজে এই ইন্দ্রজাল বিদ্যার বড়ই গৌরব ছিল। অপিচ,এই বিদ্যাশিক্ষায় প্রস্পেরোর বিশিষ্ট উপকারও হইয়াছিল। বিধি-বিড়ম্বনে,মহামতি প্রস্পেরোকে অসহায়ে এই দ্বীপে আসিতে হয়। কিন্তু এখানে আসিবার পর, অত্রস্থ প্রাণিগণের দারুণ দুরবস্থা মোচনে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সাইকোর্যাক্স নাম্নী এক নির্দ্দয়া ডাকিনী এই দ্বীপে বাস করিত। কুহকিনী, কুহকবলে, ভূতযোনিগণের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যে সকল শান্তপ্রকৃতি পরী, তাহার নিষ্ঠুর আদেশপালনে অসম্মত হইয়াছিল, পাপিষ্ঠা সাইকোর্যাক্স, তাহাদিগকে বিবিধমতে নিপীড়িত করিয়া, তরুকোটরে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল। ডাকিনীর মৃত্যু হইবার পরও, ঐ পরীগণ তদ্রূপ অবস্থায় বৃক্ষকোটরে অবরুদ্ধ

ছিল। মহামতি প্রস্পেরো মন্ত্রপ্রভাবে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। তদবধি তাহারা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে, অবনত মস্তকে প্রস্পেরোর আদেশ পালন করিতে থাকে। পরীর মধ্যে এরিয়েল সর্ব্বপ্রধান।

---

(২)

এরিয়েল শান্ত শিষ্ট ও সৎস্বভাব হইলেও,ক্যালিবনের উপর বড়ই অত্যাচার করিত—অত্যাচার করিতে ভালবাসিত। কালিবন্, ডাকিনী সাইকোর‍্যাক্সের গর্ভজাত পুত্র। সাইকোর‍্যাক্সের উপর যতটা রাগ, যতটা আক্রোশ ছিল, এখন তৎপুত্র ক্যালিবনের উপর এরিয়েল সেই জাতক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। কালিবন দেখিতে একটি 'কিম্ভূত-কিমাকার' জানোয়ার-বিশেষ। প্রস্পেরো, অরণ্যমধ্যে এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখিতে পাইয়া, দয়া করিয়া তাহাকে আপন আবাসে আনেন এবং কথা কহিতে শিক্ষা দেন। ক্রমে তাহার প্রতি বিশেষ সদয় হন। কিন্তু কালিবন নাকি স্যাইকোর‍্যাক্সের গর্ভজাত পুত্র, কাজেই অসৎ-প্রকৃতি হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া প্রস্পেরো অগত্যা তাহার প্রতি ক্রীত-দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্যে তাহাকে নিয়োজিত করিলেন এবং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন—এরিয়েল্‌কে।

আলস্যবশতঃ কালিবন যখন প্রভুর কার্য্যে উপেক্ষা করিত, এরিয়েল্ অমনি তাহাকে বিধিমতে নিপীড়িত করিতে থাকিত। এক প্রস্পেরো ভিন্ন, এরি-য়েলকে আর কেহ দেখিতে পাইত না; সুতরাং এরিয়েল অলক্ষিত ভাবে আসিয়া কালিবনের গায়ে চিম্‌টি কাটিত; অথবা কর্দ্দম-পঙ্কে তাহাকে ফেলিয়া দিত। কখন বা মর্কটবেশ ধরিয়া, মুখ ভেঙ্গাইয়া, তাহাকে ভয় দেখাইত। কালিবন যেমনি সভয়ে তথা হইতে পলাইয়া যাইত, এরিয়েল অমনি সজারুর আকার ধরিয়া তাহার গন্তব্যপথে বাধা দিত।—সজারুর গায়ের উপর দিয়া গেলেই পায়ে কাঁটা ফুটিবে, কাজেই কালিবনের আর পা উঠিত না।—এইরূপ, বেচারীর কষ্টের আর অবধি ছিল না। যখনই সে কার্য্যে অবহেলা করিত, এরিয়েল এইরূপে বিধিমতে তাহাকে নিপীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

---

(৩)

প্রভূত ক্ষমতাশালী পরীগণ বশীভূত থাকাতে, প্রস্পেরো তাহাদের সাহায্যে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র-তরঙ্গের উপরও আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশক্রমে এক দিন পরীগণ অকস্মাৎ এক মহাঝড়ের আবির্ভাব করিল। এই দারুণ দুর্য্যোগে সমুদ্রে একখানি অর্ণবপোত আরোহীসহ ভাসিতেছিল। প্রবল বাত্যান্দোলনে ও উত্তাল তরঙ্গমালায় সমুদ্র যেন সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই জাহাজখানি 'ডুবুডুব' বোধ হইতে লাগিল। প্রস্পেরো প্রাণাধিকা তনয়া মিরন্দাকে এ দৃশ্য দেখাইলেন। বলিলেন, "ঐ সুন্দর পোতে আমাদেরই ন্যায় অনেকগুলি মনুষ্য আছে।"

সেই ভীষণ ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যে মগ্নপ্রায় জাহাজ দেখিয়া স্বভাব-কোমলা মিরন্দার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। অতি করুণহৃদয়ে মিরন্দা তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "পিতঃ! আপনারই কৌশলে যদি এই ভীষণ ঝড় উঠিয়া থাকে, তবে ইহা শান্ত করুন। এই সমুদ্র কি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! বোধ হয়, যেন উথলিয়া উঠিয়া এই দণ্ডেই আকাশের তারাগুলি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ফেলিবে! না জানি, কত প্রাণী ঐ জাহাজে আছে! হায়, বুঝি উহা এখনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! ঐ পোতস্থ মনুষ্যগণের দুঃখ আমার অন্তরে আঘাত করিতেছে। হায়, আমার যদি তেমন সাধ্য থাকিত, তবে এই সুন্দর জাহাজ খানি ও জাহাজস্থ আরোহিগণকে ডুবিতে না দিয়া, সমুদ্রকেই বরং আমি পৃথিবী-গর্ভে পাঠাইতাম!"

প্রস্পেরো। স্থির হও, কোন ভয় নাই। যাহা করিলাম, তাহা তোমারি কল্যাণের জন্য! হায় মা, তুমি ত তোমাকে জান না, আমাকেও জান না! কেবল এই জান যে, আমি তোমার পিতা প্রস্পেরো, আর এই গৃহই আমাদের বাসস্থান!

মিরন্দা। তাহার বেশী জানিবার জন্য আমার কখন কোন ভাবনা হয় নাই।

প্রস্পেরো। কিন্তু এখন সেই সময় আসিয়াছে। আমি তোমাকে সকল বুঝাইয়া দিব। তুমি আমার এই ঐন্দ্রজালিক পরিচ্ছদ খুলিয়া দাও।—চক্ষু মুছিয়া ফেল, কোন ভাবনা নাই। আমি এমন কৌশল করিয়াছি যে, এই ভীষণ ঝটিকাতেও ঐ জাহাজের কোন অনিষ্ট হইবে না। এবং উহাতে যে

সকল প্রাণী আছে, তাহাদের কেশাগ্রও বিনষ্ট হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ব'স,—আমি তোমাকে আমাদের পূর্ব্বকাহিনী কিছু বলিব।

মিরন্দা। আপনি কতবারই আমাকে পূর্ব্বের কত কথাই বলিতে গিয়াছেন, কিন্তু আমি বিশেষ কৌতূহলী হইলেও আপনি আর বলিতে চাহেন নাই, বরং বলিয়াছেন, —"এখন নহে, আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর।"

প্রস্পেরো। এখন ঠিক সেই সময় আসিয়াছে। আমি বলিতেছি,—তুমি শুন। এই গুহায় আসিবার পূর্ব্বে আমরা কোথায় ছিলাম, তাহা কি তোমার কিছু মনে পড়ে ? কিছু যে মনে পড়ে, এমন বোধ হয় না। কারণ তখন তুমি তিন বৎসরের শিশু মাত্র।

মিরন্দা। কিছু কিছু আমার মনে পড়ে।

প্রস্পেরো। কি মনে পড়ে মা ?—কোন অট্টালিকা অথবা মানুষ ? —বল বৎসে ! পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার কি স্মরণ হয় ?"

মিরন্দা। স্বপ্নের ন্যায় অতি অস্পষ্টভাবে যেন আমার কিছু কিছু মনে হয়। আচ্ছা বাবা, চারি পাঁচ জন পরিচারিকা না সে সময় আমায় লালন-পালন অরিত ?

প্রস্পেরো। বৎসে ! চারি পাঁচ জন কেন, তোমার পরিচর্য্যার জন্য আরও অধিক পরিচারিকা ছিল। যা হোক, এ কথাই বা কিরূপে তোমার অল্প অল্প মনে আছে ? ভাল, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে, তাহা কিছু মনে হয় কি ?

সরলা বালিকা একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "না বাবা, আমার আর কিছু মনে হয় না।"

"তবে, শুন বৎসে !"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্পেরো আত্ম-জীবনবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

---

(৪)

"তবে শুন বৎসে ! আজ বারো বৎসরের কথা বলিতেছি,—আমি মিলান্ নগরের রাজা ছিলাম। তুমি রাজ-কন্যা,—আমার একমাত্র সন্তান,—অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আণ্টনিও নামে আমার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। তাহাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম ও বিশ্বাস করিতাম। লোককোলা-

হল ও বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনবাস ও শাস্ত্রপাঠ আমি ভাল বাসিতাম; সুতরাং তোমার খুল্লতাতের উপর রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। সংসারের কোন কার্য্যই দেখিতাম না। রাজ্য-ধন-জন-সম্পত্তি,—সকলই আণ্টনিওর করায়ত্ত হইল। ভাই আমার দুরাকাঙ্ক্ষার বশ হইয়া স্বহস্তে সকল ক্ষমতা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে অভিলাষী হইল, এবং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নেপল্‌স-রাজের সহায়তায় অচিরাৎ স্বীয় দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিল।"

মিরন্দা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তবে সে সময়ে তাহারা আমাদিগকে প্রাণে বধ করে নাই কেন?"

প্রস্পেরো। বৎসে! অতটা সাহস করিয়া উঠিতে পারে নাই। না করিবার কারণও একটু ছিল। কারণ, প্রজাবৃন্দ আমার প্রতি বড় অনুরক্ত ছিল। আমাকে প্রাণে বধ করিলে, পাছে প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া হিতে বিপরীত করে, এই ভয়ে অতটা করিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু প্রকারান্তরে তাহা সমাধা করিয়াছিল। তোমাকে ও আমাকে স্থানান্তরে পাঠাইবার অছিলায়, সমুদ্রমধ্যে লইয়া গিয়া এক ক্ষুদ্র তরীতে উঠাইয়া দেয়। আমাদিগকে চিরনির্ব্বাসন বা প্রাণে বধ করাই পাপিষ্ঠের আন্তরিক অভিপ্রায়। তাই সে ক্ষুদ্র তরীতে কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য—এমন কি তৃষ্ণার জলটুকু অবধি দেয় নাই। আমরা অনাহারে, অকূল পাথারে প্রাণত্যাগ করি, আর সে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।—কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। গঞ্জালো নামে আমার এক সদাশয় প্রিয় অমাত্য সংগোপনে সেই নৌকার মধ্যে আমাদের প্রাণরক্ষোপযোগী দ্রব্যাদি দিয়া যান এবং সেই মহাত্মা আমার প্রাণোপম—রাজমুকুট অপেক্ষাও মূল্যবান্ কতকগুলি অমূল্যগ্রন্থ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন।

ব্যথিত হৃদয়ে মিরন্দা কহিলেন, "হায় পিতঃ! সে দুর্দ্দিনে, না জানি, আমি আপনার কি গলগ্রহই হইয়াছিলাম!"

"না মা, এমন কথা বলিও না! সে দুর্দ্দিনে, সে বিষম ভারবহ জীবনে তুমিই আমার শান্তিদায়িনী, প্রাণ-রক্ষাকারিণী, দেবী-স্বরূপিণী হইয়াছিলে! মা, যখন তোমার ঐ মধুমাখা সরল মুখে হাসির লহরী দেখিতাম, তখন আমি সমস্ত শোক-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতাম।—তারপর শুন। ঈশ্বরেচ্ছায়

আমরা একরূপ নিরাপদে এই দ্বীপে উপনীত হই। বহুকষ্টে তোমাকে লালন পালন করিয়া আজ এই এত বড়টি করিয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা আমার আনন্দের বিষয় এই, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া তোমার হৃদয় অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি। কোনও রাজকন্যা এত যত্নে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে না।"

সজলনয়নে গদ্গদস্বরে মিরন্দা উত্তর করিল, "জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। এক্ষণে পিতঃ, জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি সহসা কেন এই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাত আবির্ভাব করিলেন?"

প্রস্পেরো। অচিরাৎ সকল রহস্য জানিতে পারিবে। এই ঝড়ের কল্যাণে আমার সকল মনোরথ সফল হইবে। এক্ষণে এই অবধি জানিয়া রাখ যে, আমার চিরশত্রু নেপল্‌স-রাজ ও আমার সেই দুর্ব্বৃত্ত, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর কনিষ্ঠ সহোদর এই ঝড়ে পোতভ্রষ্ট হইয়া, ভয়ব্যাকুলিত প্রাণে এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছে।

অতিমাত্র সরলা, সংসারজ্ঞানবিহীনা মিরন্দা,—পিতার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলে আপ্লুত হইল।

---

(৫)

কন্যার নিকট এই সকল দুঃখময় কাহিনী প্রকাশ করিয়া, প্রস্পেরো এক-গাছি ঐন্দ্রজালিক দণ্ড দ্বারা মৃদুভাবে কন্যাকে স্পর্শ করিলেন। মন্ত্রপূত দণ্ড-স্পর্শে, মিরন্দা চৈতন্য হারাইয়া তন্দ্রাভিভূতা হইল।

এই সময়ে এরিয়েল নামে সেই পরী তথায় আবির্ভূত হইয়া, ঝটিকা-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিতে আরম্ভ করিল। যদিও এই পরীগণ সকল সময়েই মিরন্দার অপ্রত্যক্ষীভূত ছিল, তথাপি প্রস্পেরো ইহা পছন্দ করিতেন না যে, তিনি শূন্যদেশ লক্ষ্য করিয়া কথোপকথন করেন, আর তাঁর প্রাণাধিকা কন্যা কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিতভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে।

মিরন্দা তন্দ্রাভিভূতা হইলে, প্রস্পেরো এরিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় এরিয়েল, এক্ষণে আদ্যোপান্ত ঘটনা বল,—কিরূপ উপায়ে তুমি আমার আদেশ পালন করিলে?"

এরিয়েল ঝটিকা-বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিয়া কহিল, "জীবন-রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, পোতস্থিত আরোহিগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ ও হাহাকার করিতে লাগিল। নেপল্‌স-রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দ সর্ব্বপ্রথমে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য ভাবিয়া, নেপল্‌স-রাজের পরিতাপের আর সীমা রহিল না। কিন্তু বাস্তবিক রাজপুত্রের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। অন্য বিপদ দূরের কথা, তাঁহার মস্তকের একগাছি কেশও নষ্ট হয় নাই। সমুদ্র-জলে তাঁহার মূল্যবান্ পরিচ্ছদ আরও অধিক উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। রাজপুত্র এক্ষণে এই দ্বীপের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত আছেন। বিঘোরে, পিতা প্রাণ হারাইয়াছেন ভাবিয়া, শোকে মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছেন।"

প্রস্পেরো। নেপল্‌স-রাজ ও আমার সহোদর এক্ষণে কোথায়?"

এরিয়েল। তাঁহারা দ্বীপের অপর প্রান্তে ক্ষুণ্ণমনে ফার্দ্দিনন্দের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। স্বচক্ষে তাঁহাকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছেন, সুতরাং ফার্দ্দিনন্দের জীবনসম্বন্ধে তাঁহাদের আর আশা নাই। নাবিকগণও কেহ প্রাণে মরে নাই। কিন্তু এমন অবস্থায় সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া হতাশ মনে বেড়াইতেছে যে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। সকলেই মনে করিতেছে, ভাগ্য-ক্রমে সেই-ই রক্ষা পাইয়াছে! আর জাহাজ খানিও তাহারা কেহই দেখিতে পাইতেছে না। সকলের অলক্ষিত ভাবে, নিরাপদে, সেখানি তট-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

---

(৬)

মহামতি প্রস্পেরো হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "ভাল ভাল, তোমার কার্য্যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি আমার মনের মত কাজ করিয়াছ। কিন্তু এখনও তোমার অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে।"

এরিয়েল ক্ষুণ্ণমনে উত্তর করিল, "মহাশয়, এখনও অনেক কাজ!"

অতঃপর আরও বিনীতভাবে কহিল, "প্রভু! এইবার আমার প্রতি কৃপা করুন। ভাবিয়া দেখুন, ইতিপূর্ব্বে আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, শীঘ্রই আমাকে অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। মনে করিয়া দেখুন, আপনি আমাকে যখনই যে বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন, কার্য্যের গুরুত্ব লঘুত্ব

আদৌ বিবেচনা না করিয়া অম্লানবদনে তাহা সম্পন্ন করিয়াছি।—কোনরকমে ফাঁকি দিই নাই, মিথ্যা বলি নাই, বা কোনরূপ বিরক্তি-ভাবও দেখাই নাই।"

ঈষৎ হাস্যে প্রস্পেরো কহিলেন, "এরিয়েল, পূর্ব্বকথা তোমার কিছু মনে পড়ে কি? সেই নির্দ্দয়া ডাকিনী সাইকোর‍্যাক্সকে কি তোমার মনে পড়ে? তাহার জন্মস্থান কোথায়, বল দেখি?"

এরিয়েল। আজ্ঞে, আল্‌জিয়ার্স দেশে সে পাপিষ্ঠা জন্মগ্রহণ করে।

প্রস্পেরো। না—দেখিতেছি, সকল কথা তোমার স্মরণ নাই। আচ্ছা, আমি তোমাকে সে সব কাহিনী শুনাইতেছি। এই পাপিষ্ঠা ডাকিনী অতি ঘৃণিত, জুগুপ্সিত ও মনুষ্য-সমাজের অহিতকর দুষ্কর্ম্মের জন্য নাবিকগণ কর্ত্তৃক এই বিজন দ্বীপে নির্ব্বাসিতা হয়। এখানে আসিয়াও পাপিষ্ঠার সে অসৎ স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে তোমাকেও নানারূপ কুক্রিয়ায় আসক্ত করিতে চেষ্টা পায়। সচ্চরিত্রা বলিয়া তুমি তাহার কথা রক্ষা কর নাই। পাপিষ্ঠা প্রতিহিংসাবশে তোমাকে বৃক্ষকোটরে অবরুদ্ধ রাখে। তুমি সেই অবস্থায় অশেষ যন্ত্রণায় কালাতিপাত কর। তার পর মনে পড়ে কি, আমিই এখানে আসিয়া তোমার সে দুরবস্থা মোচন করি?

এরিয়েল। এজন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ করি।

প্রস্পেরো। যদি তুমি পুনর্ব্বার কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ কর, কিংবা কোন কার্য্য পালনে অনিচ্ছুক হও, তবে বৃক্ষকোটরে আবদ্ধ করিয়া রাখিব,—দারুণ যন্ত্রণায় তোমাকে দিনপাত করিতে হইবে!

এ। ক্ষমা করুন, কি আদেশ হয় বলুন,—এখনই তাহা সম্পন্ন করিতেছি।

প্র। ভাল, কার্য্য সম্পন্ন কর, দুইদিন পরেই তোমায় স্বাধীন করিয়া দিব।

এরিয়েল। প্রভুর যোগ্য কথা।—বলুন, কোন্ কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে?

প্রস্পেরো। তুমি জলদেবীর বেশ ধারণ করিয়া আমা ব্যতীত আর সকলের অলক্ষ্য হইয়া থাক; এবং সেই মূর্ত্তিতে নেপল্‌স্-রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দের সম্মুখে গিয়া,—অবশ্য তাহার অলক্ষ্যে থাকিয়া,—কোনরূপে তাহাকে এখানে লইয়া এস।

এরিয়েল "যথা আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

---

(৭)

অনন্তর এরিয়েল ফার্দ্দিনন্দের নিকটে উপস্থিত হইল। দেখিল, রাজপুত্র পিতৃশোকে কাতর হইয়া, বিমর্যভাবে তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিয়া আছেন।

এরিয়েল মৃদু মধুর স্বরে একটি গান ধরিল। সে অলক্ষ্যে থাকিয়া কাহাকে যেন ডাকিতেছে,—গানের প্রতি অক্ষরে তাহার প্রাণের আনন্দ যেন উথলিয়া পড়িতেছে! গাহিয়া গাহিয়া সে ডাকিতেছে—"এস এস, এই সাগর-সৈকতে এস। হাত ধরাধরি করিয়া নাচিবে এস। সাগর কেমন স্থির, ধীর, প্রশান্ত;—তরঙ্গগুলি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।—নাচিবে এস, বালুকান্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিবে, এস! গান গাহিতে গাহিতে নাচিবে এস। অলক্ষ্যে অমর অমরী গানে মাতিয়া গানে যোগ দিবে, এস।"

ফার্দ্দিনন্দ সেই গীত শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"একি! কোথায় এ সঙ্গীত শুনিলাম! শূন্যে, না মর্ত্তে? নিশ্চয়ই এ কোন দেবতার সঙ্গীত হইবে! এই সঙ্গীতে সমুদ্রও স্থির হইয়াছে, আমিও যেন সকল দুঃখ ভুলিয়াছি! আমায় যেন কে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে! কিন্তু গান ত থামিল না,—ঐ যে আবার সেই সুধাস্বর প্রাণে বাজিতেছে।"

এরিয়েল পুনর্ব্বার মধুর স্বরে আর এক গান ধরিল:—

অতল জলধি-তলে জনক তোমার।
বৃথা শোক পরিহর, মুছ আঁখি-ধার।
তাঁর সে বিশাল আঁখি, প্রবাল হ'য়েছে দেখি,
মৃন্ময় হ'য়েছে হায়, অস্থি রাশি তাঁর!
সেই দেহ রূপরাশি, উজ্জ্বলে মধুরে মিশি,
ধ'রেছে জলধি-তলে নূতন আকার।
মধুমাখা মধুস্বরে, জলবালা গান করে,
ঐ শুন বাজে বাঁশি, শোক-স্মৃতি তাঁর। *

বিমান-পথে এই অভূতপূর্ব্ব করুণ-গীতি শ্রবণ করিয়া ফার্দ্দিনন্দ যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহার স্নেহময় পিতা আর ইহলোকে নাই।

* রাগিনী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভূমি হইতে উঠিলেন এবং এই গীতি-শব্দ লক্ষ্য করিয়া তদনুবর্ত্তী হইলেন। যেথানে প্রস্পেরো ও মিরন্দা এক বৃহৎ তরুচ্ছায়া-তলে বসিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত,—এরিয়েল, রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দকে সেই দিকে লইয়া চলিল। অবশ্য ফার্দ্দিনন্দ বুঝিলেন না যে, তিনি কাহারও অনুসরণ করিতেছেন।

---

(৮)

সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা, প্রকৃতি-অঙ্কে-প্রতিপালিতা, সরলা বালিকা মিরন্দা,—অকস্মাৎ দেবমূর্ত্তি ফার্দ্দিনন্দকে দেখিয়া, নির্নিমেষনয়নে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে বালিকা, আপনাকে ও পিতাকে ভিন্ন দ্বিতীয় মনুষ্য-মূর্ত্তি অবলোকন করে নাই।

মিরন্দাকে একান্ত বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, প্রস্পেরো কহিলেন, "মা! ও কি দেখিতেছ?"

মিরন্দা অধিকতর বিস্মিতভাবে কহিল, "পিতঃ, নিশ্চয়ই ইনি কোন দেব-যোনি! দেখুন, দেখুন, ইহাঁকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! আ মরি মরি, এত রূপ! পিতঃ, সত্য বলিতেছি, বিধাতার এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি আমি জীবনে দেখি নাই। বলুন, ইনি কি দেব-যোনি নন?"

ঈষৎ হাস্যে প্রস্পেরো উত্তর করিলেন, "না মা। এ দেব-যোনি নয়,বা আর কিছুও নয়। এ আমাদের মত খায়,ঘুমায় এবং আমাদের মতই ইহার হিতাহিত জ্ঞান আছে। সেই দারুণ ঝড়ে যে জাহাজ খানি জলমগ্ন হয়, এই ব্যক্তি সেই জাহাজেই ছিল। শোকে ও দুঃখে কাতর হইয়া, এখন এ এমন শ্রীহীন হইয়াছে; নচেৎ তুমি ইহাকে রূপবান্ বলিতে পারিতে। সঙ্গিভ্রষ্ট হইয়া এ ব্যক্তি এখন সেই সঙ্গীদের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।"

মিরন্দা। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, ইনি কোন দেবতাই হইবেন!—কারণ মনুষ্যের মত ইহাঁতে আমি কিছুই দেখিতেছি না।

ফার্দ্দিনন্দও যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। এই বিজনদ্বীপে, সেই অলোক-সামান্যা,অতুল লাবণ্যবতী মিরন্দাকে দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই

ইনি এই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এরিয়েলের যে স্থললিত করুণ সঙ্গীতে তিনি এখানে আনীত হইয়াছেন, ভাবিলেন, সে স্থধামাখা স্বর সেই দেবীরই মুখনিঃসৃত। ভয় বিস্ময় শোক শান্তি,—এককালে সকল ভাবের আবির্ভাবে, ফার্দ্দিনন্দ মিরন্দাকে "দেবী" সম্বোধন করিলেন। বলিলেন,—"আমার বিনীত প্রার্থনা এই, দয়া করিয়া বলুন, আপনি কে?—আপনি দেবী কি মানবী?"

বালিকা সলজ্জ সঙ্কুচিত ভাবে মুখখানি নত করিয়া মধুর বচনে কহিল, "হে প্রিয়দর্শন! আমি দেবী বা আর কিছুই নহি,—আমি সামান্যা মানবী।"

ফার্দ্দিনন্দ। একি! এ যে আমারই ভাষা শুনিতেছি!—আমি নেপল্‌স রাজপুত্র, পিতৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি।

মিরন্দা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রস্পেরো উভয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে একান্ত আনন্দিত ও সুখী হইলেন। বুঝিলেন, প্রথম দর্শনেই উভয়েই উভয়ের রূপে মোহিত হইয়াছে, ও উভয়েই উভয়কে ভাল বাসিয়াছে। কিন্তু প্রাণাধিকা কন্যার প্রণয়পাত্রের প্রণয় পরীক্ষা করিবার জন্য আপাততঃ তিনি কিছু কঠোর হইলেন, এবং উভয়ের স্বাভাবিক মিলনপথে বাধা দিলেন। কৃত্রিম কোপসহকারে পুরুষ বাক্যে ফার্দ্দিনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে ছদ্মবেশী যুবক! আমার কাছে তোমার কোন চাতুরী বা কৌশল খাটিতেছে না। বাপু হে, আমি কি আর তোমার বুদ্ধির দৌড় বুঝি নাই?—তুমি আপনাকে নেপল্‌স-রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা;—এ দ্বীপের অধীশ্বর কে, চর হইয়া তুমি তাহার সন্ধান লইতে আসিয়াছ! কেমন, এই কি না? তা ভাল, এখন এস, আমার অনুবর্ত্তী হও;—তোমাকে এই ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিব। তোমার পদদ্বয়ের সহিত গ্রীবাদেশ বদ্ধ করিব; লবণাক্ত সমুদ্র-জল পান করাইব; আর শম্বুক-মাংস ও নীরস তরুমূল খাওয়াইয়া তোমাকে প্রাণে মারিব!—দুর্ব্বৃত্ত! আমার সহিত তোমার শঠতা?"

মিরন্দা। একি! পিতা সহসা এমন হইলেন কেন? এমন কঠিন কথাই বা ইনি কেন বলিতেছেন? আমি এ জীবনে আজি এই তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিলাম;—এই প্রথম দর্শন। জীবনে ইহার জন্য আজি এই প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছি।—পিতঃ! ক্ষমা করুন,—এমন কঠিন হইবেন না!

ফার্দ্দিনন্দ। হায়! যদি তুমি কুমারী হও, এবং অন্য কাহাকেও হৃদয়ে স্থানদান করিয়া না থাক, তবে আমি তোমাকে নেপল্‌স রাজসিংহাসনে রাজ-মহিষী করিয়া বসাইব।

প্রস্পেরো। ধীরে,—যুবক, ধীরে! এখনও আমার অনুসরণ কর। আমি তোমার সমস্ত দুরভিসন্ধি বুঝিয়াছি।

মিরন্দা। পিতঃ! ক্ষমা করুন। ইনি নিশ্চয়ই কোন মন্দলোক নহেন।—এই সুন্দর রূপ-মন্দিরে পিশাচের অধিষ্ঠান হইতে পারে না!

প্রস্পেরো। (মিরন্দার প্রতি) চুপ কর, ইহার জন্য তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না। এই ব্যক্তি প্রতারক ও ধূর্ত্ত!

"না,—নিশ্চয়ই না,—কখনই না!"

নির্ভীক ফার্দ্দিনন্দ, সদর্পে উত্তর করিলেন, "না নিশ্চয়ই না,—কখনই না! যতক্ষণ না আমি তোমাপেক্ষা প্রবল শত্রুর করায়ত্ত হইব, ততক্ষণ তোমাকে গ্রাহ্য করিব না;—তোমার ব্যবস্থিত এই সকল নিকৃষ্ট খাদ্যও মুখে তুলিব না!"

এই বলিয়া ফার্দ্দিনন্দ কটিদেশস্থ তরবারি গ্রহণ করিয়া প্রস্পেরোকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা!—প্রস্পেরো তাঁহার মন্ত্র-পূত ঐন্দ্রজালিক দণ্ড ফার্দ্দিনন্দের অঙ্গে স্পর্শ করিবামাত্র ফার্দ্দিনন্দের সকল শক্তি অন্তর্হিত হইল। হাতের তরবারি হাতেই রহিয়া গেল;—যেখানে যেমন ভাবে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, কলের পুতুলটির মত, সেইখানে ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন;—এক পাও নড়িবার-চড়িবার শক্তি তাঁহার রহিল না!

(৯)

এ দৃশ্যে করুণহৃদয়া মিরন্দার অন্তর দ্রব হইল। বালিকা সকাতরে জনককে কহিল, "পিতঃ! আপনি কেন এমন নির্দ্দয় হইতেছেন? দয়া করুন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ ব্যক্তি ছদ্মবেশী বা কপট নহে। ইহার জন্য আমি দায়ী রহিলাম। আমার বিবেচনায় নিশ্চয় ইনি সরলপ্রকৃতি।"

কৃত্রিম কোপসহকারে ভর্ৎসনাবাক্যে প্রস্পেরো উত্তর করিলেন, "চুপ কর। পুনরায় যেন তোমাকে আমায় শাসন করিতে না হয়। কি আশ্চর্য্য! তুমি অম্লানবদনে এই প্রতারকের পক্ষ সমর্থন করিতেছ? আঃ অবোধ বালিকে! তুমি একমাত্র কদাকার কালিবনের সহিত তুলনা করিয়া এই যুবাকে পরম প্রিয়দর্শন

স্থির করিয়াছ! কিন্তু নিশ্চয় জানিও, সুন্দর যুবক-সমাজের তুলনায়, এই আগন্তুকের রূপ—কালিবনের ন্যায়!"

পিতার তিরস্কারে কোমলহৃদয়া মিরন্দা নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আমার পছন্দ এই রূপই থাক্;—আমি আর অন্য রূপবান্ পুরুষরত্ন দেখিতে ইচ্ছা করি না!"

অতঃপর প্রস্পেরো ফার্দ্দিনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে যুবক, এই দিকে এস। আমার অবাধ্য হওয়া তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে।"

ফার্দ্দিনন্দও এবার সর্ব্বান্তঃকরণে উত্তর করিলেন, "বস্তুত নয়।" রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন না যে, কিসে কি হইতেছে! ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে বাধ্য হইয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বিস্মিতের ন্যায় প্রস্পেরোর অনুবর্ত্তী হইলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া, সেই স্বভাব-সুন্দরী, করুণার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, মিরন্দাকে দেখিতে লাগিলেন। গহ্বরে প্রবেশ করিলে পর, তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! একি হইল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? কোথায় আমি? আমার বলবীর্য্য সমস্তই লোপ পাইল? আমি বন্দী হইলাম? শোকে, তাপে, মনঃকষ্টে, হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতেছে! কিন্তু এত কষ্টের মাঝে, যদি দিনান্তেও ঐ মাধুরিমময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার আর কোন ক্ষোভ থাকে না!"

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায়, মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ফার্দ্দিনন্দ গহ্বরে অবরুদ্ধ হইলেন।

(১০)

সৌভাগ্যবশতঃ, ফার্দ্দিনন্দকে অধিকক্ষণ এ গহ্বর-অবস্থানরূপ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রস্পেরো অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং শ্রমসাধ্য কাষ্ঠবহনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ জানিতেন যে, প্রাণাধিকা কন্যা গহ্বরের বাহিরে ফার্দ্দিনন্দকে অবশ্যই দেখিতে পাইবে এবং এ অবস্থায় উভয়ের প্রণয়ের গাঢ়তাও পরীক্ষিত হইবে। বৃদ্ধ কৌশলক্রমে রাজপুত্রের শ্রমসাধ্য কার্য্যের কথা মিরন্দার নিকট উল্লেখ করিয়া, পুস্তক পাঠের অছিলায় একটু অন্তরালে থাকিয়া, প্রণয়িযুগলের প্রণয়ের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দ, প্রস্পেরোর আদেশমত কাষ্ঠবহনের কার্য্যে নিযুক্ত

হইলেন। কিন্তু তাঁহার এ কঠিন পরিশ্রম সহিবে কেন? অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

মিরন্দা এ দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম, শ্রম-ক্লিষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। বালিকা দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল, "হায়! একি দেখি!"

অতঃপর ফার্দ্দিনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রিয়তম্! থাক্, আর কাজ নাই। এ কঠিন শ্রম কি তোমায় সাজে? আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, বজ্র পড়িয়া এখনই এ কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করিয়া ফেলুক!—দেখ আমার পিতা এখন পাঠাগারে পাঠাধ্যয়ন করিতেছেন। অন্যূন তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি পড়া ছাড়িয়া উঠিবেন না। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।"

ফার্দ্দিনন্দ একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "না প্রিয়তমে! তা পারিব না। প্রভুর কার্য্য শেষ না করিয়া, বিশ্রাম করিতে সাহস হইতেছে না।"

এ কথায় মিরন্দা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভাল, তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, আমি তোমার হইয়া একটু কাজ করি।"

ফার্দ্দিনন্দ, বালিকার হৃদয় দেখিয়া মোহিত হইলেন। মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ করিলেন। অবশেষে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! তাহাও কি কখন সম্ভবে? তোমার ঐ কুসুমকোমল দেহে এ গুরুভার সহিবে কেন? আমি অলস হইয়া বসিয়া থাকিব, আর তুমি এই হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইবে? কেন, তাহাপেক্ষা আমার এ দেহ ভাঙ্গিয়া যাক না?"

মিরন্দা। প্রিয়তম! কেন পারিব না? তুমি তোমার ঐ দেবতুল্য দেহে এত শ্রম করিতেছ, আর আমি কি সামান্যা,—আমি উহা করিতে পারিব না? আমি ইচ্ছার সহিত এই ভার লইতেছি, সুতরাং সহজেই ইহা সম্পন্ন করিতে পারিব। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সহিত করিতেছ, তোমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর।

প্রণয়ি-যুগলের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক বাদানুবাদ হইল। মিরন্দা, ফার্দ্দিনন্দকে সাহায্য করিতে আসিয়া,বেশীর ভাগে তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মাইল; কারণ, উভয়ের কথাবার্ত্তায় অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

পূর্ব্বেই উক্তি হইয়াছে ফার্দ্দিনন্দকে এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করা, প্রস্পেরোর একটা কৌশল মাত্র। প্রণয়িযুগলের প্রণয় পরীক্ষা করাই তাঁহার

উদ্দেশ্য। তাই তিনি পুস্তক পাঠ ব্যপদেশে প্রচ্ছন্নবেশে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

মিরন্দা। তোমাকে পরিশ্রান্ত দেখিতেছি।

ফার্দ্দিনন্দ। না,—তোমাকে দেখিয়া আমার আর কিছুই মনে হয় না। তুমি যখন আমার কাছে থাক,রাত্রি হইলেও আমার মনে হয়,যেন নির্ম্মল উষাকাল। আমার একান্ত প্রার্থনা,—তোমার নাম কি, তাহা আমাকে বল।—আমি যেন দিনরাত সেই নাম জপ করিতে পারি।

মিরন্দা। "মিরন্দা"।—কিন্তু এই কথা বলিয়াই মিরন্দার মনে পড়িল, তাহার নাম বলিতে তাহার পিতার একান্ত নিষেধ ছিল। সেজন্য সে বড়ই লজ্জিত হইল।

ফার্দ্দিনন্দ। "মিরন্দা"!—কি বলিয়া তোমায় প্রশংসা করিব? প্রশংসার সর্ব্বোচ্চ স্থান তুমি অধিকার করিয়া আছ! জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহামূল্য রত্ন তুমি! অনেক সময় অনেক রমণী দেখিয়াছি, তাহাদের সুধাকণ্ঠে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া প্রাণ শীতলও হইয়াছে; প্রত্যেকেরই উৎকৃষ্ট গুণে প্রত্যেককেই মনে ধরিয়াছে;—কিন্তু তাহাদের জন্য আমার প্রেম এতদূর উদ্রিক্ত হয় নাই যে, তাহাদের কোনও দোষ চক্ষে পড়ে নাই। কিন্তু তুমি,—তুমি কত সুন্দর! তোমার তুলনা মিলে না। প্রত্যেকের উৎকৃষ্ট গুণের সমষ্টি, আমি তোমাতে দেখিতে পাইতেছি!

মিরন্দা। আমি এ জীবনে দ্বিতীয় রমণী দেখি নাই। দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কোন মুখ মনে পড়ে না। পুরুষের মধ্যেও আমার পিতা এবং উপস্থিত তোমাকে ব্যতীত কাহাকে দেখি নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্ত্রীপুরুষের কিরূপ আকৃতি, কিরূপ গঠন—কিছুই জানি না। কিন্তু যাহাই হউক, আমার মনে তোমারই রূপ সমুজ্জল। তোমাকে ছাড়িয়া আমি এ জগতে আর কাহাকেও চাহি না; কল্পনায়ও তোমা ছাড়া অন্য মূর্ত্তি ভাবিতে পারি না।—কিন্তু এ সব আমি কি মিছামিছি বকিতেছি,—সঙ্গে সঙ্গে পিতার উপদেশও ভুলিতেছি।

ফার্দ্দিনন্দ। মিরন্দা, আমি রাজপুত্র, এবং ভবিষ্যতে নেপল্‌সের রাজাও হইব,এ দারুণ কাষ্ঠভার বহনেই আমায় চিরদিন কাটাইতে হইবে না।—এক্ষণে আমার অন্তরের কথা বলি শুন। যে মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে দেখিয়াছি, সেই

মুহূর্ত্তেই তোমার জন্য এ হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছি। তোমারই জন্য এ কাষ্ঠভার বহনে নিযুক্ত হইয়াছি।

মিরন্দা। তুমি কি আমাকে ভালবাস?

ফার্দ্দিনন্দ। (স্বগত) হে দেবতা! আমি যাহা বলিতেছি, যদি তাহা সত্য হয়, তবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিও! যদি মিথ্যা হয়, তবে যেন এই বড়-আশায় ছাই পড়ে! (প্রকাশ্যে) তোমায় ভালবাসি? কি বলিয়া বুঝাইব,—তোমায় ভালবাসি কিনা? দেখ, জগতে আর কিছুতে আমার তেমন মমতা নাই,—তুমি আমার মমতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি,—সকলই। তুমিই আমার প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা!

মিরন্দার চক্ষে অশ্রু ঝরিল। বালিকা বলিল,—"আমি জানি না, কেন এ আনন্দের কথায় আমার চোকে জল পড়ে।—আমি কি নির্ব্বোধ!"

ফার্দ্দিনন্দ। তুমি কাঁদ কেন?

মিরন্দা। আমি এই সুখের যোগ্যপাত্রী নহি। যাহা দিবার জন্য মনে বড় আশা,—তাহা, সামান্য বলিয়া দিতে আশঙ্কা হয়; এবং যাহা পাইবার জন্য মৃত্যুপণও করিতে পারি, তাহা চাহিতে সাহস হয় না। কিন্তু সে কথা যাক্। আর আমার লুকাইবার কিছু নাই:—আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি,যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমার পত্নী হইব; যদি বিবাহ না কর, কুমারী থাকিয়াই এ জীবন শেষ করিব। আমায় জীবন-সঙ্গিনী করিতে তুমি অনিচ্ছা করিতে পার; কিন্তু তুমি সম্মত হও আর নাই হও,—আমি তোমার দাসী হইয়াই থাকিব।

ফার্দ্দিনন্দ। প্রিয়তমে,—প্রাণাধিকে! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে গ্রহণ করিলাম।

মিরন্দা। তবে তুমি আমার স্বামী?

ফার্দ্দিনন্দ। নিশ্চয়ই।—কারারুদ্ধ বন্দী যেমন স্বাধীনতা প্রার্থনা করে, তুমিও আমার সেইরূপ প্রার্থনীয়!

তার পর? তারপর প্রণয়িযুগল পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

প্রস্পেরো অন্তরালে থাকিয়া সকল কথা শুনিলেন এবং পরস্পরের বিবাহ-ব্যাপারও অবগত হইলেন। অবগত হইয়া একান্ত সুখী হইলেন। তিনি বুঝি-



লেন, মিরন্দা এখনই তাঁহার অন্বেষণে আসিবে; সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি নিজ পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন।

যথাসময়ে মিরন্দা পিতার নিকট উপস্থিত হইল। যেন কেহই কিছু জানে না।

---

(১১)

যথাস্থানে গিয়া প্রস্পেরো, এরিয়েল নামে সেই পরীকে আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বানমাত্র এরিয়েলও তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। প্রস্পেরো, তাঁহার সহোদর ও নেপল্‌স-রাজের সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। এরিয়েল কহিল, "প্রভু, সে নিগ্রহের কথা আর বলিব কি? ভয়ে ও আতঙ্কে তাহাদিগকে এক-

রূপ অচৈতন্য করিয়া রাখিয়াছি। অথচ তাহারা সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। যখন তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইয়া অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া খাদ্য প্রার্থনা করিল, তখন আমি চকিতের ন্যায় তথায় প্রচুর পরিমাণে ভোজ্যসামগ্রী উপস্থাপিত করিলাম; কিন্তু যেমনি হতভাগ্যগণ তাহা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে, অমনি আমি মায়াবলে ভয়াবহ পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া, প্রকাণ্ড পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক, সেই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য লইয়া অন্তর্হিত হইলাম। অতঃপর তাহাদিগকে অতিমাত্র ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত দেখিয়া, সেই ভয়াবহ পক্ষীর বিকটস্বরে তিরস্কার করিলাম। কহিলাম, "রে পাপিষ্ঠগণ! তোদের সেই পূর্ব্বকার সেই পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণ স্মরণ করিয়া দেখ্। তোরা রাজ্যলোভে ধর্ম্মজ্ঞান হারাইয়া বিনাপরাধে মহাত্মা প্রস্পেরোকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলি,—তাঁহার একমাত্র শিশুকন্যাকে তাঁহার সহিত সমুদ্রে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলি,—এখন তাহার ফলভোগ কর!"

এরিয়েল আবার কহিল, "মহাশয়, বলিব কি, এখন আপনার সেই পাপিষ্ঠ সহোদর আণ্টনিও এবং নেপল্‌স-রাজ যার-পর-নাই অনুতপ্ত হইয়াছেন। এ অনুতাপ কৃত্রিম নহে,—প্রকৃত। আমি যে ভূতযোনি,—সে দৃশ্য দেখিয়া আমারও দুঃখ হইয়াছে।"

এরিয়েলের কথা শুনিয়া মহামতি প্রস্পেরোর হৃদয় আর্দ্র হইল। বৃদ্ধ এবার দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, "এরিয়েল, তবে তুমি এখনই তাহাদিগকে এখানে আনয়ন কর। তুমি ভূতযোনি হইয়া যখন তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেছ,—আর আমার এ রক্ত-মাংসের শরীর,—আমি তাহাদেরই একজন,—আমার হৃদয় আর্দ্র হইবে না? যাও,—আমার স্নেহের এরিয়েল, শীঘ্রই তাহাদিগকে এখানে আনয়ন কর।"

---

(১২)

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া এরিয়েল তৎক্ষণাৎ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইল। নেপল্‌স-রাজ, আণ্টনি ও গঞ্জালোর অলক্ষ্যে, মায়াধর এরিয়েল ব্যোমপথে মৃদুমধুর বীণা বাদন করিতে লাগিল। সেই মন্ত্রপূত বীণার অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,—সকলকে আকৃষ্ট করিল। নেপল্‌স-রাজ, আণ্টনিও ও গঞ্জালো মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া

সেই বীণাস্বরের অনুসরণ করিলেন। এরিয়েল অলক্ষ্যে থাকিয়াও, তাঁহাদিগকে একবারে প্রভু-সমীপে উপনীত করিল।

ক্ষোভে, দুঃখে ও ভয়ে বিহ্বল হওয়ায় আগন্তুকত্রয় প্রস্পেরোকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু মহামতি প্রস্পেরো সকলকেই চিনিলেন। তিনি প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে গঞ্জালোকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, "প্রিয় গঞ্জালো, তুমিই আমার জীবন-দাতা! তোমার ঋণ আমি এ জীবনে ভুলিব না, কখন পরিশোধ করিতেও পারিব না।"

এইবার সকলে প্রস্পেরোকে চিনিলেন। আণ্টনিও ও নেপল্‌স-রাজ এইবার বুঝিলেন, তাঁহাদের অধর্ম্মে ও অত্যাচারে যিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অকূল পাথারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সম্মুখেই সেই মহামতি পুণ্যাত্মা প্রস্পেরো বিদ্যমান।

আণ্টনিও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, কাতরস্বরে যার-পর-নাই অনুতাপ করিয়া অগ্রজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নেপল্‌স-রাজও অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কহিলেন যে, অন্যায়পূর্ব্বক তিনি, আণ্টনিওর পক্ষ সমর্থন করিয়া মিলান-রাজকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়েই অনুতাপে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন।

বলা বাহুল্য, মহামতি প্রস্পেরোও তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলেন। এইবার আণ্টনিও ও নেপল্‌স-রাজ প্রস্পেরোর ন্যায্যপ্রাপ্য রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। প্রত্যুত্তরে প্রস্পেরোও ঈষৎ হাস্যে নেপল্‌স-রাজকে কহিলেন, "আপনাকে আমিও এক অমূল্য রত্ন উপহার দিব।"

এই বলিয়া তিনি পার্শ্বস্থ একটি কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র, নেপল্‌স-রাজ সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার প্রাণোপম পুত্র ফার্দ্দিনন্দ,—এক অলোকসামান্যা অসমা সুন্দরীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত।

পিতাপুত্রের আনন্দের আর অবধি রহিল না। আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁহারা অভিভূত হইলেন। কারণ তাঁহারা পরস্পর মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, দারুণ ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া পরস্পর প্রাণ হারাইয়াছেন। এক্ষণে এই আকস্মিক পুনর্ম্মিলনে উভয়েই অপার সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

আর মিরন্দা?—বালিকার যত আনন্দ-উল্লাস না হউক, বিস্ময়ে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নির্ন্নিমেষ নয়নে আগন্তুকগণের পানে চাহিয়া

বালিকা বলিল,—"আহা, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই পবিত্র প্রাণীগুলি কি সুন্দর! ধন্য সেই স্থান,—যে স্থানে ইহাঁরা বাস করেন!"

---

(১৩)

অলোকসামান্যা, মোহিনী-প্রতিমা মিরন্দাকে দেখিয়া, নেপল্‌স-রাজও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি সবিস্ময়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "ইনি কে?—বোধ হয় কোন দেবী।—প্রথমতঃ আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিলেন, এক্ষণে আবার দয়াপরবশে আমাদিগকে সম্মিলিত করিয়া দিলেন।"

মৃদুহাস্যে ফার্দ্দিনন্দ্ কহিলেন, "না পিতঃ। ইনি দেবী নহেন,—মানবী। আমারও প্রথম এই ভ্রম হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় ইনি এখন আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন।"

অতঃপর আবার কহিলেন, "পিতঃ। সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমার কোন দোষ নাই;—আমি ভাবিয়াছিলাম, এ জীবনে আর আপনাকে পাইব না।—তাই আপনার বিনানুমতিতে ইহাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইনি, এই মহাত্মা মিলান-রাজের নয়নানন্দদায়িনী তনয়া। মহাত্মা প্রস্পেরোর আশীর্ব্বাদেই আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি। প্রাণাধিকা কন্যাকে দান করিয়া ইনি আমার পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন।"

"তবে—তবে আমিও নিশ্চয় এই অনুপমা কন্যার জনক হইব!"

অতঃপর আত্মধিকার করিয়া নেপল্‌স-রাজ আবার কহিলেন, "হায়! আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশে হাতে করিয়া এমন সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম!—"

মহামতি প্রস্পেরো কহিলেন, "কাজ নাই আর ও কথায়। অতীতের স্মৃতি বিস্মৃত হউন। ঈশ্বরেচ্ছায়, আজ আমাদের বড় সুখের—বড় আনন্দের দিন! আসুন, আজ আমরা প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উপভোগ করি।"

অনন্তর সহোদর আণ্টনিওকে আলিঙ্গন করিয়া সদাশয় বৃদ্ধ কহিলেন, "ভাই আমার! আর অনুতপ্ত হইও না। সত্য বলিতেছি, আমি তোমায় অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলাম। দেখ, সকলই বিধির বিধান। আমি যে রাজ্যচ্যুত হইয়া অসহায়ে, নিরুপায়ে শিশুকন্যাকে লইয়া অকূল পাথারে ভাসিব, এবং শেষে যে আমার সেই প্রাণের দুহিতা নেপল্‌স-রাজের পুত্রবধূ হইবে,

আর আমাদের পরস্পরের যে এইরূপে পুনর্মিলন ঘটিবে, এ সকলই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে,—খেদ কর কেন ভাই?"

প্রস্পেরো যতই সদয় ব্যবহার দেখাইতে ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আণ্টনিও ততই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বাক্স্ফূর্ত্তি হইল না। প্রভুভক্ত গঞ্জালো-ও, এ অপূর্ব্বদৃশ্যে আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মুক্তপ্রাণে বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

---

(১৪)

এইবার মহাত্মা প্রস্পেরো সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তাঁহাদের জাহাজখানি জলমগ্ন হয় নাই—নিরাপদে তট-সন্নিকটে সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং নাবিকগণও সকলে জীবিত আছে। অধিকন্তু বলিলেন, "প্রাণাধিকা মিরন্দাকে সঙ্গে লইয়া আগামী কল্যই আমরা সকলে স্বদেশযাত্রা করিব।"

অতঃপর কহিলেন, "ইতিমধ্যে সকলে এক কাজ করুন।—আমার এই সামান্য আবাসে যৎকিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত আছে, সকলে মিলিয়া সেবন করিয়া কিছু বিশ্রাম লাভ করুন। অতঃপর সান্ধ্য-আনন্দ-উৎসবে সকলকে আমি দীর্ঘ আত্মজীবনবৃত্তান্ত শুনাইব।"

এই বলিয়া তিনি কালিবন নামক সেই জীবটিকে আহ্বান করিলেন, এবং খাদ্য প্রস্তুত ও গহ্বর সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। কালিবনের সেই কিম্ভূত কিমাকার বিতিকিচ্ছি চেহারার কাট্‌মা খানি দেখিয়া, সকলে হাসিতে লাগিলেন। প্রস্পেরো কহিলেন, "এই বিজন দ্বীপে এই জীবটিই আমার একমাত্র সম্বল। ইহা দ্বারাই আমার সকল পরিচর্য্যা হয়।"

এইবার প্রস্পেরো এরিয়েলকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। এরিয়েলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে সুখের পায়রার ন্যায়, গায়ে টুসি দিয়া,—কখন বিমানে, কখন শ্যামল তরুতৃণে,—কখন সুপক্ক ফলে, কখন মধুগন্ধ ফুলে,—ফাঁকে ফাঁকে উড়িয়া বেড়াইবে মনস্থ করিল।

প্রস্পেরো তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয় এরিয়েল! আজ হইতে তুমি স্বাধীন হইলে।"

এরিয়েল কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উত্তর করিল, "প্রভো! এজন্য আপনাকে সহস্র

ধন্যবাদ। এক্ষণে আমাকে এই অনুমতি করুন,আমি অনুকূল বায়ুভরে, নিরাপদে পোতসমেত আপনাদিগকে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়া দিই। অতঃপর আমি প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। তারপর যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইব,—প্রভু জানেন ত, তখন কি সুখে, কত আনন্দে আমি দিন কাটাইতে থাকিব!”

এই বলিয়া এরিয়েল আনন্দভরে এক গান ধরিল ;—

মধুকর যথা হরষ অন্তরে
বিহরে, আমিও রহিব তথা।
কুসুম-কলিকা পাশে শোব আমি,
পেচকের রব শ্রবণে শুনি'।
বাদুড়-বাহনে বেড়াব নিদাঘে,
সুখে যাবে দিন নব অনুরাগে,
হাসিয়ে খেলিয়ে, নাচিয়ে গাহিয়ে,
ফুলে তরু-তলে রব চিরদিন ॥

এইবার প্রস্পেরো তাঁহার সেই সাধের মায়াময় ঐন্দ্রজালিক পুস্তকাদি ও মন্ত্রপূত দণ্ড, মৃত্তিকাপ্রোথিত করিলেন। তাঁহার আর কোন সাধ অপূর্ণ রহিল না। বিপক্ষ-পক্ষ পরাভূত, সহোদর বশীভূত হইল ; অধিকন্তু নেপল্‌স-রাজের সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিলেন। প্রস্পেরোর অধিক আনন্দের কথা এই যে, তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা মিরন্দা, নেপল্‌স-রাজের পুত্র-বধূ—যুবরাজ ফার্দ্দিনন্দের সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন! বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এরিয়েলের সাহায্যে, তাঁহারা অবিলম্বে দেশে পঁহুছিলেন, এবং মহা মহোৎসবে মিরন্দা ও ফার্দ্দিনন্দের শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।